প্রকাশক—
শ্রীশৈলেশচন্দ্র ভাদুড়ী
জে, কে, শর্ম্মা এণ্ড কোং—
৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা

বী-প্রেস
শ্রীনবেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

বাল্মীকির মহাকাব্যখানি ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতার কালজয়ী অন্যতম কীর্ত্তি-স্তম্ভ স্বরূপ। ভারতে আর্য্য-সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল, রামায়ণ সেই সময়ের কাব্যাভিব্যক্তি। সুতরাং সেই যুগের বাণী, আদর্শ ও ধারা এবং তাৎকালিক সমাজের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও কর্ম্মপ্রণালী জানিতে ও বুঝিতে হইলে, ঐ রামায়ণের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। কারণ, ঐ মূল-রামায়ণ-অবলম্বনে পরবর্ত্তীকালে যে-সকল মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সে-সকলই সেই-সেই যুগের প্রভাবে প্রভাবিত। তাহা না হইয়াই পারে না। সুতরাং সেই-সব গ্রন্থে পূর্ণভাবে বাল্মীকির আদর্শ পাইতে আশা করা সঙ্গত নহে। সে আদর্শ পাইতে হইলে মূল-রামায়ণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কিঞ্চিদধিক চব্বিশ হাজার সংস্কৃত শ্লোকের কাব্যগ্রন্থ কয়-জন বাঙ্গালীর অধিগম্য হইতে পারে? উহার যথাযথ বঙ্গানুবাদও ততোধিক প্রকাণ্ড। আজকাল এই কার্য্য-বাহুল্যের দিনে ঐরূপ সুবৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আদ্যন্ত পড়িবার অবসর অনেকেরই নাই। অথচ গৌরব-মণ্ডিত আর্য্য-সভ্যতার এমন এক সমুজ্জ্বল নিদর্শন ও চিত্র, এমন একখানি জগন্মান্য কাব্যের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই জন্যই সরল গদ্যে সংক্ষেপে

বাল্মীকি-রামায়ণের সার-সঙ্কলনে আমার এই প্রয়াস। ইহাতে ঘটনা, বর্ণনা ও পাত্র-পাত্রীদিগের কথোপকথন ইত্যাদি কাব্যাংশে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সাবধানে সঙ্কলিত করিতে আমি ক্রটী করি নাই।

ভারতে আর্য্য-সভ্যতার গৌরবময় যুগের মহাকাব্য রামায়ণ মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে হৃদয়ে বল, কার্য্যে উৎসাহ, সত্যে শ্রদ্ধা, প্রেমে গাঢ়তা, প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়তা, মিত্রতায় মহাপ্রাণতা, গুরুজনে ভক্তি, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি, সমাজ-ধর্ম্মে কর্ত্তব্যপালনের নিষ্ঠা, রাজধর্ম্মে প্রজারঞ্জনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইতে হয়। সুতরাং তাহা হইতে মঙ্গলের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। ইহাই রামায়ণের "ফলশ্রুতি"।

কৃষ্ণনগর
অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

শ্রীদীননাথ সান্যাল

সূচী

আদি-কাণ্ড

অযোধ্যা-কাণ্ড

অরণ্য-কাণ্ড

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড

সুন্দর-কাণ্ড

লঙ্কা-কাণ্ড

উত্তর-কাণ্ড

"কূজন্তং রাম-রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্ ।
আরূঢ় কবিতাশাখং বন্দে বাল্মীকি-কোকিলম্ ॥"

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥



রামায়ণ

—:(*):—

আদি-কাণ্ড

উপক্রম

তপস্বী বাল্মীকি একদিন ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন মুনিপুঙ্গব নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সম্প্রতি এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাংশে রূপ-গুণবান্, চরিত্রবান্, বলবীর্য্যবান্, বিদ্যাবান্—এক কথায়, আদর্শ-মনুষ্য বলিয়া খ্যাত, তাহা আপনার মত সর্ব্বজ্ঞ লোকই জানিতে সমর্থ। আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।

ত্রিলোকজ্ঞ নারদ, বাল্মীকির এই কথা শুনিয়া হৃষ্ট-চিত্তে কহিলেন—হে মুনে! তুমি যেরূপ সর্ব্বগুণাধার আদর্শ-মানবের কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ, একাধারে সেরূপ বহুগুণ-সম্পন্ন ব্যক্তি ভূমণ্ডলে একান্তই দুর্লভ। তবে; স্মরণ হইতেছে, এক মাত্র ব্যক্তি আছেন, তাঁহার নাম "রাম"। তিনি কোশলরাজ দশরথের প্রথমা ভার্য্যা কৌশল্যা দেবীর আনন্দবর্দ্ধন এবং চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন পুত্ররত্ন—গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র, ধৈর্য্যে হিমালয়, বলবীর্য্যে বিষ্ণু, ক্রোধে কালাগ্নি, ক্ষমায় পৃথিবী, দানে কুবের এবং সত্যবাক্যে দ্বিতীয় ধর্ম্ম-স্বরূপ।

ইহার পরে মহর্ষি নারদ আনুপূর্ব্বিক রামচরিত সংক্ষেপতঃ বর্ণন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, সশিষ্য বাল্মীকি স্নানার্থ তমসা-তীরাভিমুখে গমন-কালে চতুর্দ্দিকের বনশোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন—সুখে

বিচরণশীল, মনোহর-স্বর-সম্পন্ন এক ক্রৌঞ্চমিথুনের পুংক্রৌঞ্চটী এক পাপমতি ব্যাধ কর্ত্তৃক বাণ-বিদ্ধ হইল। তখন তাম্রশীর্ষ, সদা-সহচর স্বামীকে শোণিত-পরিপ্লুত, ভূমি-লুণ্ঠিত এবং নিহত হইতে দেখিয়া, ক্রৌঞ্চী রোদন করিতে থাকিলে করুণার্দ্র-হৃদয় বাল্মীকির মুখ হইতে অকস্মাৎ স্ফূরিত হইল—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

তখন বাল্মীকি ভাবিলেন, নিয়মিত-পাদবদ্ধ, যথাবিহিত লঘুগুরু-ভেদ-সম্পন্ন, লয়-সমন্বিত ও বীণাধ্বনিবৎ সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট এই বাক্যনিচয় শোকোদ্বেল হৃদয়ের প্রেরণায় আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। অতএব ইহার নাম "শ্লোক" হউক।

অনন্তর, স্নানান্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতে-করিতে মুনি আশ্রমে প্রত্যাগত হইলে, ভগবান ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিলেন। মুনি, ব্রহ্মার পাদ-বন্দনা করিয়া তাঁহার কাছে ঐ ঘটনা বিবৃত করিলে, ব্রহ্মা বলিলেন,—শোকমুগ্ধ চিত্তে তোমার মুখ হইতে ঐ বাক্যাবলী নিঃসৃত হইয়াছে। অতএব উহার নাম শ্লোকই হউক। এখন তুমি ঐ ছন্দে রাম-চরিত, যাহা নারদের মুখে সংক্ষেপে শুনিয়াছ, তাহাই বিস্তারিত করিয়া বর্ণন কর। যতদিন পৃথিবীতে পর্ব্বত সকল ও নদী-সকল বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন ঐ শ্লোকবদ্ধা রম্যা রামায়ণী কথা জগতে প্রচারিত থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বলিয়া ভগবান ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে, এই অলৌকিক ব্যাপারে বিস্ময়াবিষ্ট বাল্মীকি রঘুবর-চরিত রচনায় মনঃ-সন্নিবেশ করিলেন। ব্যাকরণ-বিশুদ্ধ ও ঋজুবোধ-বাক্য-নিবদ্ধ সেই মধুর কাব্যই জগতে রামায়ণ নামে খ্যাত হইয়াছে।

---

* রে নিষাদ! তুই যখন ক্রৌঞ্চ-মিথুনের কামমোহিত পুং-ক্রৌঞ্চটাকে বধ করিলি, তখন তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা পাইবি না।

অযোধ্যাপতি রাজা দশরথ

সরযূ-নদীতীরে প্রচুর ধনধান্যশালী সুবিস্তৃত, লোক-বিশ্রুত কোশল নামক জনপদ মধ্যে অযোধ্যা-নামে নগরী বিদ্যমান ছিল। বহুকাল ধরিয়া এই অযোধ্যা নগরী সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এই বংশে রাজা দিলীপ সুমহান্ অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পরে তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র রঘু দান-বীর নামে খ্যাত হইয়া বহুকাল রাজত্ব করিবার পরে, যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র অজকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অজের মহিষী ইন্দুমতী। ইঁহাদের পুত্র দশরথ। দশরথের রাজত্বকালে এই নগর অসাধারণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। লোকৈশ্বর্য্য, ধনৈশ্বর্য্য, বীরৈশ্বর্য্য, বিলাসৈশ্বর্য্য, সুখ-সম্ভোগৈশ্বর্য্য ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যে রাজা দশরথের অযোধ্যা তৎকালে আদর্শ নগরী বলিয়া পরিগণিত হইত। উহা সর্ব্বদা এমন-সকল বীরসেনা কর্ত্তৃক ও এমন-সকল অস্ত্র-বলে সংরক্ষিত থাকিত যে, অন্য কোন রাজার পক্ষে উহা প্রকৃতই অযোধ্যা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। দশরথ নিজে একদিকে যেমন রাজোচিত শৌর্য্যবীর্য্যের অধিকারী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি রাজোচিত দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নানা গুণও তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, ধর্ম্মনীতিজ্ঞ, অর্থনীতিজ্ঞ ইত্যাদি বহুবিধ নীতিজ্ঞ অষ্ট-অমাত্য-বেষ্টিত হইয়া তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তাহার ফলে, অযোধ্যার প্রজাবর্গের কোনরূপ সুখ-শান্তির অভাব ছিল না। সকলেই সকল বিষয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত এবং সর্ব্ব বিষয়ে প্রজাগণের সুখ-শান্তি দেখিয়া দশরথ পরম আনন্দ অনুভব করিতেন।

দশরথের একমাত্র মনঃক্ষোভ ছিল—তাহা পুত্রাভাব বশতঃ। কোশল রাজকন্যা কৌশল্যা দশরথের পাটরাণী, কেকয়-রাজ-কন্যা কৈকেয়ী দ্বিতীয়া এবং সিংহল-রাজ-কন্যা সুমিত্রা তাঁহার তৃতীয়া মহিষী ছিলেন। কিন্তু তিন রাণীর কাহারই বহুকাল সন্তান না হওয়ায় দশরথ একদিন অতি দুঃখিত-

মনে ঐ বিষয়ে চিন্তা করিতে-করিতে স্থির করিলেন যে, পুত্রার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহার এই শুভ সংকল্প শুনিয়া প্রধান মন্ত্রী সুমন্ত্র, বেদজ্ঞ গুরু ও পুরোহিতবর্গকে আনয়ন করিলে, তাঁহারা দশরথের প্রতি সাধুবাদ করিয়া যজ্ঞের আয়োজন, অশ্বমোচন ও সরযূতীরে যজ্ঞভূমি নির্ম্মাণের আদেশ করিলেন। তখন সুমন্ত্রাদি মন্ত্রীগণ রাজাদেশে যজ্ঞানুষ্ঠান যাহাতে অচ্ছিদ্র হয়, সেই বিষয়ে যত্নবান হইলেন।

বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। অঙ্গরাজ রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির প্রভাবে সেখানে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া রাজ্য রক্ষা পায়। অমাত্য সুমন্ত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া, কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের অনুমোদনে প্রস্তাবিত যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আমন্ত্রণ করিবার জন্য অমাত্য ও মহিলাগণ সহ স্বয়ং দশরথ রোমপাদ-রাজ্যে গমন পূর্ব্বক সস্ত্রীক ঋষ্যশৃঙ্গকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন। সুদক্ষ বীরগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞের অশ্ব মোচন করা হইল এবং যথারীতি অন্যান্য আয়োজনও হইতে থাকিল। পরে সম্বৎসর পূর্ণ ও অশ্ব প্রত্যাগত হইলে, ঋষ্যশৃঙ্গকে অগ্রণী করিয়া ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞারম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞের কালে দশরথ প্রচুর দানাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। অশ্বমেধ সমাপ্ত হইলে, দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে কহিলেন—হে সুব্রত, আমাদিগের কুল বর্দ্ধন করুন। তখন ঋষ্যশৃঙ্গ অথর্ব্ব-বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পুত্রেষ্টি-যাগ করিতে মানস করিয়া যথাবিধি কার্য্যারম্ভ করিলেন এবং যাগ-কার্য্য শেষ হইলে, সেই যজ্ঞের পায়স দশরথকে প্রদান করিয়া কহিলেন—ইহা প্রজাবর্দ্ধন। তুমি তোমার ভার্য্যাদিগকে এই পায়স ভক্ষণ করিতে দিবে। মুনির আদেশে দশরথ তাহাই করিলেন।

রামচন্দ্রাদির জন্ম ও বাল্য

যজ্ঞ-সমাপ্তির একবৎসর পরে চৈত্রমাসে নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে এবং কর্কট লগ্নে কৌশল্যা দেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। ঐ পুত্রের

জন্মকালে রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র, স্বীয়-স্বীয় তুঙ্গস্থানে অবস্থান করিতেছিল। * কৈকেয়ী দেবীর এক পুত্র মীনলগ্নে ও পুষ্যানক্ষত্রে এবং সুমিত্রাদেবীব দুই যমজপুত্র কর্কট লগ্নে ও অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ কবিল। এই দুইটী পুত্রেব জন্মকালে রবি মেষ-রাশিতে ছিল। বহুকালের পরে রাজার এইপুত্র-চতুষ্টয়ের জন্ম হওয়ায় অযোধ্যাব প্রজাবর্গ সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং রাজপথ সকল গীত-বাদ্যে মুখরিত হইয়া উঠিল। দশরথও এই উপলক্ষে দানাদি করিয়া মহান্ হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ দিবসে বশিষ্ঠের পৌবহিত্যে পুত্রগণেব নাম-করণ হইল। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ কৌশল্যা-নন্দনেব নাম হইল রাম, কৈকেয়ী-পুত্রেব নাম ভরত এবং সুমিত্রার জ্যেষ্ঠ পুত্রেব নাম লক্ষ্মণ ও কনিষ্ঠের শত্রুঘ্ন। নামকরণ-কালেও দশরথ পৌর ও জানপদ লোকদিগকে যথেষ্ট ভোজন কবাইয়া এবং ব্রাহ্মণ দিগকে প্রচুব ধনবস্ত্রাদি দান কবিয়া তৃপ্ত করিলেন। ক্রমে বালকদিগেব বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকিলে ক্ষত্রজনোচিত নানাবিদ্যা-শিক্ষা হইতে আরম্ভ হইল। চারিজনই অল্পকাল মধ্যে যেমন বেদাদি বিদ্যায়, তেমনি ধনুর্ব্বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে রামই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়া সকল লোকের প্রীতিভাজন হইলেন। লক্ষ্মণ বাল্যকাল হইতেই নিয়ত রামেব অনুগত, এমন কি, রামেব প্রিয় কার্য্য করিতে নিজের শরীর-পাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রামও লক্ষ্মণকে এতই ভাল বাসিতেন, যেন লক্ষ্মণ তাঁহার দ্বিতীয় অর্থাৎ বহিঃসঞ্চারী প্রাণস্বরূপ। লক্ষ্মণ সঙ্গে না থাকিলে রাম আহার করিতেন না, নিদ্রা লাভও করিতে পারিতেন না। রাম যখন মৃগয়ার্থ অশ্বারূঢ় হইয়া বহির্গমন করিতেন, তখন তাঁহার রক্ষণার্থ লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধারণ করিয়া রামের অনুগমন করিতেন।

* রবি মেষে, মঙ্গল মকরে, শনি তুলায়, বৃহস্পতি কর্কটে, ও শুক্র মীনে। ঐ সময়ে চন্দ্র বৃহস্পতির সহিত কর্কটে, ছিল।

অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যেও পরস্পব সদ্ভাব ও আসক্তি ঠিক ঐরূপ। লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্ন, ভবতেব প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তব এবং ভরতও শত্রুঘ্নের তদ্রূপ।

দশরথ ও বিশ্বামিত্র

বালকদিগের বয়স যখন পঞ্চদশ বৎসর, তখন একদিন দশরথ উঁহাদের বিবাহ-বিষয়ে পুবোহিত ও বান্ধবগণেব সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, এমন সময়ে কুশ-বংশীয় ঋষি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইয়া বাজা পুরোহিতের সহিত বিশ্বামিত্রেব প্রত্যুদ্গমন কবিলেন। তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে দেখিয়া দশরথ হর্ষ সহকারে যথাবিধি অর্ঘ্যদানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা কবিলে, বিশ্বামিত্র রাজাকে রাজ্য ও বান্ধবাদি সর্ব্ববিষয়ক কুশলাদি জিজ্ঞাসা কবিলেন। পরে, বিশ্বামিত্র যথাস্থানে উপবেশন কবিলেন, দশরথ হৃষ্টমনে তাঁহাকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন—অমৃত লাভের ন্যায় আপনার আগমনও অতি দুর্লভ মনে করি। এখন আপনাব কোন্ অভিলাষ সিদ্ধ করিব, তাহাই আজ্ঞা করুন। আজ আমাব রজনী সুপ্রভাতা এবং জন্ম ও জীবন সফল। কারণ, আমি বিনা আহ্বানে আপনাব দর্শন লাভ করিলাম। এখন আপনার অভিলষিত কার্য্যের আদেশ পাইলে, আমি সবিশেষ অনুগৃহীত হইব।

রাজসিংহ দশরথের ঐরূপ বাক্য শ্রবণে হর্ষ পুলকিত হইয়া মুনিবর কহিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল, আপনি মহাবংশ-সম্ভূত ও বশিষ্ঠেব উপদেশানুগত। সুতবাং আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে। এখন আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, তাহা পূবণ কবিবার অঙ্গীকার করুন্। সম্প্রতি আমি যাগ করিতে দীক্ষিত। কিন্তু মায়াবী মারীচ ও সুবাহু নামে দুই রাক্ষস বারংবার আমার যজ্ঞ-সমাপ্তির বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছে। অথচ তাহাদিগকে শাপ দিতেও পারিনা; কারণ, এ যজ্ঞে কাহাকেও শাপ দেওয়া অবিহিত। আপনি রামকে আমার সঙ্গে আসিতে অনুমতি করুন্। আমি স্বয়ং রামকে রক্ষা এবং রামের নানাবিধ কল্যাণ

সাধন করিব। আমি সনিশ্চয়ে কহিতেছি, ঐ রাক্ষসদ্বয় রাম কর্তৃকই নিহত হইবে এবং এ কার্য্যে আপনি ধর্ম্ম ও যশ লাভ করিবেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতির মন্ত্রণা লইয়া আপনি অন্ততঃ যজ্ঞীয় দশদিবসের জন্য রামকে আমার সঙ্গে যাইতে আজ্ঞা করুন্। ইহাতে শোকাকুল হইবেন না।

বিশ্বামিত্রের প্রস্তাব কল্যাণকর হইলেও দশরথ অত্যন্ত শোকাবিষ্ট, মোহপ্রাপ্ত ও বিচলিত হইলেন। ক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভান্তে তিনি বিশ্বামিত্রকে বলিলেন—রাজীবলোচন রামের বয়স পঞ্চদশ মাত্র। রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সামর্থ্য তাহাতে সম্ভব নয়। বালক রামের পরিবর্ত্তে আমি স্বয়ং আমার অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া এবং রাক্ষসদিগের সহিত যদি যুদ্ধ করিতে হয়, তাহাও করিয়া, আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব। তবে আর রামকে লইয়া যাইবার প্রয়োজন কি? তবু যদি একান্তই রামকে লইয়া যাইতে আপনি ইচ্ছা করেন, তবে আমার চতুরঙ্গ সেনার সহিত আমাকেও সেই সঙ্গে যাইতে অনুমতি করুন্। আমার বৃদ্ধ বয়সে চারিটী পুত্র হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া রামের প্রতি আমার অত্যন্ত প্রীতি। অতএব কেবল রামকে লইয়া যাওয়া আপনার উচিত হয় না। এখন, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের বংশ ও বলবীর্য্য সম্বন্ধে আপনার কাছে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে মহারাজ! পৌলস্ত্য-বংশে মহাবীর্য্যবান্ রাবণের জন্ম। ব্রহ্মার বরে সে ত্রিভুবনে দুর্জ্জেয়। বহু-রাক্ষস-পরিবৃত হইয়া সে নিরন্তর স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল, তিন লোকেই বিষম উৎপাত করিয়া বেড়াইতেছে। যজ্ঞবিঘ্ন-রূপ সামান্য কার্য্যে সে মারীচ ও সুবাহুকে নিয়োগ করিয়াছে।

রাবণের বল-বীর্য্য-কাহিনী শুনিয়া দশরথ ভয়-বিহ্বল হইয়া বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি গুরু ও দেবতা স্বরূপ। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করা সমরানভিজ্ঞ বালক রামের কথা দূরে

থাকুক, স-সৈন্যে আমারও সামর্থ্যে কুলাইবে না। তবে, আপনাকে প্রসন্ন করিবার জন্য মারীচ ও সুবাহুর মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধ করিতে আমি সবান্ধবে যাইতে পারি। রামকে পাঠাইতে পারিব না, জানিবেন।

অগ্নিতুল্য তেজস্বী বিশ্বামিত্রের প্রতি দশরথের এই বাক্যগুলি যেন ঘৃতাহুতির কার্য্য করিল। বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—হে রাজন! আপনি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ করিবার অঙ্গীকার করিয়া, এখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন, ইহা রঘুকুলের অনুপযুক্ত ব্যবহার! যদি এইরূপই আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে আমি চলিলাম। আপনি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইয়া, সবান্ধবে সুখে অবস্থান করুন।

ক্রোধ-প্রদীপ্ত বিশ্বামিত্রের মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া বিষম অনিষ্ট-ঘটনের আশঙ্কায় ধীরমতি বশিষ্ঠ, রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাঘব! আপনি ইক্ষাকু-বংশজাত এবং স্বয়ং বলবীর্য্যবান্ সদাচারী ও ধার্ম্মিক। এমন কি, আপনাকে দ্বিতীয় ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম পালন করাই আপনার কর্ত্তব্য। নতুবা আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন। রাম মহাবীর্য্যশালী। সুতরাং উনি রাক্ষস-দলনে সক্ষম হইবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যেমন অনল কর্ত্তৃক অমৃত সুরক্ষিত থাকে, তেজস্বী বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক রামও সেইরূপ সর্ব্বদা সুরক্ষিত থাকিবেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় বিদ্যাবান্ ও বীর্য্যবান্ ব্যক্তি আর নাই। নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় জগতে তিনি অদ্বিতীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্র নিজেই যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের নিগ্রহ করিতে পারিতেন। কেবল, আপনার পুত্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া আপনার কাছে ঐরূপ প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন।

তখন, বশিষ্ঠের হিতকর উপদেশে দশরথ প্রফুল্ল-বদনে রাম ও লক্ষ্মণকে আহ্বান করিলেন। পরে, যথাবিধি স্বস্ত্যয়নাদি সমাপনান্তে রাম, মাতা-পিতা ও পুরোহিত বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক মাঙ্গল্যমন্ত্রে অভিনন্দিত হইলে, দশরথ

হৃষ্টমনে পুত্রের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে রামকে সমর্পণ করিলেন। যেমন অশ্বিনীকুমারদ্বয় দিক্‌-সকল উজ্জ্বল করিয়া ব্রহ্মার অনুগমন করেন, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের পশ্চাতে রাম ও ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ গমন কবিতে লাগিলেন।

তাড়কা-বধ

ছয় ক্রোশ পথ গমন কবিয়া তাঁহাবা সবযূ-নদীব দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলে,. বিশ্বামিত্র বামকে কহিলেন,—বৎস! এইখানে শুচি হইয়া তুমি আমাব নিকট "বলা" ও "অতিবলা" নামক দুইটী মন্ত্র গ্রহণ কব। যদিও তুমি অসাধারণ বলবীর্য্যশালী ও অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, তবু এই দুইটী তেজস্কব মন্ত্র জপ কবিলে তোমাব সকল গুণই বর্দ্ধিত হইবে এবং সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইবে।

বাম যথাবিধি শুচি হইয়া আচমনান্তে ঋষিব কাছে মন্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। তখন তাঁহারা সেই রাত্রি ঐ খানেই তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে তাঁহাবা সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া সবযূ ও গঙ্গাব মধ্যবর্ত্তী স্থানে—যেথানে বহু ঋষিদিগেব আশ্রম ছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্র ও রাম-লক্ষ্মণ অভিনন্দিত হইয়া, সেদিন তাঁহারা ঋষিদিগের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

পবদিন প্রভাতে তাঁহাবা নৌকাযোগে গঙ্গা উত্তরণ কবিয়া, জাহ্নবীব দক্ষিণ তীরে গমন কবিতে থাকিলে, অচিরে এক ভয়ঙ্কর বন রামের নয়ন-গোচর হইল। বনটী সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-হিংস্র-শ্বাপদাধিকৃত, শব্দায়মান ঝিল্লি ও শকুনাদি কর্ত্তৃক মুখরিত এবং ঘন সন্নিবিষ্ট নানাবিধ আরণ্যবৃক্ষাদির দ্বারা পরিব্যাপ্ত থাকায় নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই স্থলে এইরূপ দুর্গমবন কিরূপে হইল, রাম ইহা জানিতে কৌতুহলী হইলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,—বহুপূর্ব্বে এইস্থানে মলদ ও করূষ নামে ধনধান্যশালী ও উত্তরোত্তর

বর্দ্ধমান দুই জনপদ বিদ্যমান ছিল। কিছুকাল পরে সুন্দের ভার্য্যা সহস্র-মাতঙ্গ-বলধারিণী মায়াবিনী যক্ষিণী তাড়কার এক মহা ভয়ঙ্কর পুত্র হয়। তাহার নাম মারীচ। ইহারা নিরন্তর এই দুই জনপদ উৎসাদন করিয়া ভীষণ বনে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। অর্দ্ধযোজন অতিক্রম করিলেই, আমরা তাড়কার অধিষ্ঠিত বন প্রাপ্ত হইব। সেই বনের ভিতর দিয়াই আমাদের গন্তব্য পথ। হে রাম! তুমি আমার আদেশে সেই বন নিষ্কণ্টক কর।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গব! একে ত যক্ষজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল বলিয়া পরিগণিত, তায় আবার তাড়কা অবলা। তবে সে সহস্র মাতঙ্গের বল ধারণ করে কিরূপে?

রামের সঙ্গত প্রশ্ন শুনিয়া, মুনিবর কহিলেন,—সুকেতু-নামে সদাচারী ও বীর্য্যবান্ এক যক্ষ ছিল। অনপত্য থাকায়, সে পুত্রার্থে তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার কাছে রত্ন-স্বরূপ এক কন্যা প্রাপ্তির বর পাইয়াছিল। পুত্রের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মা এই কন্যাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করিয়াছিলেন। এই কন্যাই তাড়কা। তাড়কা ষোড়শী হইলে যক্ষপতি জম্ভের পুত্র সুন্দের সহিত তাহার বিবাহ হয়। মারীচ তাহাদের দুর্দ্ধর্ষ পুত্র। একদা বিধবা তাড়কা ও তাহার পুত্র মারীচ অগস্ত্য ঋষিকে ধর্ষণ করায়, তাঁহার শাপে তাড়কা বিকৃতরূপা এবং মাতা ও পুত্র রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হইল। সেই রাগে তাড়কা অগস্ত্য-সেবিত এই বনের উৎসাদন করিয়াছে। হে রাঘব! গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে তুমি এই তাড়কা-রাক্ষসীকে বধ কর। প্রজা সংরক্ষণের জন্য রাজপুত্রদিগকে কখন-কখন নৃশংস কর্ম্মও করিতে হয় এবং সেইরূপ স্থলে তাহা করাই সনাতন ধর্ম্ম। বিশেষতঃ তাড়কা ধর্ম্মহীনা। উদাহরণ স্বরূপ ভাবিয়া দেখ, বিরোচন-কন্যা মন্থরা পৃথিবী নাশ করিতে উদ্যতা হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে বধ করেন এবং শুক্র-জননী ভৃগু-পত্নী ইন্দ্র-শূন্য লোক কামনা করিলে, বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন। ইঁহারা ছাড়া,

আরও অনেক পুরুষ সত্তম অধার্ম্মিকী রমণীগণকে বিনাশ করিয়াছেন। অতএব তুমি রমণী-বধে ঘৃণা ত্যাগ করিয়া, আমার আদেশে এই অধার্ম্মিকী তাড়কাকে বধ কর।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম করযোড়ে কহিলেন,—বিনা বিচারে আপনার আদেশ প্রতিপালন কবা আমার পিতৃ-আজ্ঞা। বিশেষতঃ, একে আপনি ব্রহ্মবাদী, আপনার উপদেশ কথনও অযথার্থ হইতে পারেনা; তাহাতে আবার এ কর্ম্ম গো-ব্রাহ্মণ ও এই প্রদেশের হিতকর। এই বলিয়া, রাম ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক জ্যা-আস্ফালনের ভয়ঙ্কর শব্দে সেই বনভূমি কম্পিত কবিয়া তুলিলেন। ভীষণ শব্দ শ্রবণে ক্রুদ্ধা তাড়কা অবিলম্বে রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া ঘন-ঘনাকাব ধূলিরাশি নিক্ষেপে তাঁহাদের দৃষ্টিরোধ এবং মায়া-বলে নিজে অদৃশ্য থাকিয়া শিলা-বর্ষণে চতুর্দ্দিক আকীর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহার স্ত্রীত্ব হেতু, রামের ইচ্ছা ছিলনা যে, তাহাকে প্রাণে বধ করেন। তাই তিনি শব-বর্ষণে তাহার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন করিয়া, তাহাকে বিকৃতাননা করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত-প্রায় দেখিয়া, বিশ্বামিত্র রামকে কহিলেন,— সন্ধ্যাকালে রাক্ষসেরা সমধিক বলপ্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি তৎপূর্ব্বেই উহাকে বিনাশ করিয়া ফেল। তখন রাম শরজাল দ্বাবা তাড়কাকে অবরোধ করিলে, সে অশনি-বেগে রাম-লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিতা হইতে থাকিল। তখন রাম, শরদ্বাবা তাহার হৃদয় ভেদ করিলে, তাহাতেই তাড়কা তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল।

বিশ্বামিত্র, রামেব মস্তকাঘ্রাণ করিয়া এই বীরকর্ম্মে তাঁহার পরম প্রীতি জ্ঞাপন ও রামের তৃপ্তি সাধন করিলে, সেই রাত্রি তাঁহারা সেই বনেই যাপন করিলেন।

প্রভাতে মুনিবর বিশ্বামিত্র, রামের প্রতি পরম প্রীতি বশতঃ তাঁহার বিজ্ঞাত সমস্ত অস্ত্রের প্রয়োগ ও মন্ত্র রামকে শিক্ষা দিলেন এবং তৎপরে তাঁহারা মনোহর সিদ্ধাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানেই

পুরাকালে বামনদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। মুনিবর রামের কাছে অসুরেন্দ্র বিরোচন-তনয় বলী-রাজের যজ্ঞের কাহিনী বিবৃত করিলেন। এই যজ্ঞেই বামনদেব দান-বীর বলী-রাজের নিকট ত্রিপাদ-ভূমি যাচ্ঞা করিয়া, পদদ্বারা সমস্ত লোক অধিকার করতঃ মহেন্দ্রকে প্রদান করেন। সেই বামনদেবই শ্রম-বিনাশন এই আশ্রমে বাস করিতেন। এখন আমিই এই আশ্রমেই বাস করিয়া থাকি। সম্প্রতি রাক্ষসেরা এখানে আসিয়া নানাবিধ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন এস আজ আমরা এইখানেই থাকি। এই আশ্রম আমারও যেমন, তোমারও তেমনি, জানিও। তখন তাঁহারা সিদ্ধাশ্রমবাসী মুনিগণ কর্তৃক পরম সমাদরে অভিনন্দিত হইয়া, সেইখানেই রজনী অতিবাহিত করিলেন।

পরদিবস হইতে বিশ্বামিত্র তাঁহার আরব্ধ যজ্ঞে পুনরায় দীক্ষিত হইয়া, ছয় দিনের জন্য মৌনী হইলেন। তখন ধনুর্ধারী রাজনন্দনদ্বয় বিনিদ্র হইয়া বিশ্বামিত্রকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। পাঁচদিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। ষষ্ঠ দিনে যখন ঋত্বিকেরা অগ্নি জ্বালিয়া বেদ বিহিত মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেই সময়ে মারীচ ও সুবাহু, এই দুই রাক্ষস মায়া দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া, যজ্ঞস্থলে রুধির বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে রাম মারীচকে লক্ষ্য করিয়া এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে পীড়িত হইয়া মারীচ বিমোহিত হইল বটে, কিন্তু মরিল না। রাম তখন আগ্নেয় অস্ত্রে সুবাহুকে নিহত করিলেন এবং অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে বায়ব্য অস্ত্রে হনন করিয়া, মুনিদিগের সন্তোষ ভাজন হইলেন। যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, বিশ্বামিত্র চারিদিক্ নির্ব্বিঘ্ন দেখিয়া রামকে কহিলেন,—হে মহাবাহো! তুমি গুরুবাক্য পালন করিয়া এই আশ্রমের নাম (সিদ্ধাশ্রম) সার্থক করিলে এবং আমিও কৃতার্থ হইলাম।

পরদিন প্রাতে রাম-লক্ষ্মণ, যেখানে ঋষিদিগের সহিত বিশ্বামিত্র ছিলেন, সেইস্থানে গমন করিয়া মধুর সম্ভাষণে বলিলেন,—হে মুনি-শার্দ্দূল!

আপনার কিঙ্কর-দ্বয় সমুপস্থিত। এখন আমাদিগকে আর কি করিতে হইবে, আদেশ করুন্।

মিথিলা-যাত্রা

তখন বিশ্বামিত্র-প্রমুখ ঋষিগণ রামকে বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! মিথিলাধিপতি জনক-রাজা পরম ধর্ম্মোদ্দিষ্ট যজ্ঞ করিবেন, এইজন্য আমরা সকলে সেই স্থলে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল। জনকের গৃহে যে অদ্ভুত ধনু-রত্ন আছে, তাহা তোমার দেখা উচিত। পূর্ব্বকালে এক যজ্ঞে সুনাভ-নামক ঐ ধনু শিব-সমেত দেবতাগণ জনককে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি ঐ ধনু জনকের গৃহে যজনীয় দেবতা-স্বরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। উহা অসাধারণ-শক্তিসম্পন্ন, পরম ভাস্বর ও ভীষণ-দর্শন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষস, কেহই উহাতে জ্যা-আরোপণ করিতে পারে না।

এই বলিয়া ঋষিগণের সহিত বিশ্বামিত্র জাহ্নবী-নদীর উত্তর তীরাভিমুখে গমন করিতে থাকিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, তাঁহারা রাত্রি-যাপনার্থ শোণা-নদীর তীরে উপবেশন করিলেন।

তখন রাম, সমৃদ্ধ-বনরাজী-শোভিত সেই প্রদেশের বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলে, বিশ্বামিত্র কহিলেন,—পুরাকালে কুশ নামে এক ব্রহ্মা-নন্দন ছিলেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সজ্জন-পূজক মহাত্মা। তাঁহার ভার্য্যা বৈদর্ভীও ছিলেন অশেষ গুণ-সম্পন্না। ইঁহাদের চারিপুত্র, কুশাম্ব, কুশনাভ ইত্যাদি। কুশের আদেশে ঐ পুত্রগণ প্রজা-পালনোদ্দেশে এক-একটী নগর স্থাপন করিলেন। কুশাম্বের স্থাপিত নগর কৌশাম্বী, কুশনাভের স্থাপিত নগর মহোদয় এবং অপর দুইজন কর্ত্তৃক স্থাপিত নগরের নাম, যথাক্রমে ধর্ম্মারণ্য ও গিরিব্রজ। বসুর স্থাপিত বলিয়া গিরিব্রজের অপর নাম বসুমতী। পাঁচটী মুখ্য পর্ব্বতের মধ্যদিয়া প্রবাহিতা রম্যা শোণা-নদী মালার ন্যায়

শোভা পাইতেছে। ঘৃতাচী-নাম্নী অপ্সরীতে কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। কুশনাভ এই কন্যা সকলকে ব্রহ্মদত্ত নামক ব্রহ্মতপা রাজাকে সম্প্রদান করিলে, ইন্দ্র-সদৃশ মহীপাল ব্রহ্মদত্ত যথাক্রমে তাহাদের পাণি-গ্রহণ করিলেন। * কৃতোদ্বাহ ব্রহ্মদত্ত শত-সহধর্ম্মিণীসহ প্রস্থান করিলে, অপুত্রক কুশনাভ পুত্রার্থে যাগ অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে তাঁহার পিতা আসিয়া কুশনাভকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—হে পুত্র, তোমার সদৃশ তোমার এক পুত্র হইবে এবং সেই পুত্রের দ্বারা তুমি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিবে। কুশনাভের যজ্ঞ-লব্ধ এই পুত্রই পরম ধার্ম্মিক গাধি, যিনি আমার পিতা। আমি কুশবংশীয় বলিয়া কৌশিকী-নামে খ্যাত। সুব্রত ধারিণী সত্যবতী আমার অগ্রজা। ইনি ঋচীকের পত্নী। স্বামীর অনুগামিনী হইয়া, পরে লোক-হিতার্থ সেই সত্যবতীই হিমালয়-পর্ব্বতাশ্রয়ে রম্যা, পুণ্যোদকা নামে মহানদী-রূপে প্রবাহমানা। আমিও স্নেহবশে উহার পার্শ্বে সুখে অবস্থান করিয়া থাকি। সম্প্রতি নিয়মানুবোধে সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া তোমার তেজঃ-প্রভাবে সিদ্ধ হইয়াছি।

বিশ্বামিত্রের মুখে তাঁহার বংশবৃত্তান্ত শুনিয়া, ঋষিগণ তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে করিতে নিদ্রাগত হইলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা যাত্রা করিয়া জাহ্নবী-তীরে সমাগত হইলেন। সেখানে সকলে উপবেশন করিলে, রামের অনুরোধে বিশ্বামিত্র প্রথমে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান কহিয়া, পরে সগর-বংশের কথা বিবৃত করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র কহিলেন—পুরাকালে সগর-নামে এক ধর্ম্মাত্মা বীর অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী, বৈদর্ভ-নন্দিনী কেশিনী জ্যেষ্ঠা এবং কশ্যপ-নন্দিনী সুমতি কনিষ্ঠা। সগর অপুত্রক থাকায় পত্নীদিগের সহিত হিমালয়ে গিয়া ভৃগুমুনির অধিষ্ঠিত প্রস্রবণ সমীপে তপস্যা করিতে থাকেন।

* ব্রহ্মদত্ত, চুলী নামক ব্রহ্ম-তপস্বীর মানস-পুত্র। ঊর্ম্মিলা-নন্দিনী সোমদা-নাম্নী গন্ধর্ব্বী সোমদত্তের জননী।

তপে তুষ্ট হইয়া ভৃগু-মুনি সগরের দুই পত্নীকে দুইটী বর দিতে চাহিলেন,—এক পত্নীকে এক পুত্রের বর এবং অপরাকে বহু পুত্রের। কেশিনী এক পুত্রের এবং সুমতি বহু পুত্রের বর চাহিয়া তাহাই পাইলে, কালক্রমে তাঁহাদের প্রাপ্ত-বরানুযায়ী পুত্র সকল জন্মিল। পুত্রদিগের বয়োবৃদ্ধি হইলে জ্যেষ্ঠ সগর-নন্দন অসমঞ্জ ভ্রাতৃগণের নিগ্রহকারী, অতিশয় পাপাচারী ও পৌরজনের অনিষ্টকারী হওয়ায়, সগর তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া অসমঞ্জের পুত্র সর্ব্বজনপ্রিয় অংশুমানকে পৈত্রিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলে, হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রশস্ত যজ্ঞভূমি বলিয়া স্থিরীকৃত হইল এবং মহারথ অংশুমান্ যজ্ঞীয় অশ্বের সংরক্ষণে ব্রতী হইয়া অশ্বের অনুসরণ করিলেন।

পরে, অশ্বের প্রত্যাবর্ত্তনকাল সমাগত হইলে সংবাদ আসিল যে, যজ্ঞীয় অশ্ব অপহৃত হইয়াছে। তখন ভূপতি সগর তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্রগণকে অপহৃত অশ্বের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করিয়া বলিলেন—তোমরা আসমুদ্র সর্ব্বস্থানে অন্বেষণ করিবে। যদি কোথাও অশ্বকে দেখিতে না পাও, তবে তোমাদের প্রত্যেকে এক-এক যোজন বিস্তৃত ভূমি খনন করিয়া রসাতলেও অশ্বের অন্বেষণ করিবে। আমি দীক্ষিত অবস্থায় উপাধ্যায়বর্গাদির সহিত এইখানেই অবস্থিতি করিতে থাকিলাম।

তখন ষষ্টিসহস্র সগর-নন্দন হৃষ্ট-চিত্তে বহির্গত হইয়া, নানাদিকে বিস্তর অন্বেষণ করিয়াও অপহৃত অশ্বের সন্ধান না পাওয়ায়, রসাতলে অন্বেষণার্থে ভূমি-খননে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত খনন করিয়া পাতালে অনুসন্ধান করিতে-করিতে দেখিতে পাইলেন, এক তেজঃ-পুঞ্জশালী মুনির নিকটে যজ্ঞীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। এই মুনি ভগবান্ কপিলদেব। সুরপতি ইন্দ্র সগরের যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ করিয়া, পাতালে ধ্যানস্থ কপিলদেবের নিকটে তাঁহার অজ্ঞাতসারে ঐ অশ্বকে রাখিয়া দেন। সগর-সন্তানেরা ঐ মুনিকেই অশ্ব-চোর জ্ঞানে দুর্ব্বাক্য বলায়, তিনি ক্রু-

হইয়া ঘোর হুঙ্কার করিতে থাকিলে, সেইখানে তৎক্ষণাৎ ষষ্টিসহস্র সগর-তনয়গণ ভস্মীভূত হইয়া গেলেন।

এদিকে, পুত্রদিগের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া, মহাত্মা সগর অংশুমান্‌কে রসাতল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। তেজস্বী অংশুমান্ পিতামহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া বীর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বাহির হইলেন। ক্রমে তিনি পিতৃব্যগণের খনিত পথ অবলম্বনে যাইতে-যাইতে পাতালপুরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ভস্মীভূত দেহরাশি সন্দর্শনে অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। মৃত পিতৃব্যগণের তর্পণার্থ জলসংগ্রহ করিবার জন্য অংশুমান্ চারিদিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতৃব্যগণের মাতুল খগাধিপতি সুপর্ণকে দেখিতে পাইলে, সুপর্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—হে প্রাজ্ঞ! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। বিধির লোক-হিতকর বিধানে তোমার পিতৃব্যগণ এখানে ভগবান্ কপিলদেব কর্ত্তৃক ভস্মীভূত হইয়াছেন। লৌকিক সলিলে তাঁহাদের তর্পণ বিধেয় নয়। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠকন্যা গঙ্গার জলেই ইহাদের তর্পণ করা উচিত। সেই লোকপাবনী গঙ্গার জলে তাঁহাদের দেহ-ভস্ম প্লাবিত হইলে, তাঁহাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে। অতএব, হে মহাভাগ! তুমি অশ্ব লইয়া গিয়া তোমার পিতামহের যজ্ঞ সমাপন কর। অংশুমান তাহাই করিলেন। যজ্ঞ-সমাপনান্তে সগরও স্বীয় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরে সগর বহুকালেও গঙ্গা আনয়নের কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। ক্রমে কাল-বশে তিনি দেহ ত্যাগ করিলে, প্রকৃতি-পুঞ্জের ইচ্ছাক্রমে অংশুমান্ রাজা হইলেন। পরে অংশুমানের এক পুত্র হইল। এই পুত্র দিলীপ নামে খ্যাত। দিলীপ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে রাজা করিয়া অংশুমান্ রম্য হিমালয়-শিখরে গিয়া সুদারুণ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে মহারাজ দিলীপও পিতামহগণের উদ্ধার-কল্পে গঙ্গা-আনয়নের জন্য চিন্তাকুল হইয়াও কোন উপায় সমাধান করিতে

পারিলেন না। কালক্রমে তিনিও ধার্ম্মিক পুত্র ভগীরথকে রাজ্যভার দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অপুত্রক ভগীরথ পুত্র-কামনায় ও পূর্ব্ব-পুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভূমণ্ডলে গঙ্গা আনয়নেব ইচ্ছায় অমাত্যগণেব প্রতি রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালনের ভার দিয়া, হিমালয়স্থ গোকর্ণ-তীর্থে উৎকট তপস্যায় ব্রতী হইলেন। বহুকাল ধরিয়া ভগীবথ উৎকট তপস্যা করিতে থাকিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা পরম তুষ্ট হইয়া ভগীরথকে দেখা দিলেন এবং কহিলেন—আমি তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি। তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন ভগীরথ ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন—হে ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন এবং যদি আমাব তপস্যা ফলোন্মুখী হইয়া থাকে, তবে কৃপা কবিয়া এই বর দান করুন, যেন আমার প্রপিতামহ সগর-তনয় সকলেব দেহ-ভস্ম গঙ্গাজলে আপ্লুত হইয়া তাঁহাদের স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে এবং যেন আমাদিগেব ইক্ষ্বাকু-বংশ সন্তান-অভাবে লুপ্ত না হয়।

তখন ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ইক্ষ্বাকুকুল-বর্দ্ধন ভগীবথ! তোমাব দুইটী অভিলাষই পূর্ণ হউক। তবে, পৃথিবী গঙ্গার বেগ ধারণে সক্ষমা হইবেন না। একমাত্র মহাদেবই ঐ বেগ ধাবণে সমর্থ। তুমি তাঁহাকে এই কার্য্যে নিয়োগ কর। এই বলিয়া ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন, ভগীবথ অতি কঠোর তপস্যায় মহাদেবেব প্রীতি সাধন করিলে, মহাদেব গঙ্গার বেগ ধারণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন সুউচ্চ শিখর হইতে হিমালয়-নন্দিনী গঙ্গা মহাদেবের শিরে পতিত হইয়া বিশাল জটাজালে আবদ্ধা হইয়া পড়িলেন। তখন ভগীরথ পুনরায় তপস্যা করিতে থাকিলে, মহাদেব গঙ্গাকে বিন্দু-সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। সেখান হইতে গঙ্গাব এক ধারা ভগীরথের অনুসরণ করিতে থাকিল। বহুদূব আসিয়া এক স্থলে, যেখানে অদ্ভুত-কর্ম্মা মহাত্মা জহ্নুমুনির যজ্ঞ-ভূমি, গঙ্গাব স্রোতধারা সেইখানে মুনির সমস্ত যজ্ঞায়োজন প্লাবিত করিয়া ফেলিলে, মুনিবর এক

গণ্ডূষে গঙ্গাকে উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন। ভগীরথের দীর্ঘব্যাপী কঠোর তপস্যার আকাঙ্ক্ষিত ফল নিমেষের মধ্যে এইরূপে বিনষ্ট হইল দেখিয়া, দেব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণ জহ্নুকে স্তব-স্তুতি দ্বারা তুষ্ট এবং গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যা বলিয়া স্বীকার করিলে, মুনিবর শ্রোত্র দ্বারা গঙ্গাকে নির্গত করিয়া দিলেন। গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যা বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় তাঁহার অপর নাম জাহ্নবী। ক্রমে ভগীরথানুগামিনী গঙ্গা সাগর-সঙ্গতা হইবার পূর্ব্বে সগর-নন্দন-গণ-খনিত-স্থলে পড়িয়া রসাতলস্থ ষষ্টি সহস্র সগর-সন্তানদের ভস্মীভূত দেহ আপ্লাবিত করিলে, তাঁহারা বহু-আকাঙ্ক্ষিত উদ্ধার প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে গঙ্গা, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে এবং সেখান হইতে পাতালে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার আর-এক নাম ত্রিপথগা।

রাম-লক্ষ্মণ মর্ত্ত্যে গঙ্গাবতরণের এই অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া সে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে তাঁহারা নৌকাযোগে সেই পুণ্য-সলিলা গঙ্গার উত্তর তীরে গিয়া বিশালা-নাম্নী নগরী প্রাপ্ত হইলে সেখানকার রাজা সুমতি, উপাধ্যায় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন।

অহল্যার শাপ-মোচন

পরদিন মিথিলাভিমুখে গমন করিতে-করিতে রাম এক উপবনে জনহীন একটী আশ্রম দেখিয়া, এই পরিত্যক্ত আশ্রম কোন্ ঋষির ছিল, জানিতে চাহিলে, মুনিবর কহিতে লাগিলেন,—এই আশ্রমে মহাত্মা গৌতম ঋষি সস্ত্রীক বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম অহল্যা। একদিন গৌতমের অনুপস্থিতি কালে সুরপতি মহেন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ পূর্ব্বক অহল্যার গৃহে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র তাঁহার আলিঙ্গন প্রার্থনা করিলে, অহল্যা তাঁহাকে ছদ্মবেশী বুঝিয়াও কাম-বশবর্ত্তিনী হইয়া ইন্দ্রের অভিলাষ পূর্ণ করেন। পরে ইন্দ্র আশ্রম হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়ে গৌতম প্রত্যাগত হওয়ায় সেই তীর্থোদক-স্নাত, সমিৎ-কুশ-হস্ত তেজঃ-

পুঞ্জশালী মহর্ষিকে দেখিয়া ইন্দ্র সন্ত্রস্ত ও বিষণ্ণ-বদন হইলেন। এদিকে, গৌতমের বেশধারী ইন্দ্রকে এবং তাঁহার অপ্রতিভ মুখশ্রী দেখিয়া ঋষি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পুরুষত্ব-লোপের শাপ প্রদান করিয়া, ভার্য্যাকেও শাপ দিলেন যে, এই আশ্রমে সে বহুকাল নিরাহারা, বাতভক্ষ্যা ও ভস্মশায়িনী হইয়া তপস্যা করিতে থাকিলে, যখন দশরথ-নন্দন রাম এই বনে পদার্পণ করিবেন, তখন তাহার শাপ-মোচন হইবে। তখন সে স্বীয় রূপ প্রাপ্ত ও লোভ-মোহ-বর্জ্জিত হইয়া পতির সহিত পুনর্মিলন প্রার্থনা করিলে গৌতম তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিবেন। ইহার পরে, মহর্ষি গৌতম আশ্রম ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন।

এই সকল কথা শ্রবণান্তে বিশ্বামিত্রকে অগ্রে করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রাম সেই নির্জ্জন আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক তপস্বিনী অহল্যার পাদস্পর্শ করিবা মাত্র অহল্যা শাপ-মুক্তা ও তপোবল-বিশুদ্ধা হইয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি-দানে রামের পূজা করিলে, গৌতম ও অহল্যার পুনর্মিলন হইল।

ইহার পরে, বিশ্বামিত্র ঋষি রাম-লক্ষ্মণের সহিত মিথিলায় জনকের যজ্ঞ ভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

মিথিলায় রাম-লক্ষ্মণ

জনকের যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিয়া রাম দেখিলেন, সেই স্থলটী বহু ঋষিগণের আবাসদ্বারা পরিব্যাপ্ত এবং শত-শত যজ্ঞ-সম্ভার-বাহক শকটে সমাকীর্ণ। বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইবা মাত্র রাজর্ষি জনক, পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকগণকে অগ্রে করিয়া, যথাবিধি অর্ঘ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক, বিশ্বামিত্রের পূজা করিলেন। তৎপরে জনক কহিলেন,—আপনার দর্শন-লাভে আজ আমি ধন্য হইলাম এবং আমার যজ্ঞানুষ্ঠানও সফল হইল। পরে, তিনি দেবতুল্য পরাক্রমশালী, শার্দ্দূল-বৃষভোপম, অশ্বিনী-যুগলের ন্যায় রূপ-যৌবন-সম্পন্ন কুমারদ্বয়কে দেখিয়া, বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা

করিলেন,—যেন দেবলোক হইতে সমাগত এই অমর-কুমারদ্বয় ইঁহারা কে ?

বিশ্বামিত্র কহিলেন,—ইঁহারা দশরথের পুত্র। আমার সহিত সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া সেখানকার যজ্ঞ বিঘ্নকারী অনেক রাক্ষস বধ করিয়া, এই দুইটী বীর-কুমার আমার যজ্ঞ সমাপনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। পরে বিশালা-নগরী দেখিয়া এবং তপস্বিনী অহল্যা দেবীর শাপোদ্ধারান্তে গৌতমের সহিত পুনর্মিলন দেখিয়া, ইঁহারা আপনার প্রসিদ্ধ ধনু দেখিতে এখানে আসিয়াছেন।

বিশ্বামিত্রের মুখে রামের কীর্ত্তি-কাহিনী, বিশেষতঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া তপোরতা জননীর শাপোদ্ধার ও গৌতমের সহিত পুনর্মিলনের কথা শুনিয়া, পুরোহিত শতানন্দ পরম হর্ষান্বিত হইলেন। পরে, তিনি রামকে যথোপযুক্ত কথায় অভিনন্দন করিয়া এবং বিশ্বামিত্রের ন্যায় ঋষির সাহচর্য্য রামের পক্ষে প্রভূত কল্যাণকর এইরূপ কহিয়া, সমবেত ঋষিগণ সমক্ষে তেজঃপুঞ্জশালী ক্ষত্রিয়-রাজা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভের কাহিনী কহিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন,—বিশ্বামিত্র ঋষির পূর্ব্বপুরুষ কুশ-নামক প্রতাপান্বিত রাজা। কুশের পুত্র কুশনাভ এবং কুশনাভের পুত্র গাধি। বিশ্বামিত্র গাধি-নন্দন। এক সময়ে ইনি বহু সৈন্য-সামন্ত-সঙ্গে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বশিষ্ঠের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে, বশিষ্ঠ তাঁহার হোমধেনু শবলা দ্বারা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, নানাবিধ সামগ্রী উৎপাদিত করাইয়া সৈন্য-সামন্ত-সমেত অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে পরম আপ্যায়িত করিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিশ্বামিত্র লক্ষ-লক্ষ, কোটী-কোটী গবীর, বহু সংখ্যক অশ্বের ও হস্তীর এবং অমিত ধনরত্নের বিনিময়ে শবলাকে প্রার্থনা করিলে, বশিষ্ঠ কিছুতেই শবলাকে প্রদান করিতে স্বীকার করিলেন না। বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাজর্ষে! এই শবলাই আমার ধন-রত্ন, আমার সর্ব্বস্ব এবং আমার জীবন-স্বরূপা। শবলাই আমার

যাগ-যজ্ঞ ও ক্রিয়া-কর্ম্মের মূল। সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে আমি কিছুতেই সম্মত নহি।

বশিষ্ঠের এইরূপ দৃঢ়োক্তি শুনিয়া রাজা বিশ্বামিত্র বাহুবলে শবলাকে গ্রহণ করিলে, অলৌকিক শক্তি-সম্পন্না শবলা স্বীয় প্রভু বশিষ্ঠের অনুমতিতে অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করিল। তখন, যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের পরাজয় হইলে, ব্রহ্মবলের কাছে ক্ষত্রবলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রত্যক্ষ করিয়া, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব-লাভের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুদীর্ঘ তপস্যার ফলে তিনি ব্রাহ্মণ্য ও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

সেই ঋষিসভায় বিশ্বামিত্রের এই অপূর্ব্ব কাহিনী বিস্তারিতরূপে বিবৃত করিয়া শতানন্দ রামকে কহিলেন,—এই ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিশ্রেষ্ঠ এবং এবং তপের জাজ্বল্যমান বিগ্রহ-স্বরূপ। ইঁহাতে ধর্ম্ম ও বীর্য্য, ব্রহ্মবল ও বাহুবল, দুই-ই পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বলিয়া দ্বিজোত্তম শতানন্দ নীরব হইলে, রাজর্ষি জনক করযোড়ে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন,—রামকে সঙ্গে করিয়া আপনি আমার এই যজ্ঞে আগমন করায়, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। শতানন্দের মুখে আপনার তপস্যা ও নানা সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না—বরং আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু এদিকে মার্ত্তণ্ডদেব অস্তগামী হইতেছেন। অতএব, আমাকে যজ্ঞ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে অনুমতি করুন্। কল্য প্রাতঃকালে আবার দর্শন দিবেন।

তখন বিশ্বামিত্র, রাম-লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে নির্দ্দিষ্ট আবাসে গমন করিলেন।

হরধনু-ভঙ্গ ও বিবাহ

পরদিন প্রভাতে জনক নিত্য-ক্রিয়া সমাপনানন্তর রঘুনন্দন রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া আসিবার জন্য বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে, জনক বিশ্বামিত্রকে অভিনন্দন করিয়া, কৌতুকী

কর্ম্মের আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন,—আপনার নিকট যে সুপ্রসিদ্ধ ধনু আছে, দশরথের এই পুত্রদ্বয় তাহা দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। আপনি ইঁহাদিগকে সেই ধনু প্রদর্শন করুন।

তখন জনক প্রথমে সেই ধনু কি প্রকারে তিনি পাইয়াছেন এবং কেনই বা উহা তাঁহার কাছে আছে, তাহা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জনক কহিলেন,—পূর্ব্বে এই ধনু মহাদেবের ছিল। দক্ষ-যজ্ঞে তাঁহার জন্য যজ্ঞ-ভাগ কল্পিত না হওয়ায়, তিনি ঐ ধনু দ্বারা দেবগণের মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত হইলে, দেবগণ স্তব-স্তুতি করিয়া মহাদেবের প্রসাদন করায়, তিনি ঐ ধনু দেবগণকে অর্পণ করেন। পরে দেবগণ উহা আমার পূর্ব্বপুরুষ নরপতি নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরাতের কাছে ন্যাস-স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। সেই অবধি ঐ ধনু আমাদের বংশে বৃহৎ মঞ্জুষায় সুরক্ষিত এবং ভক্তিভরে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে।

আমি একদিন হলদ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলাম, অকস্মাৎ সেই হল-মুখে একটী অনুপম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না কন্যা উত্থিতা হইলে, আমি তাহার নাম রাখিলাম সীতা। * আমি তাহাকে অতি যত্নে পালন করিতে লাগিলাম এবং সঙ্কল্প করিলাম যে, তাহাকে বীর্য্য-শুল্কা করিব—যে বীর বাহুবলে ঐ ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক উহাতে জ্যা-আরোপণ করিতে সক্ষম হইবেন, আমি তাঁহাকেই ঐ কন্যা সম্প্রদান করিব। ক্রমে কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইলে, বহু রাজা তাহাকে বিবাহার্থ সমাগত হইলেন। কিন্তু জ্যা-আরোপণ করা দূরে থাকুক, কেহই উহাকে উত্তোলন করিতেও সক্ষম হইলেন না। সুতরাং আমি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন আমি রাম-লক্ষ্মণকে সেই ধনু দেখাইতেছি। যদি রাম ঐ ধনুতে জ্যা-আরোপণ করিতে পারেন, তবে রামকেই আমি ঐ কন্যা সম্প্রদান করিব।

* হল-চিহ্নিত রেখার নাম সীতা।

তখন, জনকের আদেশে অষ্ট-চক্র-সমন্বিত সেই গুরুভার মঞ্জুষা রাম সমক্ষে আনীত হইলে, রাম সেই মঞ্জুষা উদ্ঘাটন করিয়া, অম্লান-বদনে ধনু উত্তোলন ও উহাতে জ্যা-আরোপণ করিলেন। এমন সময়ে ভীষণ শব্দে সেই মহাবল ধনু ভগ্ন হইয়া গেল। তখন জনক ও বিশ্বামিত্রাদি সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইলে, রামের এই অত্যদ্ভুত বাহুবল প্রত্যক্ষ করিয়া, জনক সর্ব্ব সমক্ষে কহিলেন,—আমার প্রাণস্বরূপা কন্যা সীতা আমি রামকেই সম্প্রদান করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব। অতএব মন্ত্রিগণ অবিলম্বে অযোধ্যায় গিয়া রাজা দশরথকে সবিনয়ে এই কথা জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন্। তখন বিশ্বামিত্র এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে, মন্ত্রী অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। পথ-মধ্যে তিনরাত্রি যাপন করিয়া মন্ত্রী অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। পরে তিনি দশরথকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিলে, রাজা পরম হর্ষ সহকারে বশিষ্ঠ, বামদেব এবং মন্ত্রীগণের সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক পরদিনই যথাযোগ্যভাবে মিথিলা-যাত্রার আদেশ দিলেন সৈন্য-সংরক্ষিত বহু ধন-রত্ন লইয়া কোষাধ্যক্ষ অগ্রে চলুন, চতুরঙ্গ সেনাও সুসজ্জিত হইয়া বাহির হউক, উত্তম যানাদিতে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন ঋষি, ইঁহারা অগ্রে গমন করিতে থাকুন এবং আমার জন্য রথ প্রস্তুত হউক। অবিলম্বে রাজাদেশ প্রতিপালিত হইলে, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করিয়া দশরথ মিথিলাভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন।

চারিদিনে তাঁহারা জনক-ভবনে উপস্থিত হইলে, জনক সমাগত সকলকে যথাযোগ্য স্বাগত সম্ভাষণ পূর্ব্বক দশরথকে কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! দেবগণের সহিত ইন্দ্রের ন্যায় বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগের সঙ্গে আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হইলাম এবং রাঘব-কুলে আমার কন্যার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় আমার বংশও সম্মানিত হইল। আজই আমার যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। অতএব কল্যই আপনি ঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া

শুভবিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করুন্। তখন দশরথ তাহাই করিতে প্রতিশ্রুত হইলে, সকলে মহাসুখে সে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতে জনক, তাঁহার পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন—এই শুভকার্য্যের প্রীতি ভ্রাতা কুশধ্বজের সহিত ভোগ করা আমার কর্ত্তব্য। অতএব ইক্ষুমতী-তীরস্থ সাঙ্কাশ্য-নগরী হইতে তাঁহাকে শীঘ্র আনায়ন করা হউক। তদনুসারে সমর্থ লোকগণ প্রেরিত হইলে, তাঁহাদের মুখে বার্ত্তা শুনিয়া কুশধ্বজ অতি শীঘ্রই জনক-ভবনে সমুপস্থিত হইলেন।

তখন জনক-ভবনে উভয় পক্ষ সমবেত হইলে, দশরথ জনককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন—মহারাজ! আপনি জানেন, ভগবান বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু-কুলের বক্তা। অতএব তিনি বিশ্বামিত্রের মতানুযায়ী হইয়া অন্যান্য মহর্ষিদিগের সহিত আমার বংশাবলী কীর্ত্তন করুন। তখন বশিষ্ঠ, স-পুরোহিত জনককে ইক্ষ্বাকু-বংশের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ! প্রথমাবধি এই বংশ বিশুদ্ধ এবং এই বংশের রাজগণ বীর, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক। এই বংশোৎপন্ন রাম-লক্ষ্মণের জন্য আমরা আপনার দুই কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছি। আপনি এই যোগ্য পাত্রদ্বয়ে আপনার কন্যাদ্বয় সম্প্রদান করুন্।

তখন জনক রাজা কহিলেন,—হে মুনিবর! আমি নিজবংশ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে আত্মপ্রতিষ্ঠ লোক-বিশ্রুত রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিথি। মিথির পুত্র জনক। ইনি প্রথম জনক রাজা। তৎপরে ক্রমান্বয়ে বহু পুরুষের পর মহারোমার পুত্র হ্রস্বরোমা। হ্রস্বরোমার দুই পুত্র। আমি জ্যেষ্ঠ এবং কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমি জ্যেষ্ঠ বলিয়া পিতা আমাকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, বনে গমন করেন। কিছুকাল পরে সাঙ্কাশ্য-নগরী হইতে সুধন্বা নামক রাজা আসিয়া আমার পুরী অবরোধ পূর্ব্বক সুপ্রসিদ্ধ শৈব ধনু এবং সীতাকে যাচ্ঞা করিলে আমি তাঁহার দুইটী প্রার্থনাই প্রত্যাখান করিলাম। তাহাতে তাঁহার

হিত আমার যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে আমি সুধন্বাকে নিহত করিয়া, ্রাতা কুশধ্বজকে সাঙ্কাশ্য-নগরীর রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি। এখন মামি রামের বাহুবলের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া, তাঁহার হস্তে সীতাকে এবং শ্রীমান্ লক্ষ্মণের হস্তে উর্ম্মিলা নাম্নী আমার দ্বিতীয়া কন্যাকে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছি। এই বলিয়া, জনক দশরথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে রাজন! আপনি এখন নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধান্তে গোদানাদি মাঙ্গলিক কর্ম্ম সমাপন করুন্। তৎপরে তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে রাম-লক্ষ্মণের শুভ উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।

বিদেহাধিপতি জনক ঐরূপ কহিলে, বশিষ্ঠের অনুমোদনে বিশ্বামিত্র জনককে কহিলেন—ইক্ষ্বাকুদিগের সহিত বৈদেহদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ, উভয় বংশই সদ্বংশ। রাম ও লক্ষ্মণের সহিত যথাক্রমে সীতা ও উর্ম্মিলার সম্বন্ধ বড়ই সদৃশ হইয়াছে। এখন আমি প্রস্তাব করিতেছি, (এবং মুনিবর বশিষ্ঠও ইহাতে সম্মতি দিয়াছেন), আপনার ভ্রাতা কুশধ্বজের দুইটী কন্যাকে আমরা ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্য বরণ করিতে ইচ্ছা করি। দশরথের সকল পুত্রগুলিই রাজোচিত রূপ-যৌবনশালী ও দেবতুল্য পরাক্রমী। অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ইক্ষ্বাকু-কুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ বৃদ্ধি করুন্।

তখন বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়-মুনিকে উদ্দেশ করিয়া জনক কহিলেন,—আপনাদের প্রস্তাবে আমাদের কুল ধন্য হইল। শ্রীমান্ কুশধ্বজের দুই কন্যা যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নে প্রদত্ত হউক। একই দিবসে প্রশস্ত উত্তরফল্গুনী-নক্ষত্রে চারিটী বিবাহ-ক্রিয়াই সম্পন্ন হউক।

তখন দশরথ; বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠকে অগ্রে করিয়া নির্দ্দিষ্ট আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং যথাকালে শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে পুত্রদিগের মঙ্গলের জন্য প্রচুর দানাদি করিতে থাকিলেন। এই সময়ে কেকয়-রাজপুত্র যুধাজিৎ আসিয়া দশরথের সহিত মিলিত হইলেন। কেকয়রাজ

দৌহিত্র ভরতকে দেখিতে ইচ্ছা করায়, যুধাজিৎ ভরতকে লইতে অযোধ্যায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি শুনিলেন যে, বিবাহার্থ ভরত-শত্রুঘ্ন পিতার সঙ্গে মিথিলায় গিয়াছেন। তাই তিনি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিবাহদিবসে নির্দ্দিষ্টকালে দশরথ বিবাহোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত পুত্রগণকে সঙ্গে করিয়া এবং ঋষিগণকে অগ্রে রাখিয়া জনক-ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জনকের অনুরোধে বশিষ্ঠ যথাবিধি বিবাহ-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে থাকিলে, জনক নানাভরণ-ভূষিতা সীতাকে আনিয়া রামের অভিমুখে ও অগ্নির সম্মুখে বসাইয়া রামকে বলিলেন,—আমার কন্যা এই সীতা এখন হইতে তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন। তুমি স্বীয় হস্ত দ্বারা ইঁহার হস্ত গ্রহণ কর। ইনি পতিব্রতা হইয়া চিরদিন, ছায়ার ন্যায়, তোমার অনুগতা থাকিবেন। তৎপরে জনক ঐরূপে লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা, ভরতকে মাণ্ডবী এবং শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি সম্প্রদান করিলেন। তখন চারি ভ্রাতা চারি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নি, বেদী, জনক-রাজা ও ঋষিদিগকে প্রদক্ষিণ করিলে, যথাবিধি বিবাহ-কার্য্য শেষ করা হইল।

পরদিবস প্রভাতে বিশ্বামিত্র ঋষি দশরথ ও জনকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন। পরে, রাজা দশরথও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে থাকিলে, জনক কন্যাদিগের সহিত প্রচুর পরিমাণে বিবিধ যৌতুক প্রদান করিয়া, কন্যাগণকে বিদায় দিলেন।

রাম ও পরশুরাম

তখন দশরথ ঋষিগণকে অগ্রে করিয়া, পুত্রগণ ও বধূগণ লইয়া বান্ধব ও সৈন্য সমেত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের

যাত্রাকালে পক্ষীসকল ঘোর শব্দ করিতে থাকিল এবং মৃগসকল দশরথকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতে থাকিল। ইহাতে রাজা উৎকণ্ঠিত হইয়া বশিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলে, বশিষ্ঠ কহিলেন,—পক্ষীগণের ঘোরশব্দ আসন্ন-ভয়-সূচক হইলেও, মৃগগণের প্রদক্ষিণে সেই ভয়ের নিরাকরণ সূচিত। অতএব আপনি চিন্তা দূব করুন্। তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন,—জটাজূটধারী অথচ ভীষণ-দর্শন, কালাগ্নিব ন্যায় দুঃসহ-তেজঃ-সম্পন্ন জামদগ্ন্য পরশুবাম তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছেন। তাঁহাব স্কন্ধে পবশু এবং হস্তে সমুজ্জ্বল এক ভীষণ ধনু ও তীক্ষ্ণ শর। পরশুবামেব সেই ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা জল্পনা কবিতে লাগিলেন,—ইনি কি পিতৃ-বধ জনিত ক্রোধে আবার ক্ষত্রিয় উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? পরে, পরশুবাম নিকটবর্ত্তী হইলে, বশিষ্ঠ "রাম রাম" বলিতে-বলিতে, তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। অর্ঘ্য গ্রহণান্তে পরশুরাম রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে দশবথ-তনয় রাম! তোমার অদ্ভুত বাহুবলের কথা আমি শুনিয়াছি। জনকের গৃহে তুমি হরধনু ভঙ্গ কবিয়াছ এবং তোমাব অন্যান্য বীরত্ব-কাহিনী সকল অবগত হইয়া, তোমাব বল পরীক্ষার্থ আমি একটী ধনু লইয়া আসিয়াছি। তুমি আমার এই ধনুতে শব যোজনা করিতে পারিলে, তোমাকে বলবান্ জ্ঞানে তোমাব সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কবিব, ইচ্ছা কবিয়াছি।

বালক রামের প্রতি ক্ষত্রিয়-নিহন্তা সুপ্রসিদ্ধ বলী পরশুরামের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বানোক্তি শুনিয়া, মহাভীত রাজা দশরথ বিষণ্ণ-বদনে ও করযোড়ে পরশুরামকে কহিলেন,—হে মহাভাগ! আপনি পুণ্য ভার্গব-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজেও মহান্ তপস্বী ব্রাহ্মণ। ক্ষত্রিয়ের প্রতি আপনার ক্রোধ এখন প্রশান্ত হইয়াছে। আপনি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক শস্ত্রত্যাগ এবং কশ্যপকে রাজ্য-প্রদান করিয়া তপস্যার্থ বনবাসী। তবে আপনি বালক রামকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন কেন? রাম আমার

জীবন-সর্ব্বস্ব। রাম বিনষ্ট হইলে, আমরা সকলেই বিনষ্ট হইব, জানিবেন : অতএব আপনি রামকে অভয় দান করুন্।

তখন, দশরথের বাক্যে অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক, পরশুরাম রামকে কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা দুইটী মহাধনু সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দেবগণ উহার একটী ত্রিপুরাসুর-বিনাশার্থ মহাদেবকে প্রদান করেন। জনকের গৃহে যে ধনু তুমি ভাঙ্গিয়াছ, উহাই সেই ধনু। দ্বিতীয় ধনুখানি দেবগণ বিষ্ণুকে প্রদান করেন। শিব তাঁহার মহাধনু জনকের পূর্ব্বপুরুষ দেবরাতকে দেন এবং বিষ্ণু তাঁহার ধনুখানি ন্যাস-স্বরূপ ভৃগু-তনয় ঋচীকের কাছে রাখেন। ঋচীকের পরে তাঁহার পুত্র জমদগ্নি এই ধনুর অধিকারী হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার পুত্র আমিই ইহার অধিকারী। আমার পিতা শস্ত্র-ত্যাগী তপস্বী ছিলেন। একদিন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কুবুদ্ধি-বশে আমার পিতাকে হনন করায়, আমি বহুবার ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিয়াছি। পরে আমার বাহু-বলার্জ্জিত রাজ্যসকল মহাত্মা কশ্যপকে দান করিয়া, আমি এখন মহেন্দ্র-পর্ব্বতে তপস্যায় দিনপাত করিয়া থাকি। সম্প্রতি তুমি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছ শুনিয়া, তোমার বল পরীক্ষা করিতে আসিলাম। তুমি আমার এই ধনুতে শর যোজনা কর।

তখন রাম, পরশুরামকে ক্ষত্রোচিত তেজঃ-গর্ভ বাক্যে সম্বোধন পূর্ব্বক অম্লান-বদনে পরশুরামের সেই ধনু লইয়া আকর্ষণ ও তাহাতে শর যোজনা করিলেন দেখিয়া, পরশুরাম যেন বিমোহিত হইলেন। তখন তিনি হৃষ্ট-চিত্তে রামকে তাঁহার পৈতৃক ধনু ও শর প্রদান করিয়া তপস্যার্থ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পরশুরাম চলিয়া গেলে, রাম পিতার নিকট গিয়া সে সংবাদ দিলেন। তখন দশরথ পুত্রকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিলে, সকলে পুনরায় অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা অযোধ্যায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—নানাবিধ সুরঞ্জিত

পতাকায় রম্যা অযোধ্যা-নগরী শোভা পাইতেছে এবং অসংখ্য পৌরজন মাঙ্গল্য-দ্রব্য হস্তে লইয়া বরবধূগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজপথ-সকল জলাভিষিক্ত এবং সুগন্ধি কুসুমাস্তীর্ণ এবং সকল স্থানেই বাদ্য-যন্ত্রের মধুর ধ্বনি সমবেত লোক-সকলের মনোহরণ করিতেছে।

বহুদূর হইতে পৌরজনগণ কর্ত্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া, তাঁহারা পুরী প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরে সুপট্টবসন-পরিহিতা কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী অন্যান্য রাজ-পত্নীদিগের সহিত মিলিত হইয়া বরবধূগণের সম্বর্দ্ধনা করিলে, সীতা-ঊর্ম্মিলাদি নব-বধূগণ গুরুজনদিগকে নমস্কার করিয়া সমস্ত দেবালয়ে দেবদর্শন করিয়া আসিলেন।

কিছুকাল অতীত হইলে, দশরথ, কৈকেয়ী-পুত্র ভরতকে কহিলেন—ভরত! তোমার মাতামহের ইচ্ছানুসারে যুধাজিৎ তোমাকে লইতে আসিয়া বহুদিন অপেক্ষা করিতেছেন। অতএব তুমি আর বিলম্ব না করিয়া মাতামহের ইচ্ছা পূর্ণ কর।

পিতার আদেশ পাইয়া, ভরত গুরুজনদিগকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে লইয়া যুধাজিতের সহিত মাতামহের আলয়ে প্রস্থান করিলেন। রাম-লক্ষ্মণ অযোধ্যায় থাকিয়া পিতামাতা ও সর্ব্ব-জনসাধারণের প্রীতি-বর্দ্ধন করিতে থাকিলেন।

অযোধ্যা-কাণ্ড

—:*:—

রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ

ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সহিত রামের সদ্‌গুণাবলী উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তিনি এক দিকে যেমন অসূয়াহীন, প্রশান্তচিত্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধাত্মা, পরোপকারী, সজ্জনপ্রিয়, সদালাপী, নিরহঙ্কার, লোকপ্রিয়, প্রজানুরক্ত, সত্যনিষ্ঠ, ইত্যাদি সর্ব্বগুণাধার, অন্যদিকে তেমনি রাজোচিত শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন, সৈন্য পরিচালনক্ষম, অতিরথ নামে খ্যাত হইতে থাকিলেন। তিনি বলবীর্য্যে ইন্দ্র-তুল্য, জ্ঞানে বৃহস্পতি-তুল্য এবং ক্ষমায় পৃথিবী-তুল্য। এই সকল গুণ-সমাবেশে তিনি পিতা দশরথেরও যেমন আনন্দ-বর্দ্ধক, প্রজাদিগের পক্ষেও তেমনি।

রামের এইসব গুণাবলী দেখিয়া বৃদ্ধ দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার বাসনায় কোশল-জনপদবাসী ও অন্যান্য রাজন্যগণকে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন। রাজন্যবর্গ সমাগত ও অমাত্যগণ কর্ত্তৃক যথোচিত সম্পূজিত হইলে, দশরথ তাঁহাদিগকে কহিলেন—আমার পূর্ব্বগত রাজেন্দ্রগণ অপত্য-নির্ব্বিশেষে অযোধ্যার প্রজাপালন করিয়া গিয়াছেন, ইহা আপনারা শুনিয়া থাকিবেন। আমিও তাঁহাদের আচরিত পথ অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য প্রজাপালনে কিছুমাত্র অবহেলা করি নাই। সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া আমি এখন জরাগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছি। সুতরাং আমার বাসনা

এই যে, আমার জীবদ্দশায় সর্ব্বগুণালঙ্কৃত রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়া তাহাকে প্রজাহিতব্রতে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাই। লোক-মুখে আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে, ইন্দ্রসম বীর্য্যবান্ রাম রাজোচিত গুণাবলীতে আমার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তাহার প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া, আমি বার্দ্ধক্যোচিত বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। আপনারা আমার এই প্রস্তাব যদি সাধু জ্ঞান করেন, তবে পূর্ব্ব ও পর পক্ষ বিচার পূর্ব্বক আমাকে বলুন। আপনাদের সহিত এ বিষয়ে মন্ত্রণা এবং আপনাদের উপদেশ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই আমি আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছি।

দশরথের এই সাধু প্রস্তাব অবগত হইয়া, সমবেত নরপতিগণ হর্ষসহকারে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ, সেনাধ্যক্ষগণ এবং পৌর ও জানপদগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দশরথকে কহিলেন—হে নরপতি! আপনার এই বার্দ্ধক্যাবস্থায় আপনার ঐ প্রস্তাব অতি সঙ্গত হইয়াছে। আমরাও রামকে মহাগজারূঢ় ও রাজছত্র-শোভিত দেখিতে ইচ্ছা করি। শুধু আমরা বলিয়া নহে, রাষ্ট্রবাসী সকলেই রামের গুণাবলীর বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। এমন কি, পৌরস্ত্রী-সকলেও রামের যৌবরাজ্য কামনা করিয়া দেবস্থানে নমস্কার করিয়া থাকে। অতএব এরূপ দেবোপম, লোক-হিতরত, উদার গুণালঙ্কৃত রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে আমাদের সকলের যে অভিলাষ হইয়াছে, আপনি অবিলম্বে তাহা পূর্ণ করুন্।

রাজগণের কথা শুনিয়া দশরথ, বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রমুখ ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন—মধুমাস পুণ্যকার্য্যে প্রশস্ত। অতএব উপস্থিত এই চৈত্রমাসে আপনারা যৌবরাজ্যাভিষেকের উপযোগী আয়োজন করুন্। তখন বশিষ্ঠ ও বামদেবের আদেশে মন্ত্রীগণ অভিষেকোপযোগী দ্রব্যাদি আহরণের ও অন্যান্য আয়োজনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এদিকে, দশরথ রামকে

তাঁহার সমীপে আনিবার জন্য সুমন্ত্রকে আজ্ঞা দিলে সুমন্ত্র তাহাই করিল। রাম আসিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলে, দশরথ রামকে কহিলেন—রাম! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং আমার অন্যান্য পুত্রগণ অপেক্ষা সমধিক গুণসম্পন্ন এবং প্রজাগণও তোমার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত। অতএব আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত উদ্যোগী হইয়াছি। আমি বহুকাল রাজ্যভোগ করিয়াছি, সংসারের নানাবিধ সুখভোগ করিতেও আমার বাকী নাই, প্রচুর দানাদির সহিত বহু যজ্ঞও আমি করিয়াছি এবং পৃথিবীতে অনুপম পুত্রলাভ, তাহাও আমার ঘটিয়াছে। সুতরাং দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, বিপ্র ঋণ, পিতৃ ঋণ ইত্যাদি ঋণ হইতে আমি মুক্ত। এখন তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাই আমার একমাত্র অবশিষ্ট কার্য্য এবং তাহাই করিতে আমি উদ্যোগী হইয়াছি। বিশেষতঃ সম্প্রতি আমার জন্ম-নক্ষত্র দারুণ গ্রহাদি কর্তৃক আক্রান্ত, গ্রহ-বিপ্রেরা এ কথা বলিয়াছেন। আর আমিও গত রাত্রিতে যেরূপ নানাবিধ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে আসন্ন-বিপদ ও মৃত্যু সূচনা করে। এই সব কারণে আমি সত্বরে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিতে প্রয়াসী হইয়াছি। কল্য চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্রে যাইবেন, এইরূপ কার্য্যে উহাই প্রশস্ত তিথি। অতএব তুমি অদ্য যথানিয়মে সংযত হইয়া অবস্থান কর।

এ দিকে সুমিত্রা ও লক্ষ্মণের মুখে রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া কৌশল্যা তৎক্ষণাৎ রাম-ভবন হইতে সীতাকে আনাইয়া দেবারাধনার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাম জননীকে এই শুভ সংবাদ দিতে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। রামের মুখে চির-আকাঙ্ক্ষিত সুসংবাদ শুনিয়া কৌশল্যা হর্ষ-পুলকিত-চিত্তে ও বাষ্পাকুল-লোচনে রামকে আশীর্ব্বাদ করিলে, রাম তখন লক্ষ্মণকে প্রিয় সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন—হে ভ্রাতঃ! তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরাত্মা। অতএব রাজ্য-লক্ষ্মী যেমন আমাকে, তেমনি তোমাকেও আশ্রয় করিলেন, জানিও। তুমিও আমার সহিত রাজ্যশাসন

প্রজাপালন, ও সর্ব্ববিধ সুখ সম্ভোগ করিতে থাকিবে। পরে, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে বন্দনা করিয়া রাম স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

এদিকে দশরথের অনুরোধে বশিষ্ঠ, রাম-সদনে গিয়া রামকে সংযম পালনের যথাবিধি উপদেশাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন-কালে দেখিলেন, ইহার মধ্যেই রাজপথ-সকল অগণ্য জনগণে এমন পরিব্যাপ্ত যে, লোকজনের অবাধ গতায়াতে অসুবিধা ঘটিতেছে। আনন্দ-কোলাহলে চতুর্দ্দিক মুখরিত। সকল গৃহই ধ্বজা-পতাকায় ও পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত ও পথ-সকল বিশোধিত ও জল-সিক্ত।

পরদিন প্রাতঃকালে অযোধ্যা-নগরী বর্ণনাতীত শোভা ধারণ করিল। দেবালয় ও চতুষ্পথাদি স্থান-সকল, নানাবিধ পণ্য-সমৃদ্ধ বিপণি-সকল, প্রজাবর্গের বাস-ভবন সকল, ধ্বজা-পতাকায় ও পুষ্প-পল্লবাদির মালায় উৎসবোচিত শোভা ধারণ করিল। রাজপথে দলে-দলে নর্ত্তক-নর্ত্তকী ও গায়ক-বাদকগণ লোক-সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। এমন কি, বালকগণও যূথে-যূথে এমন উৎসাহের সহিত ক্রীড়া করিতে থাকিল যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন রামের রাজ্যাভিষেকে তাহাদের আনন্দ আর ধরিতেছে না। রজনীর আলোকোৎসবের জন্য এখন হইতেই পথ-পার্শ্বে বৃক্ষবৎ নানা শাখা-সমন্বিত দীপ-স্তম্ভ সকল প্রোথিত হইতে থাকিল। যেখানে-সেখানে সকলের মুখেই সে-দিন রামের গুণ-কীর্ত্তন ব্যতীত আর অন্য কথা নাই এবং যেন রামের রাজ্যাভিষেকে পরম আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন তাহাদের আর কার্য্য নাই!

মন্থরা ও কৈকেয়ী

মন্থরা-নামে কৈকেয়ীর এক বিশ্বস্তা, বৃদ্ধা ও কুব্জা দাসী ছিল। সে কৈকেয়ীর হিতার্থিনী। যে-দিন অযোধ্যা-নগরী রামের রাজ্যাভিষেকের উৎসবানন্দে ভাসিতে থাকিল. সেই দিন মন্থরা কৈকেয়ী-প্রাসাদ-চূড়ায়

উঠিয়া অযোধ্যার উৎসবোচিত শোভা দেখিয়া, আর লোক-জনের আনন্দ-ধ্বনি শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কারণ না বুঝিতে পারায় আর-এক প্রাসাদ-শিখরে রাম ধাত্রীকে দেখিয়া, মন্থরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আহ্লাদে গদ্ গদ হইয়া বলিল—আজ রামের রাজ্যাভিষেক, তাই অযোধ্যা-বাসী লোক-সকলের আনন্দের সীমা নাই।

কৈকেয়ীর পুত্র ভরত থাকিতে "রামের" রাজ্যাভিষেক শুনিয়া, মন্থরা অতিব্যস্তে কৈকেয়ীর গৃহে গিয়া দেখিল, কৈকেয়ী তখনও নিদ্রিতা। তখন ক্রোধে দহ্যমানা মন্থরা আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিল · রে মূঢ়ে। নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠ। তোমার কি বিষম অনিষ্ট-পাত হইতে চলিয়াছে, তাহা তুমি জানিতেছ না! তোমাকে মহারাজা অত্যন্ত আদর করিয়া থাকেন, এই সৌভাগ্যে তুমি গর্ব্ব করিয়া থাক। নিদাঘের নদী-স্রোতের মত তোমার সে সৌভাগ্য এখন গত-প্রায়, ইহা তুমি বুঝিতেছ না!

কৈকেয়ী, মন্থরার এই অনুযোগের মর্ম্ম না বুঝিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইলে, মন্থরা হিতৈষিণীর মত কৈকেয়ীকে বুঝাইতে লাগিল। তবুও, ভরত রাজা না হইয়া রাম রাজা হইবেন, ইহাতে কৈকেয়ী কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হইলেন না। বরং তিনি মন্থরাকে বলিলেন— মন্থরে! রামে ও ভরতে আমি কোন প্রভেদ দেখি না। আবার রাম, ভরতের প্রতি এমনই স্নেহশীল যে, রামের রাজ্য হইলে, তাহা ভরতেরও রাজ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। রাম জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক গুণ-সম্পন্ন। সুতরাং রামের রাজ্যাভিষেক হইবে, ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া কৈকেয়ী শুভ-সংবাদ দানের পুরস্কার-স্বরূপ তৎক্ষণাৎ এক মূল্যবান্ আভরণ মন্থরাকে প্রদান করিলেন।

মন্থরার কথায় কৈকেয়ীর জ্ঞান হইল না, বরং তিনি রামেরই পক্ষ-পাতিনী হইলেন দেখিয়া, মন্থরা দুঃখে ও ক্রোধে আভরণ প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক

কৈকেয়ীকে পুনরায় বুঝাইতে লাগিল। মন্থরা কহিল—দেবি! তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। সপত্নী-পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া, কে কোথায় হর্ষলাভ করে? রাম রাজা হইলে ভরতের বিপদ সম্ভাবনা, ইহাও কি তুমি অনুমান করিতে পারিতেছ না? লক্ষ্মণ রামের একান্ত অনুগত এবং শত্রুঘ্নও যেমন ভরতের, তেমনি তাহাদেরও অনুগত। সুতরাং লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন হইতে রামের কোন ভয় নাই। ভরত মধ্যম ভ্রাতা এবং জ্যেষ্ঠাভাবে রাজ্যের অধিকারী। সুতরাং ভরতকে দূর করাই রামের লক্ষ্য হইবে। আর, রাম যেরূপ ক্ষত্রিয়োচিত গুণে সুদক্ষ, তাহাতে অমাত্যাদি সকলেই যে তাঁহার বশবর্ত্তী হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এমতাবস্থায় ভরতের অনিষ্ট সাধন করা রামের পক্ষে কঠিন হইবে না। রাম যদি ভরতের প্রাণ-হানি নাও করেন, তবু তাঁহাকে রামের দাস হইয়া থাকিতে হইবে, এ-কথা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। তখন, তোমার দশা কি হইবে, বুঝিয়া দেখ। তোমাকে তখন কৃতাঞ্জলি ও কৃপা-প্রার্থিনী হইয়া কৌশল্যার দাসী হইতে হইবে! কৌশল্যা রাম-সীতাকে লইয়া গর্ব্বে সৌভাগ্য ভোগ করিতে থাকিবে, আর তুমি ভরতকে লইয়া কৌশল্যার দাসীত্ব করিতে থাকিবে! সাধে কি আমি তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইয়াছি?

মন্থরার কথায় ক্রমে কৈকেয়ীর মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তখন, কি উপায়ে রামের রাজ্যাভিষেক বন্ধ করিয়া ভরতকে রাজা করা যায়, তাহাই শুনিবার জন্য তিনি হিতৈষিণী মন্থরাকে জিজ্ঞাসা করিলে, মন্থরা কহিল—দেবি! তোমার কি মনে নাই, মহারাজা তোমাকে দুইটী বর দিবেন বলিয়া বহুকাল হইতে প্রতিশ্রুত আছেন? যখন দক্ষিণ-দেশে শম্বর-নামক অসুর নানা উৎপাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তোমার স্বামী তোমাকে সঙ্গে লইয়া সেই দণ্ডক-নামক জন-পদে গিয়াছিলেন

এবং যুদ্ধে শম্বরকে দমনও করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধে তিনি অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হইলে, তোমার অক্লান্ত-সেবায় আরোগ্য-লাভ করিয়া, তিনি তোমাকে দুইটী বর দিতে প্রতিশ্রুত হইলে, তুমি মহারাজকে বলিয়াছিলে—'যখন আমার ইচ্ছা হইবে তখন আমি ঐ দুইটী বর আপনার কাছে প্রার্থনা করিব'। এখন, সেই দুইটী বর প্রার্থনা করার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত। তুমি এক বরে রামের বনবাস এবং অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক মহারাজার কাছে প্রার্থনা কর। তৎপূর্ব্বে, এখনই তুমি রোষাগারে গিয়া নিরাভরণে ও মলিন-বাসে ভূতলে পড়িয়া রোদন করিতে থাক। তাঁহার আসিবার সময়ও আগত-প্রায়। তোমাকে এতদবস্থ দেখিয়া, নিশ্চয়ই তিনি তোমার প্রীতির জন্য তোমার প্রার্থনা রক্ষা করিতে সত্য করিবেন। তখন তুমি তাঁহাকে পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত দুইটী বর দিবার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে—চাহিবে, একটী বরে রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস এবং অন্য বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক। চতুর্দ্দশ বৎসর মধ্যে ভরত নিশ্চয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত হইবেন। তখন রাম ফিরিয়া আসিলেও, ভরতের কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না।

তখন, মন্থরার কথানুবর্ত্তিনী কৈকেয়ী রোষাগারে প্রবেশ করিয়া অঙ্গের মহামূল্যবান্ অলঙ্কার-সকল ইতস্ততঃ বিক্ষেপ পূর্ব্বক মলিন-বসনে ভূমিতে শয়ন করিয়া মন্থরাকে বলিলেন—কুব্জে! আমার আর কিছুতেই প্রয়োজন নাই। আমি এই ধরা-শয্যা লইলাম। রাম রাজা হইলে, আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তুমি মহারাজকে আমার মৃত্যু-সংবাদ দিও। আর না হয়, তুমি আমাকে ভরতের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ দিবে। আমি হয় দুঃখে এইখানেই প্রাণত্যাগ করিব, না হয়, সুখ-সংবাদে গাত্রোত্থান করিয়া তোমায় যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

কৈকেয়ী ও দশরথ

এদিকে দশরথ, সমবেত অমাত্যাদিকে অভিষেক-সম্বন্ধে যথা-কর্ত্তব্য

বিষয়ে উপদেশাদি দিয়া, এই প্রিয়-সংবাদ প্রেয়সী-মহিষী কৈকেয়ীকে দিবার জন্য স্বর্গ-তুল্য রমণীয় কৈকেয়ী-প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে-সময়ে যে-স্থলে কৈকেয়ীর থাকিবার সম্ভাবনা, সেই-স্থলে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া দশরথ উৎকণ্ঠিত হইলে, ভীতা দৌবারিকীর মুখে শুনিলেন যে, দেবী রোষাগারে প্রবেশ করিয়াছেন। দৌবারিকীর কথায় দশরথ অতি ব্যাকুল-চিত্তে রোষাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তমা মহিষী ছিন্নলতার ন্যায় ভূমি-লুণ্ঠিতা। তখন দশরথ কৈকেয়ীর কোমল-অঙ্গে হস্ত মার্জ্জনা করিতে-করিতে কহিতে লাগিলেন—দেবি! আমি এমন কোন কার্য্যই করি নাই, যাহাতে তোমার ক্রোধ হইতে পারে। তোমার মনঃ-কষ্টের কারণ কি, তাহাও আমি কিছুমাত্র অবগত নহি। যদি কেহ তোমার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা বল। তাহাকে যদি বধ করিতে হয়, তাহাও আমি করিব। যদি তোমার কিছু প্রার্থনা থাকে, তাহাও বল। তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।

তখন দশরথের কথা শুনিয়া কৈকেয়ী বলিলেন—হে দেব! আমার একটী অভিলাষ আছে, আপনি তাহা পূর্ণ করিতে অগ্রে প্রতিশ্রুত হইলে, আমি তাহা ব্যক্ত করিব।

কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া দশরথ রামের দিব্য করিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে, কৈকেয়ী দেবগণকে সাক্ষী করিয়া দশরথকে বলিতে লাগিলেন—রাজন্! পূর্ব্বে শম্বরাসুরের সহিত যুদ্ধে আপনি সাংঘাতিকরূপে আহত হইলে, আমার সেবা-শুশ্রূষায় সুস্থ হইয়া, আপনি আমাকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এ-কথা অবশ্যই আপনার মনে আছে। আমি তখন বলিয়াছিলাম যে, আমি সময়-মত ঐ দুই বর গ্রহণ করিব, এ কথাও, বোধহয়, আপনি বিস্মৃত হয়েন নাই। আমি এখন সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিতেছি। একটী বরে আমি চাহিতেছি, রামের রাজ্যাভিষেকের

জন্য যে আয়োজন হইয়াছে, উহাতেই রামের পরিবর্ত্তে ভরতের রাজ্যাভিষেক হউক। দ্বিতীয় বরে আমার প্রার্থনা এই যে, রাম এখনই চীর-ও-অজিনধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বন-গমন করুন্। মহারাজ, আপনি ধার্ম্মিক ও সত্য-পালক বলিয়া খ্যাত। আপনি পূর্ব্বে আমাকে বর দিবেন বলিয়া সত্য করিয়াছেন। এখন সেই সত্য পালন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করুন্।

কৈকেয়ীর নিদারুণ প্রার্থনা শুনিয়া দশরথ ভূতাবিষ্টের ন্যায় চিত্ত-বিকারগ্রস্ত হইয়া মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন। পরে, কথঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতি ক্রোধভরে কৈকেয়ীকে যেন দগ্ধ করিতে-করিতে কহিলেন—রে নৃশংসে! রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে, আমিই বা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে, তুমি আমাদের উভয়কে বধ করিতে উদ্যতা হইয়াছ? রাম নিজ-জননীর প্রতি যেমন শ্রদ্ধাবান্ তোমার প্রতিও তদ্রূপ। তবে তুমি তাহার সর্ব্বনাশে উদ্যতা হইয়াছ কেন? রাম সর্ব্বজন-প্রিয় ও সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তবে আমি তাহাকে ত্যাগ করি কি বলিয়া? আমি, কৌশল্যা, সুমিত্রা ও অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মীকেও বরং পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু পিতৃবৎসল রামকে আমি প্রাণ থাকিতে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। সূর্য্য বিনা চরাচর, জল বিনা শস্য বরং তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমি এক দণ্ডও জীবিত থাকিতে পারি না। অতএব রে দুর্ব্বুদ্ধে! এ পাপমতি পরিত্যাগ কর। আমি মস্তক দ্বারা তোমার চরণ স্পর্শ করিতেছি। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।

বৃদ্ধ স্বামী শোকে ঘূর্ণিত-মস্তক হইয়া এইরূপ কাতরোক্তি করিতে থাকিলেও, রুদ্রমূর্ত্তি কৈকেয়ী প্রসন্না হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর রৌদ্র-বচনে মহারাজাকে পীড়িত করিতে থাকিলেন। কৈকেয়ী কহিলেন— রাজন্! তুমি যদি তোমার স্বেচ্ছাকৃত সত্য ভঙ্গ কর, তাহা হইলে জগতে

কি তোমার "ধার্ম্মিক" নাম প্রচারিত থাকিবে? অন্যান্য রাজন্য-বর্গের কাছেই বা তুমি কি বলিয়া আমার প্রতি এই অধর্ম্ম্য ব্যবহারের সমর্থন করিবে? প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত শিবি-রাজা শ্যেন-পক্ষীকে স্বীয় মাংস প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই এবং অলর্ক-রাজা এক ব্রাহ্মণকে বর-দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নিজের চক্ষুর্দ্বয় দান করিয়াছিলেন। এই-সব উপাখ্যান স্মরণ করিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় তৎপর হও। তোমার প্রদত্ত বরে আমি যাহা চাহিতেছি, তাহা ভাল হউক বা মন্দ হউক, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। যদি তুমি আপন প্রতিজ্ঞা পালন না কর, যদি রামকেই রাজ্যাভিষিক্ত কর, তাহা হইলে আমি বিষ-পানে প্রাণ-ত্যাগ করিব। আমি ভরতের নামে শপথ করিতেছি যে, রামের বন-গমন ব্যতীত আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হইব না।

কৈকেয়ীর এইরূপ দৃঢ়োক্তি শুনিয়াও দশরথ তাঁহাকে নানা-কথায় শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃথা! তখন রাজা প্রায়-সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সেইখানেই রাত্রি যাপন করিলেন। তখনও কৈকেয়ীর ভীষণ পণ অচল ও অটল দেখিয়া দশরথ কহিলেন—রে পাপীয়সি! আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তাহা ত্যাগ করিলাম। তোমার গর্ভ-জাত যে পুত্র, তাহাকেও ত্যাগ করিলাম। রজনী শেষ হইয়াছে। সূর্য্যোদয় হইলেই বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ আসিয়া রামের অভিষেক-ক্রিয়া আরম্ভ করিবেন। সে সময়ে তুমি এই সঙ্কল্পিত শুভ-কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত করিলে, তাহাতে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তখন এই দ্রব্যাদি দিয়া আমার উদক-ক্রিয়া সাধিত হইবে! অতএব সানুনয়ে বলিতেছি, তুমি এই ভীষণ পাপ-মতি হইতে বিরত হও।

কিন্তু কৈকেয়ী দশরথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—হে রাজন্! তুমি বিষ-মূর্চ্ছিতের ন্যায় প্রলাপ বকিতেছ! তুমি এই দণ্ডে রামকে এখানে আনাও এবং তাহাকে তোমার প্রতিশ্রুত

সত্য-পালনের নিমিত্ত বন-গমনে প্রস্তুত হইতে আদেশ এবং ভরতকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা কর।

এদিকে সূর্য্যোদয় হইল এবং তৎসঙ্গে সমস্ত নগরী উৎসবানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ পুষ্যা-নক্ষত্র-মধ্যে ক্রিয়া শেষ করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যূষে অভিষেক-স্থলে সমাগত হইয়াছেন। কিন্তু সেখানে দশরথকে না দেখিয়া, তাঁহারা সুমন্ত্রকে কৈকেয়ী-ভবনে পাঠাইয়া দশরথের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন।

সুমন্ত্র কৈকেয়ী ভবনে আসিয়া দশরথকে বিমূঢ়াবস্থায় দেখিয়া, কারণ না জানায়, স্তব-স্তুতি করিতে থাকিলে, দশরথ আরও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন দুষ্টা কৈকেয়ী সুমন্ত্রকে কহিলেন—সুমন্ত্র! রাজা রামাভিষেকে হর্ষ-প্রযুক্ত বিনিদ্র-ভাবে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। তুমি শীঘ্র রামকে এখানে লইয়া আইস। কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া সুমন্ত্র রাজাদেশের অপেক্ষা করিতে থাকিলে, দশরথ রামকে আনিতে আজ্ঞা দিলেন।

কৈকেয়ী-গৃহে রাম

রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সুমন্ত্র অতি ত্বরায় রাম-ভবনে উপস্থিত হইয়া রামকে দশরথের আদেশ জানাইলে, রাম ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পিতা দেবী-কৈকেয়ীর সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার রাজ্যাভিষেক-বিষয়ে কোন মঙ্গল-চিন্তাই করিয়া থাকিবেন। তাহাই শুনাইতে ব্যগ্র হইয়া আমাকে ডাকিয়াছেন। এই ভাবিয়া রাম অতি-ত্বরায় ভবন হইতে নির্গত হইলেন। পথে যাইতে-যাইতে রাম দেখিলেন, প্রাসাদ-সমূহ ধ্বজ-পতাকায় ও পুষ্প-মালায় শোভিত ও অগুরু-গন্ধে আমোদিত, পথ-সকল সুবাসিত জলে সিক্ত ও জনগণে সমাকীর্ণ। রামকে যাইতে দেখিয়া সকলেই রামের গুণ গান-পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে থাকিল। অনতিবিলম্বে রাম কৈকেয়ী-ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পিতৃ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দশরথ দীনভাবে ম্লান-বদনে কৈকেয়ীর সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। রাম

তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলে, দশরথ কেবলমাত্র "রাম" বলিয়া, আর-কিছু বলিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ পিতার এইরূপ ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া, চিন্তিত রাম কৈকেয়ী-দেবীকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন—মাতঃ! আমি জ্ঞাতসারে পিতার নিকট কোন অপরাধই করি নাই। অজ্ঞাতসারে যদি কিছু করিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি উঁহাকে প্রসন্ন করুন্। আমি পিতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া বা পিতৃ-বাক্য পালন না করিয়া নিজের প্রাণও রাখিতে চাহি না। কিম্বা আপনি অভিমান-বশে পিতাকে কোনরূপ অপ্রিয় কথা বলেন নাই তো? যাহা হউক, আজ তাঁহার চরম আনন্দের দিনে এরূপ বিপরীত মনোভাবের কারণ কি, তাহা জানিতে উৎসুক হইয়াছি।

রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া নির্লজ্জা কৈকেয়ী কহিলেন—রাম! রাজার এই অবসন্ন ভাবের কারণ এই যে, তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় তোমার অপ্রিয় হইবে বলিয়া, তিনি তাহা তোমাকে বলিতে পারিতেছেন না। তিনি এক সময়ে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। এখন আমি তাহা প্রার্থনা করায়, তিনি তোমার প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তাহাতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। তুমি যদি উঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অঙ্গীকার কর, তবে আমি তোমাকে উহা বলিতে পারি।

কৈকেয়ীর এই কথায় ব্যথিত হইয়া রাম তাঁহাকে কহিলেন—দেবি! আমাকে এরূপ বলা আপনার অনুচিত। পিতার আজ্ঞায় আমি অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে, বিষ ভক্ষণ করিতে বা সমুদ্রে ডুবিতে, সকল বিপদই অম্লান বদনে বরণ করিতে পারি। কারণ, উনি আমার পিতা, গুরু এবং রাজা। অতএব আপনি রাজার অভিপ্রায় আমার কাছে ব্যক্ত করুন্। আমি নিশ্চয়ই তাহা পালন করিব। জানিবেন, রাম যাহা প্রতিজ্ঞা করে, কোন রূপে তাহার অন্যথা করে না।

তখন কুটিলা কৈকেয়ী দশরথের প্রতিশ্রুত বর-দানের কাহিনী বিবৃত

করিয়া, সবল ও সত্যপ্রিয় রামকে অতি নিষ্ঠুর-ভাবে কহিলেন—এখন আমি সেই দুইটী বর প্রার্থনা করিয়াছি। এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং দ্বিতীয় বরে চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার বনবাস। তোমার পিতাও আমাকে এই দুইটি বর দিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছেন। কেবল তোমার প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ তোমার সম্মুখে মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমিও তোমার পিতার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ। অতএব যদি তোমার পিতাকে এবং নিজেকে সত্য-প্রতিজ্ঞ করিতে চাও, তবে অবিলম্বে চীর-পরিধান ও জটাধারণ পূর্ব্বক বনে গমন কর। এবং আহৃত দ্রব্য-সম্ভারে অবিলম্বে ভরতের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হউক্।

রামের প্রতি কৈকেয়ীর এই পরুষ বচন শুনিয়া, দশরথ অধিকতর কাতর হইলেন। কিন্তু রাম নির্ব্বিকার-চিত্তে কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন—আপনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহাই হউক্। আমি আপনার নির্দ্দেশ-মত বেশ ধারণ করিয়া বনে গমন করিতেছি এবং দূতগণ দ্রুতগামী অশ্বে গমন করিয়া ভরতকে এখানে আনয়ন করুক্। ভরতকে আমি যেরূপ স্নেহ করি, তাহাতে পিতৃ নিয়োগে ও আপনার প্রীতি-সম্পাদনার্থ ভরতকে রাজ্য ছাড়িয়া দিতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেছি না। মহারাজা স্বয়ং এ বিষয়ে আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না, ইহাই আপাততঃ আমার দুঃখের কারণ। উনি নীরব ও অধোবদন হইয়া নিরন্তর অশ্রুমোচন করিতেছেন কেন? আপনি উঁহাকে আশ্বস্ত করুন্।

তখন দশরথ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলে, রাম তাঁহার এবং কৈকেয়ীর চরণ বন্দনা করিয়া কৈকেয়ী-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কৌশল্যা ও রাম-লক্ষ্মণ

রাম কৈকেয়ী-ভবন হইতে বাহির হইতেছেন, এমন সময়ে অন্তঃপুরস্থ অন্যান্য রাজ-মহিলাগণের মহান্ আর্ত্তনাদ উঠিল। রোদন করিতে-করিতে তাঁহারা তাঁহাদের দুর্ব্বুদ্ধি স্বামীকে নিন্দা করিতে থাকিলে, দশরথ তাহা

শুনিয়া আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। এদিকে রাম অবিচলিত-চিত্তে গমন করিতে-করিতে সমুৎসুক বান্ধবদিগকে দেখিতে পাইলেন। তন্মধ্যে লক্ষ্মণ রামের মুখে এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া ক্ষোভে ও ক্রোধে গলদশ্রু-লোচনে রামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অভিষেক-স্থলে সমাহৃত দ্রব্য-সম্ভারের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, রাম কৌশল্যা-ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক মাতৃ-চরণে প্রণাম করিলে, অভিষেকের নিমিত্ত মাঙ্গলিক-পূজা-রতা কৌশল্যা তৎকালোচিত বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। কৌশল্যা রামকে বসিতে বহুমূল্য আসন প্রদান করিলে, রাম মাতৃ-আজ্ঞা পালন-স্বরূপ সেই আসন স্পর্শ-মাত্র করিয়া কহিলেন—দেবি! আপনি আমাকে আজ এই আসনে বসিতে বলায় বুঝিলাম যে, আমার প্রতি বন-গমনের আদেশ আপনি শুনেন নাই। আমাকে এখনই ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করিতে হইবে। এখন কুশাসন ভিন্ন অন্য আসনে বসিবার অধিকার আমার নাই। বল্কল ও জটা ধারণ করিয়া, চতুর্দ্দশ-বর্ষ আমাকে বনবাসে থাকিতে হইবে। আমার প্রতি ইহাই আজিকার পিতৃ-আদেশ।

রামের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়া, কৌশল্যা কুঠার-ছিন্ন শাল-বৃক্ষের ন্যায় অথবা বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে পড়িয়া গেলেন। তখন রাম তাঁহাকে উঠাইলে তিনি অসহ্য মনোদুঃখে বলিতে লাগিলেন—বৎস! বন্ধ্যা নারীর একমাত্র দুঃখ এই যে, তাহার সন্তান হয় নাই। কিন্তু তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াও আজ আমাকে কি দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা পাইতে হইল! আমি পতির কাছে কখনও কল্যাণ বা সুখ পাই নাই। তুমি রাজা হইলে, আমার পরম সুখ-লাভ ঘটিবে, এই আশাতেই আমি এতদিন জীবন ধারণ করিতেছি। কৈকেয়ীর প্রেরণায় আমি চিরকালই স্বামী কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিগৃহীত এবং তাঁহার অপ্রিয়। তুমি উপস্থিত থাকিতেই যখন আমার এই দশা, তখন তুমি বনে গমন করিলে আমার যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। অষ্টমবর্ষ-বয়সে তোমার উপনয়ন

হইলে, সে অবধি আজ পর্য্যন্ত আমি এই সপ্তদশ বৎসর আমার দুঃখাবসানের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি। আজ আমার সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখের দিন আগত হইল, এই ভাবিয়া যে পরমানন্দ অনুভব করিতেছিলাম, এখন তোমার প্রতি বন-গমনের আদেশ শুনিয়া, সে আনন্দ কোথায় বিলীন হইয়া গেল! এখন তোমার মুখ-চন্দ্র না দেখিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব, আর কেমন করিয়াই বা সেই নিত্য-কুপিতা ও কর্কশ-ভাষিণীর বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব? বোধ হইতেছে, আমার ভাগ্যে মরণ নাই। নতুবা এখনি ত আমার মরণ হওয়া উচিত ছিল। বোধ হইতেছে, যমালয়েও আমার স্থান নাই। নতুবা, রোদনপরা মৃগীকে সিংহ যেমন লইয়া যায়, সেইরূপ যম আমাকে লইতেছেন না কেন? যাহা হউক, যেমন গাভী সুদুর্ব্বলা হইলেও বৎসের পশ্চাতে গমন করে, আমি অসমর্থা হইয়াও তোমার পশ্চাতে গমন করিব। তাহাতে যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও আমার সুখকর হইবে, তোমার মুখ দেখিতে-দেখিতে এ দীন ও ব্যর্থ জীবনের অবসান হইবে।

তখন কৌশল্যা-দেবীকে সম্ভাষণ করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন—আর্য্যে! স্ত্রীলোকের বশবর্ত্তী হইয়া রাম রাজ-শ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করেন, ইহা আমারও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। পিতা বৃদ্ধ এবং কৈকেয়ীর নিতান্ত বশবর্ত্তী। নতুবা, যে রাম সর্ব্ব-গুণাভিরাম, পরোক্ষেও কেহ তাঁহার নিন্দা করে, এমন কথা কখনও শুনা যায় নাই, সেই রামের প্রতি বনবাসের আদেশ দিয়া পিতার ধর্ম্ম রক্ষা হইল কিরূপে? অতএব আমি বলি, রাম এই মুহূর্ত্তেই রাজ্য অধিকার করুন্। ভরতের পক্ষ হইয়া যে-কেহ তাঁহার বিরোধী হইবে, আমি তাহাকেই হনন করিব। এমন কি, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য-বোধহীন হইয়া অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে তিনিও দণ্ডনীয়। পিতা যদি দুষ্ট-বুদ্ধি-পরায়ণা বিমাতা কৈকেয়ীর কুপরামর্শের বশে নির্দ্দোষ রামকে বন-গমনের আদেশ করিয়া থাকেন, তবে তিনিও বধার্হ।

অতএব কৈকেয়ীতে একান্ত অনুরক্ত বৃদ্ধ পিতাকে হনন করিয়া আমি আপনাদের দুঃখ দূর করিব।

তখন কৌশল্যা রামকে কহিলেন—পুত্র! লক্ষ্মণের যুক্তি-সঙ্গত কথা শুনিয়া রাজ্য-গ্রহণ করাই তোমার উচিত। আর যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে আমার কাছে থাকিয়া আমার সেবা করিলেও তোমার উত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইবে। পিতা তোমার পূজনীয় হইলেও, আমি তোমার জননী, সুতরাং পূজ্যতমা। তুমি বনে প্রস্থান করিলে, আমি মনোদুঃখে অনশনে প্রাণত্যাগ করিব। তাহাতে তুমি মাতৃ-হত্যার সুমহান্ দুঃখ প্রাপ্ত হইবে।

তখন রাম জননীকে বুঝাইতে লাগিলেন—জননি! পিতৃ-বাক্য লঙ্ঘন করিবার শক্তি আমার নাই। অতএব আপনার চরণে মস্তক নত করিয়া কহিতেছি, বন-গমনে আপনি আমার দোষ লইবেন না। দেখুন, কণ্ডু-ঋষি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও পিতৃ-বাক্যে গো-বধ করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সগর-রাজার ষষ্টি-সহস্র পুত্রগণ পিতার আদেশে পৃথিবী খনন-পূর্ব্বক পাতাল-পুরে গিয়া কপিলের রোষাগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছিলেন এবং জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম পিতৃ-আজ্ঞায় কুঠার দ্বারা স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেকানেক ধর্ম্মপথাবলম্বী লোকে অকাতরে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করাকেই ধর্ম্ম-জ্ঞান করিয়াছেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালন আমি আজ নূতন করিতেছি না। পূর্ব্ব হইতেই ধার্ম্মিকগণ এইরূপ আচরণ করিয়া আসিতেছেন। আমি কেবল তাঁহাদিগের আচরিত ধর্ম্ম পালন করিতেছি মাত্র।

কৌশল্যাকে এইরূপ কহিয়া, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—লক্ষ্মণ! সত্য ও শান্তি-ধর্ম্ম বিষয়ে আমার মনোগত ভাব না জানায় মাতৃ-দেবীর মহান্ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তুমি ত জান যে, সত্য-পালন মহৎ-ধর্ম্ম এবং আজিকার পিতৃ-আদেশও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাক্য ও প্রতিজ্ঞা

হইতে ভ্রষ্ট হওয়া ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষীদিগের কর্ত্তব্য নয়। কৈকেয়ী-দেবী আমার পিতার অভিপ্রায়ানুসারেই তাঁহারই সাক্ষাতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। অতএব তুমি ক্ষত্র-সম্মত এই অনার্য্য ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধর্ম্মাশ্রয় পূর্ব্বক আমার বুদ্ধির অনুগামী হও।

লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া রাম পুনরায় জননীকে বলিলেন—আমি বন-গমনে স্থির-নিশ্চয় করিয়াছি, জানিবেন। অতএব আপনি আমাকে বন-গমনের অনুমতি দিয়া আমার নিমিত্ত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করুন্। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি প্রতিজ্ঞার কাল উত্তীর্ণ করিয়া আবার আপনার চরণ বন্দনা করিব। আপনি শোক সংবরণ করুন্। দেবি! আমি অধর্ম্মের সহিত রাজ্য প্রার্থনা করিতে এবং রাজ্যের জন্য ধর্ম্মত্যাগ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা করি না।

মাতৃ-সমীপে রামের এই দৃঢ় উক্তি শুনিয়া লক্ষ্মণ রামের রাজ্যহানির ব্যথায় অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং পিতার এরূপ গর্হিত কার্য্যে রোষ-বিস্ফারিত নেত্রে নাগেন্দ্রের ন্যায় ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তখন ধৈর্য্যাবতার রাম লক্ষ্মণকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন—লক্ষ্মণ! দৈবের সহিত কলহ করা বিধেয় নহে। বরং আমার রাজ্যাভিষেকের জন্য তোমার মনে যে উৎসাহ জন্মিয়াছিল, এখন তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত উদ্যোগ কর। অভিষেকের দ্রব্যাদি ও অনুষ্ঠান-সকল শীঘ্রই অপসারিত করাইয়া ফেল। আমি শীঘ্রই বন-গমনে প্রস্তুত হইতে চাই। আমাকে বনগামী দেখিলে কৈকেয়ী-মাতা সুখী হইবেন এবং পিতাও ধর্ম্মপক্ষে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। এ-ঘটনা দৃশ্যতঃ বিস্ময়-জনক ও দুঃখ-জনক হইলেও তত্ত্বতঃ ইহা সেরূপ নহে। বিধির বিধানেই কৈকেয়ী-মাতার এরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। নতুবা, যিনি ভরতে ও আমাতে কোন প্রভেদ দেখিতেন না এবং আমিও কখনও মাতৃগণের প্রতি ভক্তির প্রভেদ করি নাই, তখন কৈকেয়ী-মাতা, পিতার সমক্ষে আমার প্রতি অপ্রত্যাশিত

কঠোর ভাষণ করিবেন কেন? রাজাকেই বা এইরূপ ক্লেশকর ও মারাত্মক কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবেন কেন? সুতরাং বুঝিতে হইবে, দৈবই ইহার মূল। এই দৈবের সহিত কে বিরোধ করিতে পারে? সুখ, দুঃখ, ভয় ক্রোধ, লাভ, অলাভ, উৎপত্তি ও বিনাশ, এ সকলই দৈবায়ত্ত। অতএব তুমি আমার রাজ্য-নাশে সন্তপ্ত হইও না। ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে, এ স্থলে রাজত্ব ও বনবাসের মধ্যে বনবাসই আমার পক্ষে মহা ফলদায়ক, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ হইতে পারে না।

লক্ষ্মণ অধোবদনে রামের কথা শুনিয়াও কিন্তু তাহাতে সবিশেষ তুষ্ট হইতে পারিলেন না। লক্ষ্মণ ভ্রূকুটি সহকারে কহিলেন—পিতা কৈকেয়ীর কথায় এই নিন্দিত ও অধর্ম্ম্য আজ্ঞা করিতেছেন। আপনি তাহা কেন পালন করিবেন? এরূপ অন্যায্য আজ্ঞায় আপনার ধর্ম্মাসক্তি প্রশংসনীয় নহে, বরং নিন্দার্হ। আপনার কথাগুলি সুদক্ষ ক্ষত্রিয়োচিত হয় নাই। দৈব যখন পুরুষকারের সহায়তা ভিন্ন স্বয়ং কিছুই করিতে পারে না, তখন দৈবের প্রাধান্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। দুর্ব্বল ও অজ্ঞান ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দেয়। শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন বীরেরা কখনই দৈবের কাছে শির অবনত করেন না। আমি আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইব। যদি দৈবই আজ আপনার রাজ্য-প্রাপ্তির পথে বাধা সমুপস্থাপিত করিয়া থাকে, তবে আমি আজ পৌরুষ দ্বারা সেই নিরঙ্কুশ মদমত্ত হস্তী-রূপ দৈবকে নিবৃত্ত করিব। যদি আপনি এই ঘটনায় কোনরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা করিয়া বন-গমনই শ্রেয়ঃ ভাবিয়া থাকেন, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সুদৃঢ় বেলা-ভূমি যেমন সাগরকে রক্ষা করে, আমিও সেইরূপ আপনার রাজ্য রক্ষা করিব।

তেজস্বী লক্ষ্মণ সাশ্রুনয়নে এইরূপ কহিতে থাকিলে, রাম তাঁহার অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন,—লক্ষ্মণ! পিতৃবাক্যের বশবর্ত্তী হওয়াই সাধুসম্মত। অতএব আমি তাহাই করিব, জানিও।

তখন বন-গমনে কৃত-নিশ্চয়তা বুঝিয়া কৌশল্যা রামকে সনির্ব্বন্ধে বলিতে থাকিলেন যে, ধেনুর ন্যায় তিনিও বৎসের অনুগমন করিবেন। নতুবা, রামহীন গৃহে তিনি কোনমতেই বাস করিতে পারিবেন না। কাতরা জননী এইরূপ কহিলে, রাম তাঁহাকে বলিলেন—জননি! পিতা একে কৈকেয়ী কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া মর্ম্মাহত, তাহাতে আপনি তাঁহাকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার কষ্টের সীমা থাকিবে না, হয়ত তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। অতএব আপনি গৃহে থাকিয়া তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকুন।

অবশেষে, রাম বন-গমনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ বুঝিয়া কৌশল্যা কহিলেন—পুত্র! আমি যখন বন-গমন-সঙ্কল্প হইতে তোমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না, তখন বুঝিতেছি যে, কিছুতেই তুমি পিতৃ-আজ্ঞা পালনে বিরত হইবে না। সুতরাং আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি বনে গমন কর। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে তুমি ফিরিয়া আসিলে, তোমার মুখ দেখিয়া আমি পরম সুখী হইব। আশীর্ব্বাদ করি, বনে তোমার সর্ব্বথা কল্যাণ হউক। যে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য আজ তুমি রাজপদ-গ্রহণ অপেক্ষা বন-গমনকেই শ্রেয়ঃ মনে করিতেছ, সেই ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করুন্। তুমি এতকাল যে-সকল দেবতা ও ঋষিগণকে ভক্তি করিয়াছ, তাঁহারাও বনে তোমাকে রক্ষা করুন্। বিশ্বামিত্র তোমাকে যে-সকল অস্ত্রবিদ্যা দিয়াছেন, তাহাই তোমাকে বনে রক্ষা করুক্। আমি ব্রহ্মাণ্ডের সকল দেবতাগণকে, সকল গ্রহ-নক্ষত্রকে, লোকপাল-দিক্‌পালগণকে, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, কীট, পতঙ্গ, প্লবঙ্গ, বৃশ্চিক, সরীসৃপাদি, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, ভল্লুক, হস্তী আদি এবং মহিষাদি শৃঙ্গী, সকলকে আরাধনা করিতেছি, বনে যেন তোমার কোন অমঙ্গল না হয়। তোমার পথ সকল শুভ, পরাক্রম অব্যর্থ এবং বন্য ফল-মূলাদি সুলভ হউক্।

এই বলিয়া, কৌশল্যা রামের মঙ্গলার্থ শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করিয়া, রামকে

বলিলেন—বৃত্র-নাশাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রের জন্য দেবগণ যে মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, অমৃতাহরণ-প্রয়াসী গরুড়ের জন্য বিনতা-দেবী যে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সাগর-মন্থন কালে সুরাসুরের দ্বন্দ্বে মহেন্দ্রের জন্য অদিতি-দেবী যে মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন, আজ তোমার এই বন-গমন-কালে কায়-মনোবাক্যে আমি সর্ব্বদেবতার কাছে নিবেদন করিতেছি, যেন বনবাসে তোমার সেইরূপ মঙ্গল হয়। এই বলিয়া কৌশল্যা রামের রক্ষা-বিধান করতঃ, মাঙ্গল্য-মন্ত্র জপ করিতে-করিতে প্রাণাধিক রামকে বিদায় দিলেন।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ

জননীর কাছে বিদায় লইয়া রাম, সীতার কাছে বিদায় লইবার জন্য নিজ ভবনাভিমুখে চলিলেন। রামের বন-গমনের কথা এই অল্প সময়ের মধ্যেই অযোধ্যার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং সেই জন-সমাকীর্ণ পথ দিয়া রামের গমন কালে সকলেই রামের গুণাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহার জন্য ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল।

অভিষেকোপযোগী দৈব কার্য্যে রতা সীতা এ পর্য্যন্ত রামের প্রতি ভীষণ আদেশের কথা শুনেন নাই। সুতরাং রাম যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, তখন রামের মলিন বদন দেখিয়া সীতা শিহরিয়া উঠিলেন, এবং রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—প্রভো! আজ পুষ্যা-নক্ষত্র। আজই ত তোমার রাজ্যাভিষেকের দিন। এই শুভদিনে তোমাকে বিবর্ণ ও দুঃখিত-মনা দেখিতেছি কেন? তোমাকে অভিষেক-ভূমিতে লইবার জন্য সুশোভিত অশ্ব-রথ-গজাদি, ব্যজন-ছত্রধারী, স্তবকারী, মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি লইয়া ব্রাহ্মণগণ এবং তোমার অনুগমন জন্য পৌরজন সকল ইত্যাদি অভিষেক-সমারোহের কিছুই ত দেখিতেছি না। ইহার কারণ কি? শঙ্কিতা সীতার প্রশ্নে রাম আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া, ভরতের রাজত্ব-কালে সীতার কি ভাবে থাকা উচিত, তাহাই উপদেশ করিতে থাকিলেন।

রাম কহিলেন,—ভরত-সমীপে আমার শ্লাঘা করিবে না। কারণ, সমৃদ্ধি-প্রাপ্ত লোকে অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। তোমাকে যখন ভরতের অধীনে থাকিতেই হইবে, ভরতের প্রতি সর্ব্বথা অনুকূল ব্যবহারই তোমার কর্ত্তব্য। আমি আজই বনে প্রস্থান করিব। তুমি ব্রতাদি-অনুষ্ঠানে ও দেব-পূজাদিতে কালাতিবাহন করিয়া বিরহ-ব্যথার লাঘব করিতে চেষ্টা করিবে। পিতাকে প্রত্যহ বন্দনা করিও। শোকাতুরা জননী ও অন্যান্য মাতৃগণকেও প্রত্যহ বন্দনা করিও।

রাম নিজে বন-গমনোদ্যত হইয়া পত্নীর প্রতি এইরূপ উপদেশাবলী দিতে থাকিলে, প্রণয়িনী-সুলভ কোপে সীতা কহিলেন—হে নরোত্তম! এমন গুরুতর বিষয়ে তুমি এ কি লঘুতা প্রকাশ করিতেছ! তুমি বনে যাইবে, আর আমাকে এখানে কিরূপে দিন যাপন করিতে হইবে, তোমার মুখে সেই-সব উপদেশের কথা শুনিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তোমার কথাগুলি অস্ত্রশস্ত্রবিৎ বীর রাজপুত্রের যোগ্য হয় নাই। সুতরাং উহা শুনিবার যোগ্য নহে। তাহা ছাড়া, নারীর সুখ-দুঃখ-ভাগ্য ভর্ত্তার ভাগ্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং তোমার প্রতি বন-বাসের আদেশে আমিও বন-বাসে আদিষ্টা হইয়াছি, বুঝিতে হইবে। পতি ছাড়া নারীর অন্য আশ্রয় নাই। সুতরাং জলহীন কান্তার-গামী পথিক যেমন পীতাবশিষ্ট জলটুকু সঙ্গে রাখে, তুমিও তেমনি আমাকে তোমার বন-বাস-সঙ্গিনী করিয়া লও। স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, আমি পিতা-মাতার কাছে সে বিষয়ে যথা-শাস্ত্র উপদেশ পাইয়াছি। সে বিষয়ে আর উপদেশের প্রয়োজন নাই। তোমার সঙ্গে থাকিয়া আমি জনহীন, দুর্গম, শার্দ্দূলাদি-হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ বনে কিছুমাত্র ভীতা হইব না। তোমার সঙ্গে থাকিয়া ফল-মূল সেবনে জীবন ধারণ করিতেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। বরং, তুমি সঙ্গে থাকায় আমি নির্ভয় চিত্তে নানা কানন, কান্তার, শৈল, সরিৎ, হংসকারণ্ডব-সেবিত ও পদ্ম-খচিত

নানা সরোবরাদি দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিব। আমি শুধু মুখের কথা বলিতেছি না, প্রাণের কথাই বলিতেছি, তোমাকে ছাড়িয়া স্বর্গবাসও আমি চাহি না। তোমাব সঙ্গে বনে থাকিয়াও আমি পিতৃ-গৃহে থাকার সুখ অনুভব করিতে থাকিব। অতএব আমাকেও তোমার সঙ্গে লইয়া চল।

বম-গমনে সীতার এইরূপ আসক্তি ও নির্ব্বন্ধ শুনিয়াও রাম তাঁহাকে বনবাস-বুদ্ধি হইতে প্রতিনিবৃত্তা কবিবাব জন্য বনবাসেব নানা বিভীষিকা, নানা উৎপাত, শয়নে-ভোজনে ও গমনাগমনে নানাবিধ কষ্ট, সর্প-বৃশ্চি-কাদি, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি এবং কুশ-কণ্টকাদি নানাবিধ ভয় ও উপদ্রবের কথা বিবৃত করিলেন।

তখন সীতা বলিলেন—নাথ! তুমি বনবাসেব অসুবিধা, ভয়, উপদ্রব, ও উৎপাতাদি যাহা বর্ণনা করিলে, সে সমুদয়ই আমি অবগত আছি। তোমার সঙ্গে থাকিলে, আমি সে সকল হইতে কিছুমাত্র ভয় বা কষ্ট প্রাপ্ত হইব না। তাহা ছাড়া, আমি পিতৃ-ভবনে থাকিতে সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাকে বন-বাস কবিতে হইবে। আমি এখন বুঝিতেছি, আমার সেই সময় উপস্থিত। অতএব তাঁহাদের বাক্য সত্য হউক্। আমি তোমাব সহিত বনে গমন করিব। তাহাতে আমি ইহলোকে তোমার সহিত অবিচ্ছেদ এবং পরলোকে সদ্গতি, উভয় ফলই প্রাপ্ত হইব। তুমি যেমন পিতৃ-সত্য-পালন-রূপ ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকার কবিয়া বন-গমনে উদ্যত হইয়াছ, আমিও তেমনি নারী-ধর্ম্ম পালন করিতে উদ্যতা। তাহাতে তুমি বাধা দিও না। আমি সেই প্রশস্ত ধর্ম্ম-পথ অবলম্বন করিয়া তোমার সঙ্গে, যাইতে চাহিতেছি। তুমি আমাকে সঙ্গে না লইলে, আমি বিষ-পানে, অগ্নিতে বা জলে প্রাণত্যাগ করিয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইব।

সীতার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ কথা শুনিয়াও যখন রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলেন না, তখন শোকে ও দুঃখে সীতা স্বামীকে গাঢ়

আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে থাকিলে, সীতার ঐকান্তিক আন্তরিকতা উপলব্ধি করিয়া রাম তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলেন। তখন রামের আজ্ঞা পাইয়া প্রসন্ন-চিত্তে সীতা ব্রাহ্মণদিগকে ধন-বস্ত্র দান করিয়া এবং ভিক্ষুকদিগকে অন্ন ভোজন করাইয়া, অন্যান্য মাঙ্গলিক-ক্রিয়া সমাপন করিতে ব্যগ্র হইলেন।

সীতা-দেবীর সহিত রামের কথোপকথন শেষ হইবার পূর্ব্বেই, লক্ষ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন সীতা-দেবী রামের সহিত বন-গমনে অনুমতি পাইলেন দেখিয়া, লক্ষ্মণ সকাতরে রামের চরণদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক রাম ও সীতা উভয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—যদি আপনারা উভয়েই বনে চলিলেন, তবে আমাকেও আপনাদের সঙ্গে যাইতে অনুমতি প্রদান করুন্। আমি ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া রক্ষী-স্বরূপে আপনাদের অগ্রে গমন করিতে থাকিব। লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ দিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ আবার কহিলেন—আপনি আমাকে সকল বিষয়েই আপনার অনুগমন করিতে উপদেশ ও আজ্ঞা দিয়াছেন, আজ আপনার অনুগামী হইতে আমাকে নিষেধ করিতেছেন কেন?

এই শুনিয়া রাম কহিলেন—ভ্রাতঃ! আমি বনে যাইতেছি, আবার তুমিও যদি আমার সঙ্গে গমন কর, তবে মদীয় জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রা-মাতাকে দেখিবে কে? মহারাজা ত এখন কৈকেয়ীর অনুরাগে বদ্ধ। আর ভরত-জননী কৈকেয়ী-দেবীও ভরতের রাজ্যাধিকারে প্রমত্তা হইয়া দুঃখিনী সপত্নীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিবেন না, ইহাই সম্ভব। আর ভরতও রাজা হইয়া কৈকেয়ীরই বশবর্ত্তী হইবেন। সুতরাং তিনিও বিমাতাগণকে স্মরণ করিবেন না বলিয়াই বোধ হয়। এমন স্থলে আমাদের উভয়েরই চলিয়া যাওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু আমাকে যখন বনে যাইতেই হইতেছে, তখন তুমি এইখানেই থাক।

রামের এই যুক্তি শুনিয়া, লক্ষ্মণ কহিলেন হে বীর! ভরত আপনার মাতৃ-ভক্তি ও পরাক্রম, উভয়ই অবগত আছেন। তিনি রাজা হইয়া আমাদের জননীদিগকে অযত্ন বা উপেক্ষা করিতে বা তাঁহাদিগকে কষ্ট দিতে সাহসী হইবেন না। কৌশল্যা-মাতার ভরণ-পোষণের জন্য কোন চিন্তাই নাই। আশ্রিতবর্গের প্রতিপালনার্থ তিনি স্বয়ং সহস্র গ্রামের অধিকারিণী। সুতরাং ভরতের অন্নের উপর আমাদিগের জননী-দ্বয়কে নির্ভর করিতে হইবে না। অতএব তাঁহাদের জন্য চিন্তার আবশ্যক নাই। আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। বনে আমি ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিব। দিবসে আপনাদের জন্য ফল-মূলাদি আহরণ করিব এবং রাত্রি-কালে বিনিদ্র হইয়া আপনাদিগের প্রহরায় নিযুক্ত থাকিব।

তখন, লক্ষ্মণের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া, রাম তাঁহাকে তাঁহাদের অনুগমন করিতে আজ্ঞা দিলে, লক্ষ্মণ হৃষ্ট মনে সুহৃদবর্গের কাছে বিদায় লইয়া এবং শ্রেষ্ঠ অস্ত্র-সকল সঙ্গে লইয়া, পুনরায় রামের কাছে আসিলেন। তখন রাম তাঁহাকে কহিলেন—লক্ষ্মণ! এখন আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ও অনুগত-জনগণকে ধনাদি বিতরণ করিতে ইচ্ছা করি। তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠ-নন্দন সুযজ্ঞকে এখানে আসিতে বল। লক্ষ্মণের আহ্বানে সুযজ্ঞ আসিলে, রাম ও সীতা যথাবিধি তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তৎপরে রাম নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া, সীতার পক্ষ হইতে সুযজ্ঞের ভার্য্যার জন্য নানাবিধ অলঙ্কার ও পর্য্যঙ্কাদি প্রদান করিলেন। সুযজ্ঞ আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলে, অগস্ত্য ও কৌশীক ব্রাহ্মণগণকে এবং তৎপরে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে ধনরাশি ও গবাদি বিতরণ কার্য্য শেষ করিয়া, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রাম পিতার নিকট বিদায় লইতে চলিলেন।

বিদায়-গ্রহণ

পৌরজনেরা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত ছত্রহীন রামকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া, শোকোচ্ছ্বাসের সহিত নানা খেদোক্তি করিতে থাকিল. রাম নির্ব্বিকার-চিত্তে সেই-সব কথা শ্রবণ করিতে-করিতে কৈকেয়ী-ভবনাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সেখানে সুমন্ত্রের মুখে বিদায়-গ্রহণার্থ রামের আগমন সংবাদ শুনিয়া দশরথ বলিলেন—সুমন্ত্র! আমার ভার্য্যা-গণকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলে, দশরথ রামকে তথায় আসিতে আজ্ঞা দিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কৃতাঞ্জলি রামকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া দশরথ আলিঙ্গনার্থ যাইতে-যাইতে তখনই মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার শুশ্রূষায় তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে, রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—মহারাজ! আমি দণ্ডকারণ্যে যাইতে প্রস্তুত। লক্ষ্মণ ও সীতা সনির্ব্বন্ধে আমার অনুগমন প্রার্থনা করিতে থাকিলে, আমি নানা যুক্তি দ্বারা উঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারি নাই। সুতরাং আমরা তিন জনেই বন-প্রস্থানে প্রস্তুত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আপনি আমাদের তিন জনকেই বন-গমনে অনুমতি প্রদান করুন্।

রামের কথা শুনিয়া দশরথ বলিলেন—রাম! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া মোহপ্রাপ্ত, সুতরাং রাজ্য-পরিচালনায় অনুপযুক্ত। অতএব তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া অযোধ্যা-রাজ্য গ্রহণ কর।

রাম উত্তর করিলেন—মহারাজ! আমি আপনার বাক্যকে অসত্য করিতে চাহি না। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বন-বাস করিয়া পুনরায় আপনার চরণ বন্দনা করিব। আপনি ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করুন্।

তখন সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে সুতীক্ষ্ণ বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া, অবশেষে

কহিল—তোমার পুত্র ভরত রাজা হউন্ ও অযোধ্যা শাসন করুন্। কিন্তু আমরা, যেখানে রাম যাইবেন, সেইখানেই যাইব। তোমার দ্বারা যে ঘোর অকার্য্য সাধিত হইল, তাহাতে তোমার রাজ্যে কোন সদ্ব্রাহ্মণই বাস করিতে ইচ্ছা করিবেন না। তুমি যে এখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছ না, পৃথিবী যে দ্বিধা হইয়া তোমাকে গ্রাস করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্য! তুমি যে-মাতার গর্ভে উৎপন্না, তাহাতে তোমার আভিজাত্য ও ব্যবহার তোমার মাতার মতই হইয়াছে। নিম্ব-বৃক্ষে কখনও মধুরাস্বাদ ফল ফলে না। আমরা শুনিয়াছি, তোমার পিতা এক ব্রাহ্মণের কাছে বর পাইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তিনি প্রাণীদিগের কথা বুঝিতে সক্ষম হইতেন। একদিন তিনি শুইয়া আছেন, এমন সময়ে এক স্বুবর্ণকান্তি পক্ষীর শব্দ শুনিয়া হাস্য করিলে, তাঁহার পার্শ্ব-স্থিতা তোমার জননী তাঁহার হাসির কারণ জানিতে চাহেন। তখন তোমার পিতা তোমার জননীকে বুঝাইলেন যে, হাসির কারণ ব্যক্ত করা নিষেধ। ব্যক্ত করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। স্বামীর এই কথা উপহাস-মাত্র ভাবিয়া তোমার জননী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—তোমার মৃত্যুই হউক, আর যাহাই হউক, তুমি সেই গুহ্য কথা বল। অবশ্য, ব্রাহ্মণের উপদেশ-মত তোমার পিতা সে কথা তোমার জননীর কাছে ব্যক্ত করেন নাই। তুমি ত সেই মাতার কন্যা! তুমি দুষ্ট-জনোচিত কুপথ অবলম্বন করিয়া কৌশলে দশরথকে নিন্দনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছ। ইহজগতে পুরুষেরা জনকের এবং স্ত্রীলোকেরা জননীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তোমার আচরণ দেখিয়া, একথা সত্য বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।

সুমন্ত্র এইরূপ মর্ম্মঘাতী বাক্য বলিলেও, কৈকেয়ী তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

তখন দশরথ আজ্ঞা দিলেন যে, অযোধ্যার ধন-ভাণ্ডার, ধান্য-ভাণ্ডার, এবং অন্যান্য সমস্ত রাজৈশ্বর্য্য রামের অনুগমন করুক্।

তাহাতে কৈকেয়ী বিষাদ-প্রাপ্তা হইয়া কহিলেন—মহারাজ! পীত-সারাংশ সুরার ন্যায়, ধন-ধান্য-হীন রাজ্য ভরত গ্রহণ করিবেন না।

দশরথের কথায়, রাম বলিলেন,—বন-বাস কালে আমি নাগরিক সুখ-সম্ভোগ করিব না, ফল-মূলাহারেই জীবন যাপন করিব। আমি অনাসক্ত ভাবে বনে গমন করিতেছি। আমার সহিত রথ-গজাদি রাজৈশ্বর্য্য যাইবার প্রয়োজন নাই। যখন ভরতকে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছি, তখন অযোধ্যার সমস্ত ঐশ্বর্য্যই এখন ভরতের।

এই বলিয়া রাম চীর-পরিধান করিতে চেষ্টিত হইলে, স্বয়ং কৈকেয়ী রামের হস্তে চীর প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতাও চীর পরিধান করিতে থাকিলে অন্তঃপুরের মহিলাগণ হাহাকার করিতে-করিতে অজস্র অশ্রু-মোচন করিতে থাকিলেন।

এই সময়ে বশিষ্ঠ কৈকেয়ীকে নানা ভর্ৎসনা-বাক্য কহিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন—সীতার বনগমনে প্রয়োজন নাই। পত্নী গৃহস্থের আত্মা-স্বরূপা। অতএব সীতাই রামের স্থানীয় হইয়া রাজ্য পালন করুন্। আর যদি উনি রামের সহিত বন-গমন করেন, তবে আমরাও সকলে ঐ সঙ্গে বন-গমন করিব এবং পুরবাসীগণও তাহাই করিবে। আর বোধ হয়, ভরত ও শত্রুঘ্নও রামের অনুগামী হইবেন। তখন তুমি একাকিনী প্রজা-শূন্য এই অযোধ্যা-রাজ্য শাসন করিও। জানিও, যে রাজ্যে রাম রাজা হইতে পাইলেন না, সে রাজ্য বন হইবে; আর যে বনে রাম বাস করিবেন, তাহাই রাজ্য হইবে। তুমি নিজ পুত্রের হিতার্থ এই কার্য্য করিলে বটে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ইহা তোমার পুত্রের নিতান্ত অপ্রিয়।

তখন কৌশল্যা-দেবী সীতাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক গুরুজনোচিত উপদেশ-বাক্য কহিলে, সীতাও কহিলেন—আর্য্যে! আমি পিতা-মাতার কাছে এই সব কল্যাণকর উপদেশাদি পাইয়াছি। যেমন চন্দ্র হইতে প্রভা বিচলিত হয় না, তেমনি আমিও ধর্ম্ম হইতে কখনই বিচলিতা হইব না।

তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা দশরথকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বন-গমনে তাঁহার অনুমতি লইলে, লক্ষ্মণ প্রথমে কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া, পরে নিজ জননী সুমিত্রা-দেবীর চরণ বন্দনা করিলেন। রোদনপরা সুমিত্রা-দেবী লক্ষ্মণকে বলিলেন—বৎস! তুমি একান্ত রামানুরক্ত। সেইজন্য তোমার রামানুগমন-সঙ্কল্প হইতে আমি তোমাকে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। আমি তোমার বন-গমনে অনুমতি দিলাম। বন-বাস-কালে তুমি পিতা, মাতা ও অযোধ্যার বিরহে কাতর হইও না। তুমি রামকে দশরথ স্বরূপ, সীতাকে আমার স্বরূপ, বনকে অযোধ্যা স্বরূপ, জ্ঞান করিও এবং সর্ব্বদা সাবধানে রাম-সেবায় নিযুক্ত থাকিও। এখন যথা-সুখে গমন কর।

বন-প্রস্থান

এই সময়ে সুমন্ত্র, রথ আনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে নিবেদন করিল—রাজনন্দন! কৈকেয়ী-দেবী আজ হইতেই আপনার বন-গমন চাহিয়াছেন। অতএব এখানে আপনার রজনী যাপন উচিত নয়। আমি রথ আনিয়াছি, আপনারা রথে আরোহণ করিলে, আমি সত্বর আপনাদিগকে নগর অতিক্রম করাইয়া, যে-স্থান পর্য্যন্ত, আপনি ইচ্ছা করেন, তথায় লইয়া যাইব। তখন, অগ্রে সীতা এবং তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ রথে আরোহণ করিলে, রাজ-ভবন হইতে হৃদয়-বিদারক ক্রন্দন-ধ্বনি উত্থিত হইল। বিকল-চিত্ত দশরথ রামকে দেখিবার জন্য "রথ রাখ, রথ রাখ" বলিতে-বলিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন এবং কৌশল্যা "হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া রথাভিমুখে ধাবমানা হইতে লাগিলেন। তখন রামের আদেশে সুমন্ত্র সত্বর রথ-চালনা করিতে থাকিলেও, অযোধ্যার নরনারীগণ রামের গুণগান করিতে-করিতে রথের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগরের ন্যায় রাম-বিরহ-বিক্ষুব্ধ সেই জন-সাগর

হইতে উত্থিত কাতর কল্লোল-কোলাহলে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইতে থাকিল।

রাম চলিয়া গেলে, সূর্য্য অস্তমিত হইলেন, চন্দ্রও উদিত হইলেন না, গৃহস্থগণ গার্হস্থ্য-কার্য্যে বিরত থাকিল, ধেনুগণ বৎসদিগকে দুগ্ধ পান করাইতে বিস্মৃত হইল, আকাশ-মণ্ডলে দুর্নিমিত্ত-সকল দৃষ্ট হইতে থাকিল, অযোধ্যা-নগরী ভীষণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল! অযোধ্যার সকলেই নিজ-নিজ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রামের গুণবাদ ও দশরথের নিন্দাবাদ করিয়া সে রাত্রি যাপন করিল।

এদিকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দ্রুতগামী রথের চক্রোত্থিত ধূলি-মণ্ডল দেখা যাইতে লাগিল, রাম-বিরহ-কাতর দশরথ ততক্ষণ নির্নিমেষে সেই দিকে চাহিয়া থাকিলেন। পরে, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহাও যখন দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল না, তখন শোকাতিশয্যে তিনি ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। কৈকেয়ী তাঁহাকে উঠাইতে গেলে, দশরথ ভৎর্সনা-বাক্যে বলিলেন—রে পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গস্পর্শ করিস্ না। তুই ধর্ম্মত্যাগ করিয়া অর্থেরই সাধনা করিয়াছিস্, তোকে আমি ত্যাগ করিয়াছি। তুই আর আমার ভার্য্যা নহিস্ এবং আমিও তোর স্বামী নহি। এমন কি, তোর দাস-দাসী আমার ভৃত্য নহে এবং আমিও তাহাদের প্রভু নহি। ইহলোকের ত কথাই নাই, আমি পরলোকে গমন করিলে, তোর পুত্র ভরত, রাজ্যপ্রাপ্তি-হেতু প্রীতি-বশে আমার উদ্দেশে যাহা দান করিবে, তাহাও আমি গ্রহণ করিব না।

তখন কৌশল্যা দশরথকে উঠাইয়া তাঁহার অঙ্গের ধূলি মার্জ্জনা করিলে, শব-দহন-কারী ব্যক্তি স্নানান্তে যেমন বিষণ্ণ-বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করে, তদ্রূপ দুঃখিত-ভাবে পুরী প্রবেশ পূর্ব্বক তিনি রাম-জননী কৌশল্যার গৃহে গমন করিলেন। সেখানে তিনি অবিরত পুত্রদ্বয়ের জন্য এবং সীতার জন্য বিলাপ করিতে-করিতে বলিলেন—কৌশল্যে! আমি তোমাকে দেখিতে

পাইতেছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। আমাব দৃষ্টি রামের অনুগমন করিয়াছে, এখনও প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই।

দশরথের এইরূপ ভয়ানক অবসন্ন ভাব দেখিয়া কৌশল্যা বহু বিলাপ করিতে থাকিলে, সুমিত্রা-দেবী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলেন।

এদিকে, অমাত্যবর্গ বলপূর্ব্বক দশরথ ও তাঁহাব আত্মীয়-স্বজনকে রথানুগমনে নিবৃত্ত কবিলেও, পৌবজনগণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। সেই জনরাশির মধ্যে অনেক জ্ঞান-বৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া, রাম রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে তাঁহাদের সহিত গমন এবং নানা কথায় তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতে থাকিলেন। এমন সময়ে যেন তাঁহাদেব গতিবোধ নির্দ্দেশ করিয়াই তমসা নদী দৃশ্যমানা হইল।

তখন বনবাসের সেই প্রথম বাত্রি রাম তমসা-তীবেই যাপন করা মনস্থ করিলেন। সেখানে লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র, রাম ও সীতাব জন্য, তৃণ-শয্যা প্রস্তুত করিলে, রাম কেবলমাত্র জল পান করিয়াই তাহাতে শয়ন করিলেন। রজনী শেষ হইবাব পূর্ব্বেই রাম গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে; তাঁহার অনুগমনকারী ক্লান্ত পুববাসীগণ নদীতীবে গাঢ় নিদ্রাগত। এই অবসরে পরপারে গিয়া বন-পথে প্রবেশ কবিবার জন্য তাঁহারা পুনরায় রথারোহণ পূর্ব্বক তমসা পার হইয়া অরণ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে পৌরজন রামকে না দেখিয়া দুঃখিত মনে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাহারা দেখিল, তখনও অযোধ্যাবাসী সকলে গৃহকর্ম্মাদি ভুলিয়া কেবলি রামের জন্য বিলাপ করিতেছে।

এদিকে, রাম বেগ-গামী রথে বহুদূব গমন করিয়া, রাত্রি থাকিতে গোমতী নদী উত্তীর্ণ হইলেন। ক্রমে বথ কোশল-রাজ্য অতিক্রম করিলে, রাম অযোধ্যার দিকে মুখ করিয়া করযোড়ে অযোধ্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—অয়ি কাকুৎস্থ-পরিপালিতে! "আমি তোমাকে এবং তোমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিতেছি, পিতৃ-সত্য-

পালনান্তে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমি আবার তোমাদিগকে দর্শন করিব।

তারপর রাম সেখানকার জানপদগণ, যাহারা বনগামী রামকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে মধুর বচনে বিদায় দিয়া কোশল-রাজ্যান্তর্গত বহুতর সমৃদ্ধ গ্রাম অতিক্রম পূর্ব্বক ঋষি-সেবিতা গঙ্গা-নদীবতীরে এক বৃক্ষ-মূলে সেদিনকার মত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

রাম ও নিষাদ-পতি গুহ

রাম যেখানে আশ্রয় লইলেন, উহা শৃঙ্গবের-পুরের সন্নিকট। শৃঙ্গবের-পুরের রাজার নাম গুহ। ইনি নিষাদ-জাতীয় এবং রামের প্রিয় সখা। গুহ, তাঁহার রাজ্য-মধ্যে রামের আগমন বার্ত্তা পাইয়া, অমাত্যাদি-সহ রামকে দেখিতে আসিলে, রাম আনন্দে লক্ষ্মণের সহিত গুহকে অভ্যর্থনা করিলেন। গুহও রামকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রামের উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া সবিনয়ে রামকে নিবেদন করিলেন—হে মহাবাহো! অযোধ্যাতেও যেমন আপনার পূর্ণ অধিকার, আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যে, আপনার অধিকার সেইরূপই জ্ঞান করিবেন। আপনার মত অতিথি লাভ করা কোন্ ভাগ্যবানের ঘটে? এখন আপনার কি প্রয়োজন সাধন করিব, তাহাই আদেশ করুন্।

গুহ এইরূপ কহিয়া, নানাবিধ-ভোজ্য-সামগ্রী ও অর্ঘ্য রামকে প্রদান করিলে, রাম অনুরাগ-ভরে সখা গুহকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—সখে! তুমি আমার আগমন শুনিয়াই আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, ইহাতেই আমি যথেষ্ট সৎকৃত হইয়াছি। তোমার আনীত ভোজ্য দ্রব্যাদিও আমি অঙ্গীকার করিলাম। কিন্তু আমি এখন পিতৃ-সত্য পালনার্থ তাপস-ধর্ম্মাবলম্বী। সুতরাং ভোগার্থ ঐ সকল দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি না। তবে, অশ্বের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পাইলেই আমি সম্পূজিত হইব।

পরে রাম ও সীতা বিশ্রাম করিতে থাকিলে, গুহ লক্ষ্মণের জন্য সুখকর শয্যা রচনা করিয়া বিশ্রামার্থ লক্ষ্মণকে অনুরোধ করিলে, লক্ষ্মণ কহিলেন—মিত্র! রাম ও সীতা ভূমি-শয্যায় শয়ন করিতেছেন, এমন অবস্থায় আমার কোনরূপ সুখ সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। এই বলিয়া লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত কথাবার্ত্তায় রাত্রি কাটাইয়া দিলেন।

প্রত্যূষে যখন চারিদিকে কোকিলগণের ধ্বনি ও ময়ূরগণের কেকা-রব শ্রুতিগোচর হইতে থাকিল, তখন রাম গঙ্গা উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলে, গুহের আদেশে তখনই সুন্দর নৌকা আনীত হইল। তখন রাম সুমন্ত্রকে মিষ্টবচনে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেও, সুমন্ত্র রামের জন্য দুঃখ ও রোদন করিতে থাকিলে, রাম তাহাকে সান্ত্বনা ও উপদেশাদি দিয়া কহিলেন—সুমন্ত্র! তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না। বরং শীঘ্র অযোধ্যায় গিয়া পিতাকে আমার কুশল-বার্ত্তা জ্ঞাপন কর এবং তাঁহাকে বলিও যে, তিনি আমাদের জন্য শোক না করিয়া ভরতকে শীঘ্র যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে তাঁহার শোকের লাঘব হইবে। জননী ও অন্য মাতৃগণকে বলিবে যে, বনে আসিয়া আমি কোনরূপ দুঃখ পাইতেছি না, শোকও করিতেছি না। তাঁহারাও যেন আমাদের জন্য শোক না করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই আমরা অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিব। ভরতকেও আমার এই উপদেশ জানাইবে যে, তিনি দশরথের প্রতি যেমন ব্যবহার করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করেন, যেমন তাঁহার জননী কৈকেয়ী-মাতাকে, তেমনি আমার জননী কৌশল্যা-দেবীকে ও লক্ষ্মণের জননী সুমিত্রা-দেবীকে সমানভাবে পূজা করেন।

সুমন্ত্র, রামের এই-সব সঙ্গত উপদেশাবলী শুনিয়াও রামকে কহিল—মহাভাগ! আপনার আদেশ ও উপদেশ শুনিয়াও আমি কেবল আপনার প্রতি স্নেহ-প্রযুক্ত রীতি লঙ্ঘন পূর্ব্বক আপনার কথার উপর কথা

কহিতেছি, আমায় ক্ষমা করিবেন। আপনাকে এই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আমি সেই পুত্র-শোকাতুরা বিহ্বলা জননীর ন্যায় অযোধ্যা-নগরীতে ফিরিব কেমন করিয়া? আসিবার-কালে অযোধ্যাবাসীগণ আপনাদিগকে দেখিয়া যেরূপ কাতর-কণ্ঠে বিলাপ করিয়াছিল, এখন শূন্যরথ ও আমাকে ফিরিতে দেখিলে তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আর কৌশল্যা-দেবী আমাকে দেখিয়া "সুমন্ত্র, রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইবেন, তখন তাঁহাকেই বা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব? আপনাকে ছাড়িয়া আমি অযোধ্যায় ফিরিতে পারিব না। আপনি আজ্ঞা করুন্, রথ ও অশ্ব লইয়া আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকি। আপনাব এই অশ্বগণও শূন্যবথ বহন কবিয়া অযোধ্যায় ফিরিবে না। বরং, বনে আপনাদিগকে বহন করিয়া তাহাবা সুখী হইবে। নির্দ্দিষ্ট-কাল অতীত হইলে, এই রথে আপনাদিগকে লইয়া আমি অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে পাইলে পরম আনন্দ লাভ করিব। আপনি ভৃত্য-বৎসল প্রভুর পুত্র। সুতরাং ভক্ত-ভৃত্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্। আমাকে আপনাদেব সঙ্গেই রাখুন্।

সুমন্ত্রের দৈন্য-যুক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া রাম তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন—হে ভর্তৃবৎসল সুমন্ত্র! তুমি যে আমাকে আন্তরিক ভক্তি কর, তাহা আমি বেশ জানি। কিন্তু তবুও, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে না রাখিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলিতেছি, তাহার কারণ এই যে, তোমাকে প্রত্যাগত দেখিলে আমার বন-বাস সম্বন্ধে কৈকেয়ী-মাতার মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিবে না এবং তখন আর তিনি আমার ধার্ম্মিক পিতাকে অসত্যবাদী বলিয়া ভাবিতে পারিবেন না। ভরত রাজা হওয়াই আমার অভিপ্রায়। কারণ, তাহাতে কৈকেয়ী-মাতা সুখ-লাভ করিবেন। ভরতকে আনিবার জন্য তোমার প্রয়োজন হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও।

তখন রাম গুহকে বলিলেন—সখে! অযোধ্যার সন্নিকটে এইস্থানে,

যেখানে আমার আত্মীয়গণ সর্ব্বদাই আসিতে পারিবেন, তাপস-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া এখানে আমার বাস করা উচিত নয়। নতুবা, তোমার রাজ্যে থাকিয়া আমি পরম সুখলাভ করিতাম। অতএব আমি এখনই জটাধারণ পূর্ব্বক আরও নির্জ্জন বনে গমন করিব।

তখন রামের আদেশে বট-ক্ষীর আনীত হইলে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহা দিয়া জটা করিয়া বানপ্রস্থাবলম্বী হইলেন।

চিত্রকূটে প্রস্থান

তাঁহারা অবিলম্বে নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইতে থাকিলে, সীতা গঙ্গা-দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া কহিলেন—গঙ্গে! আপনার আশীর্ব্বাদে আর্য্যপুত্র রাম নির্ব্বিঘ্নে বন-বাস সমাপন করিলে, যখন আমরা প্রত্যাগমন করিব, তখন আমি বিবিধ উপকরণে আপনার পূজা করিব। এখন আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন্।

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবতরণ করিয়া, রামের উপদেশ-মত অগ্রে ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ, মধ্যে সীতা এবং পশ্চাতে রাম, এইভাবে তাঁহারা সেই বনপথে চলিতে লাগিলেন। পরে সমৃদ্ধ বৎস্য-প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেইখানে তাঁহারা রাত্রি-যাপনার্থ এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বিশ্রামকালে রাম, পিতা ও মাতৃদ্বয়ের দুরবস্থা ভাবিয়া লক্ষ্মণের কাছে বিলাপ করিতে-করিতে বলিলেন—ভ্রাতঃ! আজ রাত্রিতে আমরা জনপদ-বহির্ভূত ও সুমন্ত্র-বিরহিত হইয়া প্রকৃত পক্ষে বনবাসী। এখন অযোধ্যায় পিতা না জানি কতই দুঃখে শয়ন করিতেছেন এবং কৈকেয়ী-মাতা কতই সুখে ভরতের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন! ভরতের জন্য সাম্রাজ্য কামনায় কৈকেয়ী-মাতা দশরথের বধ-সাধনে প্রবৃত্ত না হইলেই মঙ্গল। আমার মনে হয়, যেন দশরথের প্রাণান্ত, আমার বনবাস ও ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তি সাধন করিবার জন্যই কৈকেয়ী-মাতা আমাদের গৃহে আসিয়াছেন। এখন সৌভাগ্যমত্তা কৈকেয়ী-মাতার কুব্যবহারে আমাদের জননী দ্বয়কে

না জানি কত কষ্টই ভোগ কবিতে হইবে। এইরূপে সেই বাত্রিতে সেই নির্জ্জন বনে লক্ষ্মণেব কাছে বাম জনক-জননীদেব জন্য বহু বিলাপ কবিতে থাকিলেন। পবে লক্ষ্মণ তাঁহাকে নানাবাক্যে সান্ত্বনা দিলে, তিনি ও সীতা শয়ন কবিলেন।

প্রভাতে তাঁহারা গঙ্গা ও যমুনাব সঙ্গম স্থলেব দিকে প্রস্থান কবিয়া অল্পকাল-মধ্যেই সেইস্থলে ভবদ্বাজ-মুনিব নিকট উপস্থিত হইলেন এবং পবিচয-প্রদানান্তে মুনি কর্ত্তৃক সমার্চ্চিত হইযা, সেইখানেই বজনী যাপন কবিলেন। মুনি, বামকে সেইখানে বাস কবিতে বলিলে, বাম কহিলেন—ভগবন্! এ আশ্রম অতি সুখকব ও নির্জ্জন হইলেও জনপদেব অতি সন্নিকট। সুতবাং আমবা এখানে বাস কবিতেছি শুনিয়া, লোকে সর্ব্বদাই আমাব ও সাতাব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিবে। অতএব আমি আবও দূব বনে বাস কবিতে চাই। এ বিষযে আপনি আমাকে উপদেশ করুন্।

ভবদ্বাজ মুনি বামেব অভিপ্রায় অবগত হইযা কহিলেন,—এখান হইতে দশক্রোশ অন্তরে চিত্রকূট নামে এক মনোবম পর্ব্বত আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষিবাও বাস কবেন। সেই নির্জ্জন স্থানে তুমি সুখে বাস কবিতে পাবিবে।

পবদিন প্রভাতে তাঁহাবা ভবদ্বাজ-মুনিকে যথাবিধি অভিবাদন কবিয়া যমুনাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। অচিবে তাঁহাবা যমুনা-তীবে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ কাষ্ঠখণ্ড সংগ্রহ কবিয়া এক তবণী নির্ম্মাণ এবং তদুপবি শুষ্ক পত্র ও বেতস-লতা দ্বাবা সীতাব জন্য বসিবাব স্থান কবিলে, তাহার দ্বাবা তাঁহাবা যমুনা উত্তবণ কবিলেন। সীতা গঙ্গা পাব হইবাব সময়ে যেমন গঙ্গাকে সম্বোধন কবিযাছিলেন, এখন যমুনাকেও তদ্রূপ সম্বোধন করিয়া মঙ্গল কামনা কবিলেন। যমুনাব অপব তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, সীতা শ্যাম-নামক বিশাল বট-বৃক্ষকে আরাধনা করিলে, তাঁহাবা যমুনা ও তত্তীব-

বর্ত্তী বানব ও ময়ূরাদি-সেবিত শ্যামল বনভূমির অনুপম সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে-করিতে চলিতে লাগিলেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, তাঁহারা যমুনা-তীরবর্ত্তী এক সমতল স্থলে সে রাত্রির মত বাস করিলেন।

পরদিন তাঁহারা ভরদ্বাজ-কথিত মুনিগণ-সেবিত পরম রমণীয় চিত্রকূট-পর্ব্বতে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মুনিবরকে অভিবাদন করিলে, মুনিবর স্বাগত জিজ্ঞাসাদি করিবার পরে, তাঁহাদিগকে চিত্রকূটেই বাস করিতে উপদেশ দিলেন। মুনির উপদেশে রাম প্রীত হইয়া, লক্ষ্মণকে কুটীর নির্ম্মাণের আদেশ দিলে, লক্ষ্মণ অবিলম্বে কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। পরে, যথা-বিধি বাস্তু-শান্তি-আদি ক্রিয়া সমাপনান্তে তাঁহারা বৃক্ষ-পত্রাচ্ছাদিত, বাতাতপ-নিবারণক্ষম সুন্দর কুটীরে প্রবেশ করিয়া সেই রমণীয় পর্ব্বতাশ্রয়ে, মৃগ-বিহঙ্গ-সমাকুলা মাল্যবতী-নদীর তীরে সুখে বন-বাস করিতে লাগিলেন।

দশরথ ও কৌশল্যা

এদিকে গুহ, রামকে বিদায় দিয়া সুমন্ত্রের সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পরে স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলে, সুমন্ত্র নিতান্ত দুঃখিত-মনে অযোধ্যাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইল। নগরে প্রবেশ করিয়া সুমন্ত্র সর্ব্বত্রই কেবল বিলাপ-ধ্বনি শুনিতে-শুনিতে দশরথ-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে রামোক্ত কথাগুলি যথাযথ নিবেদন করিলে, বাক্যহীন দশরথ তখনই মূর্চ্ছা-প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৌশল্যা ও সুমিত্রার শুশ্রূষায় তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে, কৌশল্যা কহিলেন—হে মহাভাগ! অরণ্য-বাসী রামের দূত-স্বরূপে সুমন্ত্র তোমাকে রামের কথাগুলি বলিবার জন্য দণ্ডায়মান, তুমি কেন তাহাকে সম্ভাষণ করিতেছ না? স্বয়ং ঘোর দুঃখকর কার্য্য করিয়া, এখন তাহার জন্য লজ্জিত হইতেছ কেন? তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই।

অতএব তুমি নির্ভয়ে সুমন্ত্রকে সম্ভাষণ কর এবং তাহার কাছে রাম-বার্ত্তা শুনিয়া আশ্বস্ত হও।

তখন দশরথ সুমন্ত্রকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রাম সুমন্ত্রকে যে-সব কথা দশরথকে বলিবার জন্য কহিয়াছিলেন, বিষণ্ণ-হৃদয় সুমন্ত্র বাষ্প নিরুদ্ধ কণ্ঠে ও স্খলিত বাক্যে সেই সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিল।

দশরথ সুমন্ত্রের মুখে ঐ-সব কথা শুনিয়া অতীব শোকাচ্ছন্ন হইয়া কৌশল্যাকে কহিলেন—দেবি। আমি রামশোক রূপ যে ভীষণ ও অপার মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, বোধ হয়, তাহা হইতে আর উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।

দশরথের বাক্যে কৌশল্যা ভীতা হইয়া বহু বিলাপ করিতে থাকিলে, সুমন্ত্র নানা প্রবোধ বাক্য কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তখন কৌশল্যা, বনবাসী রাজ পুত্রদ্বয়ের ও বনবাসিনী রাজ পুত্রবধূর সর্ব্ববিধ কষ্টের কথা দশরথকে বলিতে লাগিলেন। কৌশল্যা আরও বলিলেন, সুদীর্ঘ বন বাস কাল পূর্ণ করিয়া রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেই ভরত তাঁহাকে রাজ্য ও রাজকোষ ছাড়িয়া দিবেন কেন? আর ভরত যদি তাহাই করিতে চাহেন, তবে পুরুষ শ্রেষ্ঠ রাম কনিষ্ঠের ভুক্তাবশিষ্ট ভোগ করিতে সম্মত হইবেন কিরূপে? আহা। রাম তোমারই হাতে নিহত হইল এবং সর্ব্ব প্রকারে নিহতা হইলাম আমি। স্বামীই নারীর প্রথমা গতি, পুত্র দ্বিতীয়া গতি এবং জ্ঞাতিগণ তৃতীয়া গতি। এ ছাড়া, নারীর পক্ষে আর গতি নাই। আমার প্রথম গতি তুমি কিন্তু তুমি ত আমার নহ; দ্বিতীয়া গতি রাম, সে ত তোমা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত, তৃতীয়া গতি জ্ঞাতিগণ, তন্মধ্যে লক্ষ্মণ ত রামের সহিত বনবাসী, এবং অন্যেরা নিশ্চয়ই ভরতানুগত হইবে। সুতরাং, আমিই সর্ব্ব প্রকারে নষ্ট হইলাম! এবং কেবল আমরা নহি, কৈকেয়ী-ছাড়া অন্য সপত্নীগণ, অমাত্যগণ ও এই রাজ্য-

নিবাসী লোক, সকলেই নষ্ট হইল! কেবল হর্ষ-প্রাপ্ত হইল তোমার প্রিয়তমা ভার্য্যা কৈকেয়ী এবং তাহাব পুত্র ভরত!

শেল-সম দারুণ বাক্য-বাণে আহত হইয়া দশরথ কহিলেন—দেবি! তুমি ত কখনও কাহারও প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার বা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ কর না। তবে আমার প্রতি আজ এমন নিদারুণ হইতেছ কেন? একে ত আমি অসহ্য কষ্ট পাইতেছি, তাহার উপর আবাব তুমি বাক্য-যন্ত্রণা দিও না।

এই বলিতে-বলিতে পূর্ব্ব-কৃত এক ঘটনা দশবথেব স্মরণ-পথে উদিত হইলে, তিনি কহিতে লাগিলেন—দেবি! আমি যে এই নিদারুণ কর্ম্ম করিলাম, কেন আমার এরূপ বুদ্ধি-ভ্রংশ হইল, এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে এক পূর্ব্ব-কাহিনী মনে পড়িতেছে। আমি যখন যুববাজ ও অবিবাহিত, তখন আমি অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলাম। এবং ঐ কার্য্যে এমন পাবদর্শী হইয়াছিলাম যে, দূব হইতে পশুব শব্দ-মাত্র শ্রবণে, অদৃশ্যে বাণ ত্যাগ করিয়াও সফল-কাম হইতাম। এইজন্য আমি "শব্দবেধী" বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলাম। বাত্রিকালে অন্ধকাবে জন্তুব শব্দ শুনিয়া তাহার প্রতি বাণ-ত্যাগে আমার বড়ই আনন্দ হইত। বর্ষা-কালে একদা অন্ধকারাচ্ছন্ন বাত্রিতে জল-পানার্থ সবযূ-তীবে সমাগত গজ-মহিষ-মৃগাদি যে-কোন জন্তুব জল-পান-শব্দ শুনিয়া তাহাকে হনন করিব, এই উদ্দেশ্যে আমি সরযূ-তীবে গিয়াছিলাম এবং জল-মধ্যে কুম্ভ ডুবাইলে যেরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ হইতে থাকিলে, উহা জল-ক্রীড়া-রত হস্তীর শব্দ ভাবিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলাম। তখন সেই বাণে বিদ্ধ এক বালকের আর্ত্তনাদ শ্রবণে আমি সেখানে গিয়া দেখি যে, এক তাপস-কুমার আমার বাণে বিদ্ধ হইয়া হাহাকারে কহিতেছেন—কে এমন নৃশংস থাকিতে পারে যে, আমার মত নিরপরাধ তাপসের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল! আমি নিজে মরিলাম, তাহাতে দুঃখ করি না। এই বাণে আমার সহিত আমার অন্ধ পিতা-

মাতাও মবিলেন, ইহাতেই আমি শোক-পীড়িত হইতেছি। তাঁহাবা বৃদ্ধ, জবা-গ্রস্ত ও অন্ধ। আমি তাঁহাদেব এক-মাত্র পুত্র ও যষ্টি-স্বরূপ। আজ তাঁহাদেব জন্য পানীয় জল লইতে আসিযাছিলাম। হায়। তাঁহাবা হয় ত জলাভাবেই প্রাণত্যাগ কবিবেন। আমি মবিলে তাঁহাদেব ভবণ-পোষণই বা কে কবিবে? আহা। এক বাণে আমবা তিনজনেই মবিলাম। কোন্ অপবিত্র চেতা ও মূঢ় এমন কার্য্য কবিল?

এইরূপ বিলাপ কবিতে কবিতে, সেই তাপস কুমাব, ধনুর্ব্বাণ ধাবী আমাকে দেখিতে পাইযা এবং আমাব পবিচয় অবগত হইয়া পুনবায় পিতা-মাতাব জন্য বিলাপ কবিতে কবিতে কহিলেন—বাঘব। আমাব পিতা শাপানলে আপনাকে দগ্ধ কবিবাব পূর্ব্বেই আপনি স্বযং তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান কবিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এই বলিযা কিছুক্ষণ পবেই ঋষি কুমাব প্রাণত্যাগ কবিলেন।

তখন আমি সেই ঘটে জল লইয়া তাপস কুমাবেব পিতাব কাছে গমন কবিলাম। তাঁহাবা পুত্রেব জল-আনযনে বিলম্ব দেখিযা চিন্তিত-চিত্তে পবস্পব কথা কহিতেছেন, এমন সমযে আমাব পদশব্দ শুনিয়া তাঁহাবা বলিলেন—পুত্র। আজ তোমাব এত বিলম্ব হইল কেন? তুমিই আমাদেব দৃষ্টি ও গতি। এখনও কথা কহিতেছ না কেন?

তখন আমি ভীত চিত্তে তাঁহাদেব সন্নিকট হইযা বলিলাম—মহাত্মন্। আমি আপনাদেব পুত্র নহি। আমি ক্ষত্রিয়, আমাব নাম দশবথ। দুবদৃষ্ট বশে আমাব দ্বাবা এক গর্হিত কর্ম্ম সাধিত হইয়াছে। আপনাদেব পুত্র শূন্য-কুম্ভ জলে ডুবাইয়া উহা পূর্ণ কবিতেছিলেন। অন্ধকাবে দূব হইতে আমি সেই কুম্ভ-পূবণ-শব্দকে হস্তী-শব্দ ভাবিয়া, সেই শব্দ লক্ষে বাণ ত্যাগ কবি। সেই বাণেই আপনাদেব পুত্র নিহত হইয়াছেন। অজ্ঞান-বশতঃই আমার দ্বাবা এই ঘোর পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমি সমস্তই নিবেদন কবিলাম। এখন আমাব প্রতি আপনাব আদেশ শিবোধার্য্য।

অন্ধ-মুনি তখন কহিলেন—মহারাজ! তুমি স্বয়ং আসিয়া নিজ-কৃত পাপ-কর্ম্মের জন্য ক্ষমা চাহিতেছ, নতুবা ব্রহ্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন মুনি-ব্রতাবলম্বীর প্রতি শস্ত্রাঘাতের জন্য তোমার শির এখনই শতধা বিদীর্ণ হইত এবং তোমার বংশও লোপ পাইত। যাহা হউক, তুমি আমাদিগকে মৃত পুত্রের কাছে লইয়া চল।

আমি তাহাই করিলে, তাঁহারা পুত্রের উদ্দেশে বহু বিলাপ করিয়া শব-দেহের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন এবং মুনি তৎপরে বলিলেন—রাজন্! আমরা উভয়ে চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। এই প্রাণত্যাগ-কালে আমার পুত্রের জন্য যেমন মনোদুঃখ হইতেছে, তুমিও পুত্র-বিরহে প্রাণত্যাগ-কালে এইরূপ দুঃখ পাইবে। আমার প্রতি এই শাপ প্রদান করিয়া অন্ধ মুনি ভার্য্যার সহিত চিতারোহণ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

কৌশল্যাকে এই কথা বলিয়া, দশরথ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ব্বকৃত পাপে ও মুনির শাপে পুত্র-বিরহ-জনিত এই অসহ্য কষ্ট পাইতেছেন, অতএব তাঁহার মৃত্যু সন্নিকট, এইরূপ ভাবিতে-ভাবিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

তখন অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণ কৌশল্যা-ভবনে উপস্থিত হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে, কৌশল্যা-দেবী নিজ ক্রোড়ে মৃত স্বামীর মস্তক ধারণ করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে কৈকেয়ীকে বলিলেন—রে দুষ্টে! এতদিনে তোর মনস্কামনা সিদ্ধ হইল, রাম ভার্য্যার সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এখন দশরথও চলিয়া গেলেন এবং সেই সঙ্গে আমিও যাইব। তখন তুই নিষ্কণ্টকে রাজ্য-সুখ ভোগ করিস্। হায়! কুব্জার কুচক্রে চালিতা হইয়া তুই রঘু-কুলের কাল হইলি!

কৌশল্যা ও অন্যান্য মহিলাগণ বহু বিলাপ করিতে থাকিলে, বশিষ্ঠ-প্রমুখ অমাত্য-সকল বিলাপ-কারিণী কৌশল্যা-দেবীকে স্থানান্তরিতা

করাইয়া, দশরথের শবদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে রক্ষা এবং ভরতের আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিলেন।

অযোধ্যায় ভরত

প্রত্যাগত সুমন্ত্রের মুখে রামের বন-বাসের কথা শুনিয়া, অযোধ্যায় সে রজনী অতি দীর্ঘ বলিয়া সকলেরই বোধ হইতেছিল। দশরথ-হীন অযোধ্যায় সেই রজনী প্রভাত হইলে, রাজা-সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম, জাবালি ইত্যাদি মহাযশা ব্রাহ্মণগণ সভাস্থ হইয়া, রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠের সম্মুখে আসীন হইলে সেই সভায় আলোচনা হইতে লাগিল,—দশরথ নাই, রাম ত লক্ষ্মণের সঙ্গে পূর্ব্বেই বনবাসী হইয়াছেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন কেকয়-রাজ্যে বাস করিতেছেন, সুতরাং রাজ্য এখন অরাজক। অরাজকতার মত অনিষ্টকর ইহ-জগতে আর কিছুই নাই। অরাজক দেশে সত্য-ব্যবহার লোপ পায়, কেহ কাহারও বাধ্য থাকে না, নর-নারীগণ ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পায় না, ব্যবসায়-বাণিজ্য নষ্ট হয়, উৎসবাদি বন্ধ হয়, কলাবিদ্যা লোপ পায়, যোগী, ঋষি ও মুনিগণ দেশ হইতে পলায়ন করেন। অরাজক দেশে কেহ কাহারও পালক নহে, সকলেই সকলের ভক্ষক। অরাজক দেশে ভৃত্যই প্রভু, চৌরই প্রতাপশালী ও নাস্তিকই সম্মানিত হইয়া থাকে। এইরূপে তাঁহারা পৃথক্-পৃথক্-ভাবে অরাজকতার দোষ কীর্ত্তন করিয়া, কোন-এক ইক্ষ্বাকু-নন্দনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বশিষ্ঠকে অনুরোধ করিলেন।

তাঁহাদের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠ কহিলেন—দশরথ ভরতকেই রাজা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ভরত এখন ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত মাতুলালয়ে রহিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে এখানে আনিবার জন্য সত্বর দ্রুতগামী অশ্বারোহণে দূত পাঠান হউক্। এ বিষয়ে এখন আর-কিছু করিবার নাই।

বশিষ্ঠের এই যুক্তি-যুক্ত প্রস্তাবে, সকলে "তথাস্তু" বলিলে, তখনই সুদক্ষ দূতগণ প্রেরিত হইল। তাহারা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক বহুগ্রাম, নগর ও জনপদ-সকল অতিক্রম করিয়া এবং বহু নদ-নদী উত্তীর্ণ হইয়া সেই রাত্রি-মধ্যেই কেকয়-রাজের রাজধানী গিবিব্রজপুরে উপস্থিত হইল।

ইহারই পূর্ব্ব রজনীতে ভরত তাঁহার পিতা-সম্বন্ধে এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সমস্ত দিন সেই চিন্তায় বিষণ্ণ ছিলেন। এমন সময়ে, অযোধ্যা হইতে দূতগণ আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি অতি-ব্যস্তে তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার পিতা দশরথের কুশল ত? রাম ও লক্ষ্মণ কেমন আছেন? ধর্ম্ম-নিরতা রাম-জননী আর্য্যা কৌশল্যা-দেবী আর লক্ষ্মণ ও-শত্রুঘ্ন-জননী সুমিত্রা-দেবী, ইহাদের মঙ্গল ত? আর মদীয় জননী কৈকেয়ী-দেবী সুস্থা আছেন ত?

ভরত আশঙ্কিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলে, দূতগণ কার্য্য-হানির আশঙ্কায় প্রকৃত-কথা গোপন করিয়া উত্তর করিল—হে নর-ব্যাঘ্র! আপনি যাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। সম্প্রতি রাজ-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিতে উদ্যতা। আপনি শীঘ্র রথ-যোজনার আদেশ করুন্।

তখন ভরত, মাতামহের নিকট অনুমতি লইয়া রথারোহণে দূতগণ-সহ অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অষ্টম দিবসে তিনি অযোধ্যা-নগরীর সমীপবর্ত্তী হইলে কৌতূহলান্বিত হইয়া সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সারথে! রাজর্ষি-পালিতা অযোধ্যা-নগরী এমন আনন্দহীনা বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? যে নগরীর কোলাহল ও আনন্দ-ধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইত, আজ সেই নগরী এমন নিস্তব্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে কেন? আমি অনুমান করিতেছি, রাজ্যে কোনরূপ ভীষণ অমঙ্গল ঘটিয়াছে!

নগরে প্রবেশ করিয়া ভরত আরও-বিষাদ-গ্রস্ত হইলেন। যাইতে-যাইতে ভরত দেখিলেন, গৃহস্থদিগের গৃহদ্বার-সকল এবং পথ-সকল

অমার্জ্জিত ও ধূলি-ব্যাপ্ত। কোথাও অগুরু-ধূপাদির সুগন্ধ নাই, দেবালয়-সমূহ পুষ্পমাল্য-হীন, জনতাহীন ও শ্রীভ্রষ্ট এবং নরনারী-সকলেই অপ্রসন্ন ও দৈন্য-ভাবাপন্ন। ঘোরতর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া ভরত রাজ-পুরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাজ-পুরীর অবস্থা আরও শোচনীয়। তখন চিন্তাব্যাকুল চিত্তে ভরত পিতৃভবনে পিতাকে না দেখিয়া, স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলে, কৈকেয়ী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কৈকেয়ী ভরতকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিলে, ভরত যথাযথ উত্তর দিয়া ব্যাকুল-চিত্তে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতঃ! আমি পিতাকে দেখিবার জন্য প্রথমে এইখানেই আসিলাম। তিনি কি কৌশল্যা-মাতার গৃহে আছেন? তিনি ভাল আছেন ত?

তখন রাজ্যলোভ মোহিতা কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় সংবাদ ভরত প্রিয়বৎ মনে করিবেন ভাবিয়া উত্তর করিলেন—পুত্র! অন্তে সকলেই যে গতি প্রাপ্ত হয়, তোমার পিতা সেই গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জননীর মুখে এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া ভরত ভূমিতলে পড়িয়া পিতার জন্য বিলাপ করিতে-করিতে কহিলেন—আমি মাতুলালয় হইতে যাত্রা করিবার সময়ে মনে-মনে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম যে, রামকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া পিতা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু সেই হিতাকাঙ্ক্ষী পিতা এখন কোথায়! রাম-লক্ষ্মণ তাঁহার সৎকার করিয়া ধন্য হইয়াছেন। কেবল আমিই প্রকৃত ভাগ্যহীন! আর, আমার প্রতি পরম স্নেহশীল রামই বা কোথায়? বোধ হয়, তিনি আমার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করেন নাই। মৃত্যুকালে পিতা কি উপদেশাদি দিয়া গিয়াছেন, তাহাও শুনিতে ইচ্ছা করি। ভরত এই-সকল বার্ত্তা শুনিতে চাহিলে, কৈকেয়ী যথার্থই বলিলেন—তোমার পিতা মৃত্যুকালে "হা রাম" "হা লক্ষ্মণ," "হা সীতে" বলিয়া বিলাপ করিতে-করিতে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কেবলই এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন—

যাহারা লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত রামকে প্রত্যাগত দেখিবে, তাহারাই ধন্য। চতুরা কৈকেয়ীর কথা-মধ্যে আর-একটী দুঃসংবাদের আভাস পাইয়া, ভরত বিষণ্ণ-বদনে পুনরায় জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই ধর্ম্মাত্মা রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় গিয়াছেন ?

ভরতের পক্ষে প্রিয়-সংবাদ জ্ঞান করিয়া কৈকেয়ী অম্লান-বদনে ঐ প্রশ্নের উত্তরে কহিলেন—পুত্র ! রাম, চীর পরিধান করিয়া লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন। কৈকেয়ীর মুখে এই অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া, নির্ম্মল রাম-চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইয়া ভরত প্রশ্ন করিলেন—জননি ! রাম কোন ব্রাহ্মণের ধন হরণ বা কোন নিষ্পাপ বা দরিদ্র ব্যক্তিকে হিংসা করেন নাই ত ? অথবা কোন পর-স্ত্রীর প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করেন নাই ত ? তবে সেই অপাপবিদ্ধ ও ধার্ম্মিক রামকে পিতা নির্ব্বাসিত করিলেন কেন ?

বিস্ময়ান্বিত ভরতের এই প্রশ্নের উত্তরে কৈকেয়ী কহিলেন,—না, রাম কোন পাপই করেন নাই। ঐ-সব পাপ বা কোন পাপকার্য্য রামের দ্বারা সম্ভাবিতও নয়। বহু পূর্ব্ব হইতে মহারাজা আমাকে দুইটী বর-দানে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তিনি রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিতে থাকিলে, আমি সেই দুইটী বর লইতে প্রার্থনা করি। এক বরে তোমার রাজ্যাভিষেক এবং দ্বিতীয় বরে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রামের বন-বাস। সত্যবাদী মহারাজা তাহাতে স্বীকৃত হইলে, রাম পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু বন-গমন স্বীকার করিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতা স্বেচ্ছায় রামের অনুগমন করিয়াছেন। এখন তুমি বিচলিত হইও না। পিতার জন্য শোক সংবরণ করিয়া যথাবিধি তাঁহার প্রেত-সৎকার সম্পাদন কর এবং তৎপরে রাজ্যাভিষিক্ত হও।

তখন ভরত, সমস্ত ব্যাপারই যে তাঁহার জননী কৈকেয়ী কর্ত্তৃক সংঘটিত, তাহা বুঝিতে পারিয়া দুঃখে, শোকে ও ক্রোধে অতিশয় বিচলিত

হইলেন। তিনি কৈকেয়ীকে কহিলেন—অয়ি নৃশংসে! তুমি রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া দশরথকে নিহত করিয়াছ! আমিও তোমা কর্তৃক নিহত হইলাম! হায়! পিতা অগ্নি-গর্ভ অঙ্গার আলিঙ্গন করিয়া দগ্ধ হইলেন! তুমি কাল-রাত্রির ন্যায় আসিয়া এই মহান্ বংশ ধ্বংস করিলে! এই বংশে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী এবং অন্য ভ্রাতাগণ তাঁহার আদেশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। অন্যান্য রাজকুলেও এইরূপ। রাজকন্যা হইয়াও তবে তোমার এ কুবুদ্ধি কেন হইল? যাহা হউক, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব না। আমি সেই বনবাসী স্বজন-প্রিয় রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দাস-ভাবে তাঁহারই সেবা করিব। অয়ি নৃশংস-চরিতে! তুমি রাজ্যলোভে ধর্ম্মভ্রষ্টা হইয়াছ! তুমি আমার মাতৃরূপিণী শত্রু! তুমি আমাকে পিতৃহীন, ভ্রাতৃদ্বয়-পরিত্যক্ত ও সর্ব্বজনের অপ্রিয় করিয়া তোমার পাপভার আমাকে দিয়া বহন করাইতে ইচ্ছা করিয়াছ! ধিক্ এমন জননীকে!

এই সময়ে ভরতের বিলাপ-ধ্বনি শুনিয়া শোক-ক্লিষ্টা কৌশল্যা-দেবী অতি কষ্টে ভরতের কাছে আসিয়া ভর্ৎসনাত্মক বিলাপ করিতে থাকিলেন। নিরপরাধ ভরত কৌশল্যা-মাতার বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া, তাঁহার চরণ-স্পর্শ পূর্ব্বক বলিলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার কোন অপরাধ থাকা ত দূরের কথা, এরূপ বিষম ও বিসদৃশ ব্যাপার যে এখানে সংঘটিত হইয়াছে, তিনি তাহার আভাস পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। এই বলিতে-বলিতে ভরত আবেগ-ভরে এ বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞতাকে কৌশল্যা-মাতার কাছে দৃঢ় করিবার জন্য নানাবিধ কঠোর ও কঠিন শপথ এবং যাহার প্ররোচনায় রামের রাজ্যাভিষেকের পরিবর্ত্তে বনবাস ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি ভীষণ-ভীষণ পাপের আরোপ, করিতে থাকিলেন। তখন কৌশল্যা-দেবী ভরতকে কহিলেন—বৎস! তুমি আর শপথ করিয়া আমাকে পীড়িতা করিও না। তুমি যে ধর্ম্ম হইতে অণুমাত্র বিচলিত হও নাই, ইহাই আমার পরম

সৌভাগ্য। এই বলিয়া কৌশল্যা-দেবী ভরতকে ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভবতের আগমন-বার্ত্তা পাইয়া বশিষ্ঠ আসিলেন এবং ভবতকে বলিলেন—হে রাজপুত্র! শোক কবিও না। মহাবাজার প্রেত-সংস্কার এখনও হয় নাই। শীঘ্র তাহাই সম্পাদন কর।

বশিষ্ঠেব কথায় ভবত পিতার প্রেত-কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। তখন বাজোচিত সমাবোহে দশবথেব প্রেত-ক্রিয়া নিষ্পন্ন এবং দশ-দিবসান্তে তাঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

এই সময়ে একদিন ভরতেব কাছে শত্রুঘ্ন রামের জন্য বিলাপ করিতে-কবিতে উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—রাম পিতৃ-আজ্ঞায় বন-বাস স্বীকার কবিলেও তেজস্বী লক্ষ্মণ পিতাকে নিগৃহীত করিলেন না কেন? যে বাজা বমণীর বশীভূত হইয়া উন্মার্গগামী হয়, তাহার নিগ্রহ কবাই ত উচিত ছিল।

এমন সময়ে নানা ভূষণে ভূষিতা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন-লিপ্তা, কুরূপা কুব্জা বজ্জুবদ্ধা বানরীব ন্যায় দ্বাবদেশে আসিয়া দাঁড়াইলে, প্রতিহাবী তাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নেব সম্মুখে আনিয়া কহিল—প্রভো! এই পাপীয়সীই সকল অনর্থের মূল। ইহাবই মন্ত্রণায় চালিতা হইয়া কৈকেয়ী-দেবী মহান্ শুভ সময়ে এক ভয়ঙ্কব অশুভ ঘটনা ঘটাইয়াছেন। আপনি ইহার যথোচিত নিগ্রহ করুন্। তখন ক্রোধান্ধ শত্রুঘ্নকে মন্থরা-নিগ্রহে উদ্যত দেখিয়া ভরত কহিলেন,—ভ্রাতঃ! রমণী-মাত্রেই অবধ্যা। অতএব ক্ষান্ত হও। বাম আমাকে মাতৃঘাতী বলিয়া ঘৃণা কবিবেন, শুধু এই ভয়েই আমি কৈকেয়ীকে হনন কবিতেছি না। আমবা কুব্জাব নিগ্রহ কবিয়াছি শুনিলেও বাম আমাদের সহিত কথা কহিবেন না। অতএব তুমি নিবৃত্ত হও।

দশরথের মৃত্যুর পরে চতুর্দ্দশ দিবসে অভিষেকের আয়োজন প্রস্তুত হইলে, অমাত্যগণ ভরতের-সমীপে গিয়া নিবেদন করিলেন—হে রাজ-

নন্দন ! অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে। আপনার দর্শনার্থী হইয়া পৌর-জন-সকল আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অতএব আপনি আসিয়া রাজপদে অভিষিক্ত হউন।

তখন দৃঢ়-ব্রত ভরত অভিষেক-স্থলে গিয়া সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—এই বংশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই রাজ্যাধিকারী। আমি বনে গিয়া রামকে ফিরাইয়া আনিব। তিনিই আপনাদের রাজা হইবেন। অতএব তাঁহাকে আনিবার জন্য অবিলম্বে চতুরঙ্গ সেনা সজ্জিত হউক এবং পথ প্রস্তুত করিবার জন্য উপযুক্ত লোক-সকল এখনই প্রেরিত হউক।

অভিষেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট দিবসে প্রাতে স্তুতি-বাদকেরা স্তুতি গান করিতে এবং দুন্দুভি নিনাদিত হইতে, থাকিল। ইহাতে ভরত আরও শোক-সন্তপ্ত হইয়া, বারংবার "আমি রাজা নহি, "আমি রাজা নহি" বলিয়া সে-সব বন্ধ করিতে আদেশ করিলেন। পরে ভরত অভিষেক-সভায় গিয়া দেখিলেন, আর্য্যগণ-বেষ্টিত বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিতা সভা পূর্ণিমা রজনীর শোভা ধারণ করিয়াছে। ভরত সেই সভায় উপস্থিত হইলে, বশিষ্ঠ কহিলেন—বৎস ! দশরথ, বাক্য দ্বারা তোমাকে তাঁহার এই রাজ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই বাক্য রক্ষার জন্য তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাম তাহা তোমাকে দিয়া বন-গমন করিয়াছেন। অতএব, এখন তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য পালন কর।

তখন ভরত কহিলেন—চিরাচরিত প্রথা আমি কেমন করিয়া ভঙ্গ করিব ? দশরথের মৃত্যুতে এ রাজ্য তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামের। সুতরাং আমি অন্যের, বিশেষতঃ রামের এই রাজ্য কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। তাহা করিলে, আমি এই নিষ্কলঙ্ক কুলের কলঙ্ক বলিয়া ঘোষিত হইব। অরণ্যস্থ সেই রামই এ রাজ্যের রাজা। এই বলিয়া ভরত, রামের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ভরত আরও কহিলেন—আমাদের গম্য পথ প্রস্তুত

করিবার জন্য লোক-সকল প্রেরিত হইয়াছে। আমি কল্যই রামোদ্দেশে বন-যাত্রা করিব

সভাস্থ সকলে একেই রামের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাহার উপরে ভরতের মুখে এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা শুনিয়া আনন্দে বিগলিত হইলেন। তখন ভরত, সুমন্ত্রকে রথাদি প্রস্তুত করণে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন।

রামোদ্দেশে ভরতের গমন

রামকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য ভরত যাত্রা করিবেন, শুনিয়া সকলেই আনন্দিত এবং যথাযোগ্য আয়োজনাদি সম্পাদিত, হইল। ব্রাহ্মণগণ, পুরোহিতগণ, এক লক্ষ অশ্বারোহী এবং অন্যান্য লোকজন, রাজ-পুরীর মহিলাদিগের মধ্যে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী-দেবী, সকলেই রাম-দর্শনের জন্য ব্যগ্র হইয়া বন-যাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন। পরদিন ভরত ও অন্যান্য সকলে শুভ-যাত্রা করিয়া অচিরে রাম-সখা গুহের শাসিত শৃঙ্গবের-পুরে উপস্থিত হইলেন। সে-দিন ভরতের আদেশে সেই গঙ্গাতীরস্থ মনোরম স্থানেই সকলের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

এদিকে রথ-অশ্ব-গজ-সম্বলিত অপূর্ব্ব সেনা-বাহিনীর আগমন দেখিয়া জ্ঞাতি-বেষ্টিত গুহ ভাবিলেন, ভরত সম্প্রতি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য রামের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। রামকে হনন করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে এই অভিযান যাহাতে গঙ্গা-পার হইতে না পারে, তাহার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কিন্তু যদি ভরতের কোন কু-অভিপ্রায় না থাকে, তাহা হইলে বরং তাঁহাদের গঙ্গা-পারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই উচিত। এই দুই প্রকার ব্যবস্থার আদেশ করিয়া, গুহ যথাযোগ্য উপহার-দ্রব্য লইয়া ভরতকে সম্বর্দ্ধনা করিতে গেলে, সুমন্ত্র দূর হইতে গুহকে দেখিয়া ভরতের কাছে গুহের পরিচয় প্রদান করিল।

সুমন্ত্র ভরতকে বলিল, নিষাদ-জাতীয় গুহ এ প্রদেশের রাজা ও রামের সখা। এ প্রদেশ গুহের সুপরিচিত। সুতরাং রাম এখন কোথায় আছেন, গুহের কাছে সে সংবাদ নিশ্চিতই পাওয়া যাইবে।

গুহের পরিচয় পাইয়া ভরত গুহকে তাঁহার নিকট আসিতে অনুমতি দিলে, গুহ যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক ভরতের সম্মুখীন হইয়া নিবেদন করিলেন - মহারাজ! সৈন্য-সামন্ত-সহ আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব। আপনাদের প্রয়োজনীয় সকল-দ্রব্য ও আয়োজনই প্রস্তুত আছে।

ভরত, গুহের আতিথ্য স্বীকার করিয়া কহিলেন - রাম আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃ-তুল্য। আমার অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির ব্যাঘাত ও বন-বাস সংঘটিত হইয়াছে। রামই প্রকৃত রাজ্যাধিকারী। সুতরাং তাঁহাকে বন-বাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্যই আমি অযোধ্যা হইতে আসিয়াছি! তুমি আমার সহায় হও। সৈন্য-সঙ্গে আমার আগমনে তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কিত হইও না।

ভরতের মুখে এই মহদভিপ্রায় অবগত হইয়া গুহ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং কহিলেন—মহাভাগ! আপনি অসাধারণ স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ। বিনা যত্নে রাজ্য পাইয়াও আপনি শুধু ধর্ম্মানুরোধে তাহা গ্রহণ করিতেছেন না, পরন্তু রামকেই রাজা করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। অতএব আপনি ধন্য! জগতে চিরদিন আপনার যশ ঘোষিত হইতে থাকিবে।

এই বলিয়া গুহ, রাম-লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার যে-সব কথা হইয়াছিল, রাম কোথায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই-সব আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া ভরতকে শুনাইলেন। গুহ আরও বলিলেন যে, তিনি রামকে এইখানেই থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যার এত নিকটে থাকিলে সর্ব্বদাই তাঁহাকে ও সীতাকে দেখিতে লোক-সকল আসিতে থাকিবে, এই

আশঙ্কায় তাঁহারা দূর বনে যাইতে অভিলাষী হইয়া এইখানে বসিয়া জটা-ধারণ পূর্ব্বক চিত্রকূটে চলিয়া গেলেন।

গুহের কাছে রাম-সম্বন্ধে কথাগুলি শুনিয়া, রাম ও সীতা যেখানে রাত্রিতে শয়ন করিয়াছিলেন, অমাত্যগণের সহিত ভরত বৃক্ষতলে সেই তৃণশয্যা দেখিলেন এবং কৌশল্যা-দেবীকেও দেখাইলেন। যিনি রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং যিনি তাঁহার পুত্র-বধূ, তাঁহারা বৃক্ষতলে তৃণ-শয্যায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন এবং কেবল এক রাত্রির জন্য নহে, তাঁহারা যেখানে আছেন, সেইখানে প্রতি রাত্রিতে তৃণাস্তরিত-ভূমি-শয্যায় শয়ন করিতেছেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসর কাল এইরূপই করিতে থাকিবেন, এই ভাবিয়া সকলেই অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন। ভরতের মনও বিচলিত ও বৈরাগ্য-ভাবান্বিত হইয়া উঠিল।

সেইখানে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রত্যূষে ভরত গমনোদ্যত হইলে গুহের ব্যবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্য-সামন্ত-সমেত গঙ্গা পার হইয়া তাঁহারা ভরদ্বাজের আশ্রম অভিমুখে যাইতে থাকিলেন। অনতি-বিলম্বে তাঁহারা প্রয়াগে উপস্থিত হইলে, পাছে আশ্রম-পীড়া হয়, সেইজন্য প্রয়াগের বনে অশ্ব গজাদি ও সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া ভরত অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষৌম-বসন পরিধান করিয়া এবং পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে করিয়া ভরদ্বাজ-মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভরদ্বাজ প্রথমে বশিষ্ঠের সম্মাননা করিয়া, পরে অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে এবং ভরতকে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি রাজ্য-প্রাপ্ত হইয়া অকণ্টকে তাহা ভোগ করিবার নিমিত্ত রামের অনিষ্ট-কামনা করিতেছ না ত?

ভরদ্বাজের প্রশ্নে ভরত, অতি দীন-ভাবে উত্তর করিলেন—ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে আমার জীবন-ধারণে ধিক্! আমি এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলাম না এবং রাম জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা হইয়াও রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত, পরন্তু বনবাসী হইবেন,

ইহা আমার স্বপ্নেব অতীত। এইজন্য আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া বন-বাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার আশায় তাঁহাব চবণ-দর্শনার্থ বনে আসিয়াছি। বাম এখন কোথায় আছেন, আমাকে বলুন। আমি শীঘ্র সেই-খানে যাইতে ইচ্ছা করি।

ভবদ্বাজেব প্রশ্নে ভবত হয়ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন কবিবাব নিমিত্ত ভবদ্বাজ কহিলেন,—হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! তুমি রঘুকুলে জন্মিয়াছ। সুতবাং গুরু-সেবা, ইন্দ্রিয়-দমন ও সাধু-জনের অনুগমন, এই তিন গুণই তোমাতে সম্ভব। তবু আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত তোমাকে ঐরূপ প্রশ্ন কবিয়াছিলাম। রাম এখন লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত চিত্রকূট-পর্ব্বতে অবস্থান কবিতেছেন। তুমি আজ এখানে আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। কল্য প্রাতে চিত্রকূটে গমন কবিও।

ভরদ্বাজের ইচ্ছানুসারে ভবত স্বজনের সহিত সেদিন মুনিব আতিথ্য গ্রহণ করিলে, ভবদ্বাজ ভরতেব মাতৃগণকে দেখিতে চাহিলেন। তখন ভবত, জ্যেষ্ঠ-মাতা বাম-জননী কৌশল্যা-দেবীব গুণগান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মুনির পবিচয় করাইযা, পরে মধ্যম-মাতা লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রাব সহিত মুনির পবিচয় কবাইলেন। সর্ব্বশেষে, ভবত ক্ষোভে ও রোষে গদ্‌গদ বাক্যে ও আবক্ত-লোচনে নিজ-জননীব নানা দোষ কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকেও মুনির সহিত পরিচিত কবাইলেন।

তখন মুনিবব ভবতকে শান্ত কবিবার নিমিত্ত কহিলেন—ভরত! তুমি কৈকেয়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার জননী কু-অভিপ্রায়ে যে কুকার্য্য কবিয়াছেন, তাহার ফল শুভই হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসর রাম বনবাসে থাকিলে, তাঁহার দ্বাবা দেবতা ও ঋষিদিগের বাঞ্ছনীয় অনেক হিতকার্য্য সাধিত হইবে।

মুনিব কাছে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক ভরত সৈন্যগণকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিয়া চিত্রকূট-পর্ব্বতে গমনার্থ প্রস্তুত হইলেন। অবিলম্বে সেই

বিপুল সেনা বাহিনী ও অন্যান্য সকলে রাম-দর্শনার্থ সহর্ষে গমন করিতে থাকিল। দুর্গম ও নিস্তব্ধ কানন-মধ্যে সহসা অসংখ্য লোকজনের ও অশ্ব-গজ-রথাদির কলরবে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিলে মৃগ-পশু-পক্ষীগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে থাকিল। এইরূপে বহুদূর গমন করিবার পরে, তাঁহারা মন্দাকিনী-শোভিত চিত্রকূটে উপস্থিত হইলে, পাছে আশ্রম-পীড়া হয়, এইজন্য ভরতের আদেশে সৈন্যগণ ও অশ্ব-গজ-রথাদি দূরেই অবস্থান করিতে থাকিল।

চিত্রকূটে ভরত

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত মনোহর চিত্রকূটের সুখ-বাসে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া অযোধ্যাব রাজ-সুখও তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছিলেন। সীতাকে সঙ্গে লইয়া রাম যখন হংস-সারস-সেবিতা, কুসুমিত বনরাজি-শোভিতা, বিচিত্র-পুলিনা মন্দাকিনীব সৌন্দর্য্য উপভোগ কবিতেন, তখন তিনি সীতাকে বলিতেন—প্রিয়ে, ঐ দেখ মন্দাকিনীব তীর্থে মৃগ সকল জল-ক্রীড়া করিতে:ছ, ঐ দেখ ঋষিগণ অবগাহন পূর্ব্বক উপাসনা করিতে-ছেন, ঐ দেখ মধুব-ভাষী চক্রবাক্ সকল তটারোহণ করিতেছে। এই সব দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হয়। তুমি এই পর্ব্বতকে অযোধ্যা, জন্তুদিগকে পৌরজন এবং এই মনোরমা মন্দাকিনীকে সরযূ জ্ঞান কবিতে থাক। কল্যাণি! লক্ষ্মণ নিয়ত আমাব সেবায় নিযুক্ত, তুমিও আমার অনুকূলা ভার্য্যা। আমি তোমাদেব সহিত এই চিত্রকূটে বাস, এই মন্দাকিনীতে ত্রিসন্ধ্যায় স্নান এবং এই বনানীব ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া অযোধ্যা-রাজ্যের স্পৃহা করিনা।

এইরূপে তাঁহারা চিত্রকূটে সুখে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন রাম দূরাগত কোলাহল শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ এক শাল-বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক দূরে বিপুল সেনা-বাহিনী

ও অশ্ব-রথ-গজাদি দর্শন করিয়া রামকে কহিলেন—আর্য্য! অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহা-মধ্যে থাকিতে বলুন্ এবং ধনুর্ব্বাণাদি প্রস্তুত রাখুন্। কৈকেয়ী-নন্দন ভরত নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে হনন করিতে আসিতেছে। যাহার কারণে আপনি রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী, সেই ভরতকে হনন করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। শুধু তাহাকে কেন, আমি কুব্জার সহিত কৈকেয়ীকেও বধ করিয়া পৃথিবীর পাপ মোচন করিব।

তখন ভরতের প্রতি লক্ষ্মণের এইরূপ ক্রোধান্বিত ভাব দেখিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত রাম কহিলেন—লক্ষ্মণ! ভরত যদি সদল-বলে ও উৎসাহে এখানে আসেন, তাহা হইলে আমাদের ধনুতেই বা কি করিবে, আর অসি চর্ম্মতেই বা কি করিবে? আমি পিতৃ-সত্য পালনে ব্রতী, সুতরাং ভরতকে নিহত করিয়া অপবাদের সহিত রাজ্য-গ্রহণ করিতে কোনমতেই ইচ্ছা করি না। বান্ধবগণের বা মিত্রগণের নাশে যাহা লাভ করিতে হয়, তাহা বিষ-মিশ্রিত খাদ্য-স্বরূপ। তোমাদের জন্যই আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম প্রার্থনা করি। সুতরাং ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া, রাজত্ব দূরের কথা, আমি ইন্দ্রত্বও বাঞ্ছা করি না। আমার মনে হয়, ভরত অযোধ্যায় আসিয়া, আমাদের বন-বাস শ্রবণে ব্যথিত হইয়া সদভিপ্রায়েই এখানে আসিতেছেন। ভরত পূর্ব্বে কখনও তোমার, কি, আমার সহিত অপ্রিয় ব্যবহার করেন নাই। তবে কেন তুমি তাঁহার প্রতি এরূপ দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছ? রামের কথায় লক্ষ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—বোধ হয় পিতাই আমাদিগেকে দেখিতে আসিতেছেন। লক্ষ্মণের লজ্জা নিবারণের নিমিত্ত রাম ঐ কথার অনুমোদন করিলে, লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া রামের কাছে আসিলেন।

এদিকে ভরতের ইচ্ছানুসারে সৈন্যাদি দূরে অবস্থিত হইলে, বহু-নিষাদ-বেষ্টিত গুহ সেই বিস্তৃত বন-মধ্যে রামাশ্রমের সন্ধান করিতে থাকিল। ভরত নিজেও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রামাশ্রমের চিহ্ন দর্শন

করিয়া, মাতৃগণকে আনয়নের ভার আচার্য্য বশিষ্ঠের উপরে দিয়া, স্বয়ং রাম-দর্শনে প্রস্থিত হইলেন। শত্রুঘ্ন, রামকে দেখিতে ব্যগ্র হইয়া ভরতের অনুগমন করিতে থাকিলেন এবং সুমন্ত্র, শত্রুঘ্নের অনুগমন করিল। অনতিবিলম্বে রামের পর্ণ-কুটীর দৃষ্টি-গোচর হইলে, ভরত দেখিলেন, উটজ-প্রাঙ্গণে জটা-জূটধারী রাম এবং তাঁহার নিকটে লক্ষ্মণ ও সীতা যজ্ঞ-ভূমিতলে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া ভরতের মন এরূপ আবেগাচ্ছন্ন হইল যে, তিনি তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া, কেবল "আর্য্য" বলিয়া সম্বোধন ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না এবং রাম-চরণ স্পর্শ করিতে গিয়া, বাষ্পাকুল-লোচনে চরণ-প্রাপ্ত না হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইলেন। শত্রুঘ্ন রোদন করিতে-করিতে রামের চরণ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন। এই সময়ে গুহ ও সুমন্ত্র আসিলে, দিবাকর ও নিশাকর যেমন শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হয়, সেইরূপ রাম ও লক্ষ্মণ তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

চীর-বসন-পরিহিত ও জটাধারী, * বিবর্ণ ও বিষণ্ণ ভরতকে দেখিয়া রাম সস্নেহে তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি যে অরণ্যে আসিলে! পিতা কোথায়? তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহার সেবা ত্যাগ করিয়া, তুমি এখানে আসিতে পারিতে না। তিনি সহসা পরলোকে গমন করেন নাই ত? তুমি অপরিণত-বুদ্ধি বালক, তোমার হস্ত হইতে রাজ্য চিরকালের জন্য নষ্ট হয় নাই ত? তুমি মাতৃগণের প্রতি

---

* শৃঙ্গবের-পুরে ভরত, গুহের মুখে রামের জটা-ধারণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন—আজি হইতে আমিও জটা ও চীর-ধারী হইয়া এবং ফল-মূল আহার করিয়া ভূমিতে তৃণ-শয্যায় শয়ন করিতে থাকিব। ইহার পরে তিনি যখন ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে গিয়াছিলেন, তখন ক্ষৌম-বাসের উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় যে, ভরদ্বাজের নিকট বিদায় লইয়া যখন তিনি চিত্রকূট-পর্ব্বত যাত্রা করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার জটা ও চীর ধারণ করা সম্ভব।

প্রসন্ন আছ ত ? তোমার রাজ্য-প্রাপ্তিতে ও আমার বন-বাসে তোমার জননী কৈকেয়ী-দেবী সুখী হইয়াছেন ত ? এইরূপে রাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্নচ্ছলে রাজ-ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া অবশেষে কহিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি কি জন্য চীর-পরিধান ও জটা-ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে আসিয়াছ, আমাকে বল।

স্নেহশীল রামের এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া, ভরত কহিলেন—আর্য্য! আমার জননীর কথায় পিতা চিরাচরিত রাজ-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনুতাপ করিতে-করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার জননী বুদ্ধি-ভ্রংশ হেতু যে অপযশস্কর কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ফলে আমার রাজ্য-লাভের সুখ ত তাঁহার ঘটিলই না, পরন্তু তাঁহাকে ইহলোকে বৈধব্য-যন্ত্রণা পাইতে হইতেছে এবং পরলোকে নরক-যন্ত্রণা পাইতে হইবে। এখন আমার ইচ্ছা এবং আপনার গুরুজন-সকলের ইচ্ছা এই যে, অদ্যই আপনি রাজ্যাভিষিক্ত হউন্। অমাত্যবর্গ-সহ আমি অবনত-মস্তকে আপনার চরণে এই অনুরোধ নিবেদন করিতেছি। ধর্ম্মতঃ, এ রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী আপনি এবং আপনি রাজ্য গ্রহণ করিলে, সুহৃদ্বর্গ সকলেই পরম সুখী হইবেন। শারদীয়া রজনী যেমন বিমল চন্দ্রে শোভিতা হয়েন, আপনাকে পতি-স্বরূপে পাইয়া সমগ্রা ভূমিও তেমনি সনাথা হউক।

এই বলিয়া ভরত পুনর্ব্বার রামের চরণে প্রণত হইলে, রাম কহিলেন—ভ্রাতঃ! পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা আমার পক্ষে কোন-মতেই কর্ত্তব্য নয়। আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ করিতেছি না। তোমার জননীকে নিন্দা করাও তোমার উচিত নহে। পিতা, পুত্রকে যদৃচ্ছা আদেশ করিতে পারেন। তাঁহার আদেশেই আমি বন-বাস স্বীকার করিয়াছি। ইহাতে আমি অনুমাত্র দুঃখিত নহি। তিনি তোমাকে রাজ্য প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। অতএব তুমি তাঁহার ইচ্ছা সফল কর।

এই বলিয়া, রাম, স্বর্গগত পিতার তর্পণার্থ লক্ষ্মণ ও বাষ্পাকুল-লোচনা সীতার সহিত মন্দাকিনী-তীরে গমন করিলেন। উদক-ক্রিয়া সমাপনান্তে রাম পর্ণশালায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভ্রাতৃগণ ও সীতা মহাশোকে ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। সেই সমবেত ক্রন্দন-ধ্বনি নিস্তব্ধ দিঙ্মণ্ডলকে যেন প্রতি-ধ্বনিত করিতে থাকিল। শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া শেষ হইলে, বশিষ্ঠের সঙ্গে মাতৃগণ সেইখানে আসিয়া রামের অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত শোকাবিষ্ট হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা মাতৃগণের চরণ বন্দনা করিলে, কৌশল্যা সীতাকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক সীতার বন-বাস-কষ্টের জন্ত অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন। অতঃপর, রাম বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার কাছে বসিলে, ভরতের সহিত আগত অমাত্যগণ, পৌরজন ইত্যাদি সকলে তাঁহাদের পশ্চাতে উপবেশন করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা সে দিন অতিবাহিত করিয়া, পরদিন প্রভাতে মন্দাকিনীতে স্নানান্তে জপ ও হোম সমাপন পূর্ব্বক কুটীরে সমবেত হইলে, ভরত সকলের সমক্ষে রামকে কহিলেন,—পিতা প্রথমে আপনাকে রাজ্য দান করিবার সঙ্কল্প করিয়া, পরে আমার জননীর সান্ত্বনার নিমিত্ত আমাকে যে রাজ্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সে রাজ্য বাস্তবিকই আপনার। অতএব, আপনি তাহা গ্রহণ করিয়া অকণ্টকে ভোগ করুন্। রাজ্য-পালনের ক্ষমতা আমার নাই। আপনিই সে বিষয়ে সুদক্ষ। রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও প্রজাগণ আপনার মত অরিন্দম ও সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী রাজা পাইয়া নিশ্চিন্ত হউক্, আপনার অনুগমন-কালে প্রমত্ত কুঞ্জরগণ বৃংহিত-ধ্বনি করিতে থাকুক্ এবং অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীরাও আনন্দিত হউক্।

ভরতের কথা শুনিয়া, সমবেত সকলে "সাধু, সাধু" বলিয়া উহার অনুমোদন করিলে, রাম প্রথমতঃ পিতৃ-শোকে ক্ষুণ্ণমনা ভরতকে আশ্বাস-বাক্য কহিতে লাগিলেন—প্রতিমুহূর্ত্তে জীবের আয়ু-ক্ষয় হইতেছে;

সূর্য্য-রশ্মি যেমন জল শোষণ করে, এই নিয়ত-প্রবহমান দিবা-রাত্রিও তেমনি জীবের আয়ুক্ষয় করিতেছে। সুতরাং, জগতে জাত-মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অতএব তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। সমুদ্রে কাষ্ঠ-দ্বয়ের মিলনের ন্যায়, ইহ-জগতে আত্মীয়-স্বজনের মিলনও ক্ষণিক এবং বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তুমি পিতার জন্য শোক করিও না। নদী-স্রোতের ন্যায় কাল-স্রোত প্রত্যাবৃত্তি-রহিত ইহা মনে করিয়া নিজেকে সুখকর কর্ত্তব্যে নিয়োগ কর। শোক পরিত্যাগ করিয়া, পিতৃ-দত্ত রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় বাস কর, আর আমি পিতৃ-নিয়োগ-বশবর্ত্তী হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর বন-বাস করিতে থাকি। ইহাতেই সত্য-পরায়ণ পিতার সত্য পালন করা হইবে।

রামের এই ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা শুনিয়া, ভরত কহিলেন,—দেখুন, আমার অনুপস্থিতি-কালে আমার অভিমত না লইয়াই আমার জননী কৌশলে আমার জন্য যে রাজ্য লাভ করিয়াছেন, আমি এখন সেই রাজ্য আপনাকে প্রদান করিতেছি। আপনি তাহা গ্রহণ করুন্। আমি পরলোক-গত পিতার নিন্দা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু, কোন্ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি ভার্য্যার বশবর্ত্তী হইয়া চিরাচরিত রাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া থাকেন? ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, বার্দ্ধক্য-বশতঃ তাঁহার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছিল। বিশেষতঃ, আমার জননী বিষ-পানে সেইদিনই প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপ ভয় দেখাইলে বৃদ্ধ পিতা নিরুপায় হইয়া ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়াছিলেন। পিতা কি অবস্থায় এই বিপরীত আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া আপনি সেই অসৎ কার্য্যের সংশোধন করুন্। তাহাতে পিতাকে, কৈকেয়ীকে, আমাকে, বন্ধুবান্ধবদিগকে এবং প্রজাবর্গকে পরিত্রাণ করা হইবে। কোথায় ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, আর কোথায় বানপ্রস্থ! কোথায় রাজ্য-পালন, আর কোথায় জটা-ধারণ! এরূপ বিসদৃশ কার্য্য পিতার আদিষ্ট হইলেও ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে, সুতরাং পালনীয়ও নহে। অতএব

অদ্যই আপনি বশিষ্ঠ-দেব কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া, পিতাকে পরিত্রাণ ও আমার জননীকে মার্জ্জনা করুন্।

রাম অবিচলিত-চিত্তে ভরতের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বলিলেন—ভ্রাতঃ! তোমার কথা যুক্তি-সঙ্গত বটে। কিন্তু বোধ হয় তুমি জান না, পিতা কৈকেয়ী-দেবীকে বিবাহ করিবার সময়ে, তোমার মাতামহের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কৈকেয়ীর পুত্রকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিবেন এবং তৎপরে দেবাসুর-সংগ্রামে দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইলে, কৈকেয়ী-মাতার শুশ্রূষায় আরোগ্য লাভ করিয়া পিতা তাঁহাকে আর একটী বর দিতে স্বীকার করেন। সুতরাং, পিতার এ কার্য্য বুদ্ধি-ভ্রংশ-হেতু ঘটিয়াছে, এরূপ মনে করা ঠিক নহে। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতেছি, তুমিও অযোধ্যায় গিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া পিতাকে সত্যবাদী কর।

এমন সময়ে জাবালি-নামক এক ঋষি রামকে সম্বোধন করিয়া ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ উপদেশ দিতে থাকিলেন। জাবালি কহিলেন—রাম! তোমার এই পিতৃ-সত্য-পালন-ব্রত সার্থক হউক্। কিন্তু কে কার পিতা? কে কার পুত্র? পিতা-মাতা, গৃহ-বিষয়াদি, এ সব পথিকের পান্থশালা মাত্র। তবে কে কোন্ কালে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া যাহারা উপস্থিত রাজ্য ত্যাগ ও বন-বাস ভোগ করে, আমি তাহাদের জন্য দুঃখ করি। পারলৌকিক ধর্ম্ম নিতান্তই অনুমান-মূলক। সুতরাং, সেই পরোক্ষ-ধর্ম্মের জন্য প্রত্যক্ষ-ধর্ম্ম অর্থাৎ রাজ্য-শাসন ও প্রজা-পালন ত্যাগ করিও না।

জাবালির বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম তাঁহাকে কহিলেন—আপনি আমার প্রিয়-কামনায় যাহা বলিলেন, তাহা পরমার্থতঃ অকার্য্য হইলেও, শুনিতে প্রীতিকর এবং সূক্ষ্মতঃ অপথ্য হইলেও, স্থূলতঃ মুখ-রোচক্। কিন্তু ঋষি-গণ ও দেবগণ সত্যেরই গুণ-গান করিয়া থাকেন। আমি কেমন করিয়া সেই সনাতন সত্য-পালন-ধর্ম্মের বিপরীত আচরণ করিব? বিশেষতঃ আমি যদি যথেচ্ছাচারী হই, তাহা হইলে রাজার উদাহরণে প্রজাগণও

সেইরূপ আচরণ করিতে থাকিবে। তাহাতে লোক-মধ্যে সত্যের প্রতি সমাদর লোপ পাইবে। অথচ, সত্যই ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া দেবগণ ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত। আমি যখন পিতার সত্য অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন বনবাসই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা নাস্তিক্য-মত। ঐ মতের প্রচারে, প্রজাগণের বুদ্ধি-ভেদ ও অকল্যাণ হয়। এই জন্য, রাজার কাছে নাস্তিকেরা দণ্ডার্হ। আপনার ন্যায় নাস্তিক্য-বাদীরা কখনই পূজনীয় নহেন।

নাস্তিক্য-বাদানুযায়ী কথায় রাম উত্তেজিত হইয়াছেন ভাবিয়া, জাবালি কহিলেন—হে রাম! আমি নিজে নাস্তিক নহি। তোমাকে বন-বাস-সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্যই ঐ সকল কথা বলিয়াছি।

বশিষ্ঠও রামের উষ্মা অনুমান করিয়া কহিলেন—রাম! জাবালি বাস্তবিকই নাস্তিক নহেন। উনি ঈশ্বর, পরলোক ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন। কেবল তোমাকে বন-বাস হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য তোমার কাছে ঐরূপ নাস্তিক্য-মতের অবতারণা করিয়াছিলেন। অতএব তুমি জাবালির কথায় বিরক্ত হইও না।

এই অবসরে, বশিষ্ঠ আরও কহিলেন—রাজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার চিরাগত প্রথা। জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ কখনই রাজ্যাধিকারী হয় নাই, সুতরাং ইহার অন্যথা করিলে, কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। অতএব আমারও ইচ্ছা এই যে, তুমি রাজ্য গ্রহণ কর। পুরুষের গুরু তিন জন—আচার্য্য, পিতা ও মাতা। পিতা জন্ম-দাতা। কিন্তু আচার্য্য জ্ঞান-দাতা বলিয়া শ্রেষ্ঠ গুরু। আমি কেবল তোমার আচার্য্য নহি, তোমার পিতারও আচার্য্য। সুতরাং আমার উপদেশ পালন করিলে, তুমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইবে না। তারপর, এই-সব পারিষদবর্গ, জ্ঞাতিবর্গ, ও নৃপতিগণ, ইঁহাদের সঙ্গত ও রাজ-ধর্ম্মানুযায়ী প্রার্থনা পূরণ করিলে, কখনই তুমি সদগতি-ভ্রষ্ট হইবে না। সর্ব্বোপরি, বৃদ্ধা ও ধর্ম্মশীলা জননী কৌশল্যা-দেবীর

াদেশ পালন করিলে ধর্ম্মকে অতিক্রম করা হইবে না, বরং তাহাই তামার কর্ত্তব্য। আর, ভরত স্বয়ং যখন তোমাকে রাজ্য গ্রহণের নমিত্ত ঐকান্তিক প্রার্থনা করিতেছেন, তখন তাঁহার কথা রক্ষা করিলেও র্ম্ম-ভ্রষ্ট হইবে না।

বৃদ্ধ আচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া, রাম তাঁহাকে কহিলেন, —একেই ত পিতৃ-ঋণ শোধ করা দুঃসাধ্য বলিয়া কথিত হয়, তাহার উপর আবার এ ক্ষেত্রে তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া বিপরীত আচরণ করা আমি কিছুতেই সঙ্গত মনে করি না।

ভরত যখন দেখিলেন যে, বৃদ্ধ আচার্য্য বশিষ্ঠের কথাতেও রাম তাঁহার বন-বাস-প্রতিজ্ঞায় অচল ও অটল রহিলেন, তখন তিনি সুমন্ত্রকে বলিলেন —সুমন্ত্র! তুমি এই উটজ-প্রাঙ্গণেই কুশ আস্তরণ কর। যে পর্য্যন্ত রাম আমার প্রস্তাব অঙ্গীকার না করেন, সেই পর্য্যন্ত আমি কুশ-শয্যায় পড়িয়া থাকিব।

তখন রাম, ভরতকে ঐরূপ দারুণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলে, ভরত জলস্পর্শ পূর্ব্বক সর্ব্ব-সমক্ষে কহিলেন—সমবেত পারিষদগণ, অমাত্য-গণ ও স্বজনগণ! আপনারা সকলে শুনুন, আমি কখনও পিতার নিকট রাজ্য যাচ্ঞা করি নাই, মাতাকেও ঐরূপ অভিপ্রায় জানাই নাই এবং আর্য্য রামের বন-বাসও অনুমোদন করি নাই। তবু যদি পিতৃ-বাক্যে বনে অবস্থান করিতে হয়, তবে আমিই রামের প্রতিনিধি-রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস স্বীকার করিতেছি।

ভরতের এইরূপ প্রস্তাবে রাম বিস্মিত হইয়া, পৌরজনগণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন,—পিতা তাঁহার জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয় বা দান করিয়াছেন, তাহার লোপ করা আমারও উচিত নয়; ভরতেরও নয়। আমি যখন স্বয়ং বন-বাসে সমর্থ, তখন তাহার জন্য প্রতিনিধি স্বীকার করা সাধু-সম্মত হইতে পারে না। অতএব ভরতই রাজ্য-পালন করিতে

থাকুন্। চতুর্দ্দশ বৎসর পরে আমি অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া, তাঁহার সহিত মিলিত-ভাবে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিব। এইরূপ করিলেই পিতৃ-কৃত সত্যের যথার্থ পালন হইবে।

রাম এইরূপ কহিবার পরেও, ভরত রামের পদতলে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—হে রঘু-কুল-তিলক! আপনার সমস্ত কথা শুনিয়াও আমি রাজ্য-ভার গ্রহণে উৎসাহী হইতে পারিতেছি না। কৃষকেরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, আমরা সকলে তেমনি আপনার প্রতীক্ষা করিতেছি। আপনি রাজ্য-গ্রহণ অঙ্গীকার-মাত্র করিয়া, কাহাকেও উহার শাসনে নিয়োগ করুন্। আপনি যাহাকে নিয়োগ করিবেন, সেই উহা পালনে সমর্থ হইবে।

ভরতের এই কথায় রাম তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন,—ভ্রাতঃ! সুহৃদ্‌গণের ও বুদ্ধিমন্ত মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তুমি রাজ-কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবে। জানিও যে, চন্দ্র যদি শোভাহীন হয়, হিমালয় শীতলতা ত্যাগ করে এবং সাগর বেলাভূমি অতিক্রম করে, তবু আমি পিতার নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা করিতে পারিব না।

ভরত যখন বুঝিলেন যে, রামকে কিছুতেই রাজ্য-গ্রহণে স্বীকার করাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি হেম-ভূষিত পাদুকাদ্বয় লইয়া রামকে কহিলেন,—আর্য্য! আপনি এই পাদুকা-যুগলে পদার্পণ করুন্। তৎপরে এই পাদুকা-যুগলই রাজ্যের মঙ্গল-সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

তখন ভ্রাতৃ-বৎসল রাম তাহাই করিলে, ভরত ঐ পাদুকা-যুগল হস্তে ধারণ করিয়া রামকে কহিলেন—বীরবর! আমি চতুর্দ্দশ বৎসর আপনার প্রতিনিধি-রূপে এই পাদুকা-যুগলকে রাজ-সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া এবং সমস্ত রাজকার্য্য ও উপঢৌকনাদি ঐ পাদুকা-যুগলের প্রতি নিবেদন করিয়া, ন্যাস-স্বরূপ আপনার রাজ্য-পালন করিতে থাকিব। আমি নিজেও আপনার

যুত জটা-বল্কলধারণ ও ফল-মূল আহার করিয়া, নগরের বহির্ভাগে বাস করতঃ, আপনার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিব এবং চতুর্দ্দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলেও, যদি আপনার দেখা না পাই, তবে অগ্নিতে প্রবেশ করিব।

তখন রাম তাহাই স্বীকার করিয়া, ভরত ও শত্রুঘ্নকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন—আমি এবং সীতা তোমাকে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি কৈকেয়ী-মাতার প্রতি রোষ করিও না। বরং সর্ব্বথা তাঁহাকে রক্ষা করিবে। এই বলিয়া, রাম স্নেহাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-করিতে ভরতের সঙ্কল্প অনুমোদন করিলে, ভরত সেই উজ্জ্বল পাদুকা-যুগল মস্তকে ধারণ করিয়া, রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক, উহা রাজ-বাহন গজের উপর স্থাপন করিলেন। হিমাচলবৎ অচল ও অটল রাম তখন যথাক্রমে আচার্য্যগণ ও মাতৃগণ, অমাত্য সকল ও প্রজামণ্ডলকে যথোচিত সম্বর্দ্ধিত করিয়া, ভরত ও শত্রুঘ্নকে বিদায় দিলেন।

ভরতের প্রত্যাবর্ত্তন

তখন, ভরত চিত্রকূট প্রদক্ষিণান্তে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিয়া, অনতিবিলম্বে ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ভরদ্বাজ তাঁহার মুখে রাম-সমাগম-বার্ত্তা শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ভরদ্বাজের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ভরত অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যথা-সময়ে ভরত যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, অযোধ্যার অবস্থা ও দৃশ্য অতি শোচনীয়। তমসাচ্ছন্না নিশার ন্যায় অযোধ্যা বিলুপ্ত-সৌন্দর্য্যা। চারিদিকে ভীষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কোথাও পেচক, কোথাও মার্জ্জার, ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে এবং দিনমানেও গৃহ সকল রুদ্ধদ্বার! চন্দ্রদেব রাহুগ্রস্ত হইলে রোহিণীর যে দশা হয়, অযোধ্যার দশাও তদ্রূপ নিষ্প্রভ হইয়াছে। রাজপথ-সকল জনশূন্য ও নিস্তব্ধ! কোথাও গীতবাদ্য নাই, উৎসব নাই, আনন্দ-ধ্বনি নাই। অযোধ্যার এই শ্রী-হীনতায়

পীড়িত হইয়া ভরত, শূন্য রাজপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মাতৃগণকে সেইখানে রাখিয়া, মন্ত্রিগণকে কহিলেন—আমি নন্দী-গ্রামে থাকিয়া রামের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিব। তিনিই অযোধ্যার রাজা, আমাকে ন্যাস-স্বরূপ চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য উহার পালন-ভার অর্পণ করিয়াছেন। এই হেম-পাদুকা-যুগলকে তাঁহার প্রতিভূ-স্বরূপে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া, আমি রাজ-কার্য্য সম্পাদন করিব।

তখন, নন্দী-গ্রামে রাজোচিত সম্মানের সহিত ঐ পাদুকা-যুগলের অভিষেক-ক্রিয়া সাধিত হইলে, ছত্র-ধারণ ও চামর-ব্যজন সহকারে উহা সিংহাসনে স্থাপিত হইল এবং ভরত, চীর ও জটাজিন-ধারী হইয়া সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত রাজকার্য্য ঐ পাদুকা-যুগলকে নিবেদন করিয়া সমাধা করিতে থাকিলেন। সৈন্যাদি-সহ অমাত্যবর্গও নন্দী-গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন।

রামের চিত্রকূট-ত্যাগ

ভরত বিদায় গ্রহণ করিবার পরে, রাম জানিতে পারিলেন যে, চিত্রকূটাশ্রমী ঋষিগণ সভয় ও চঞ্চল হইয়া আশ্রম-ত্যাগে উদ্যোগী হইতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া রাম শুনিলেন, যে অবধি তিনি এইস্থানে আসিয়াছেন, সেই অবধি এখানে জনস্থান-নিবাসী খর-প্রমুখ রাক্ষসদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্যই ঋষিগণ এখানকার আশ্রম ত্যাগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।

রামও ভাবিলেন, এইস্থানে তিনি শোকাকুল মাতৃগণকে এবং ভ্রাতৃ-বিরহ-কাতর ভরতকে সন্দর্শন করিয়া অবধি কেবলই সেই বিষয়ের অনুশোচনা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। তাহা ছাড়া, ভরতের বিপুল সেনা বাহিনী ও অশ্ব-গজাদি কয়েক দিন এই স্থানে অবস্থান করায়, স্থানটি অস্বাস্থ্যকরও হইয়াছে। অতএব, এইস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এই

ভাবিয়া রাম সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ অত্রি-মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। মহর্ষি অত্রি, রামকে পুত্রবৎ স্নেহে এবং তাঁহার পত্নী তপস্বিনী অনসূয়া, সীতাকে কন্যাবৎ স্নেহে অভিবাদন করিলে, তাঁহারা সেই আশ্রমেই পরম সুখে রাত্রি যাপন কবিলেন। অনসূয়া, সীতার জন্মকথা ও স্বয়ম্বর-বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলে, সীতা সেই অলৌকিক ও অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। পরে, অনসূয়া সীতাকে স্ত্রী-জনোচিত নানা কর্ত্তব্যেব উপদেশ করিয়া পরদিন তাঁহাকে বিদায় দিলেন। রামও বনবাসী মুনিদিগের নিকট বিদায় লইয়া বনান্তর-গমনে উদ্যত হইলে, তাঁহারা রামকে দুরন্ত রাক্ষসদিগের বাসস্থানেব নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গভীর বনে প্রবেশ কবিবার পথ প্রদর্শন করিলেন রামও লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত সেই পথে প্রস্থান করিলেন।

অরণ্য-কাণ্ড

—————:*:—————

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ

সূর্য্য যেমন মেঘ-মণ্ডলে প্রবেশ করে, রাম তেমনি লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়া, অনতিবিলম্বে তাপসদিগের আশ্রম-মণ্ডল দেখিতে পাইলেন। আশ্রমগুলির প্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত এবং চীর ও কুশে পরিব্যাপ্ত। চারিদিকে বিবিধ অহিংসক জীব-সকল বিচরণ করিতেছে, কাননে সুস্বাদ ফলের বৃক্ষাদি এবং সরোবরে বিচিত্র পদ্মাদি শোভা পাইতেছে। সর্ব্বোপরি, ঋষিগণের বেদাধ্যয়ন-রবে স্থানটী মুখরিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ব্রাহ্মী শোভা ধারণ করিয়াছে!

রাম সবিনয়ে ঋষিগণকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারা হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে অবলোকন করিতে-করিতে পর্ণ-কুটীর-মধ্যে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অর্ঘ্যাদি দিয়া ঋষিগণ রামকে কহিলেন—হে রঘুনন্দন, আপনি অযোধ্যাতেই থাকুন্ বা অরণ্যবাসীই হউন্, আপনিই আমাদের রাজা। আমরা তাপস-ব্রতাবলম্বী, ফল-মূলাশনে থাকিয়া, ব্রহ্মোপাসনায় জীবন যাপন করিয়া থাকি। সুতরাং, আমাদিগকে রক্ষা করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা দণ্ড-ত্যাগী বলিয়া, উৎপীড়িত হইয়াও প্রাণী-হননে সতত বিরত থাকি। এমতাবস্থায় আপনিই আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা।

রাম যতই দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইতেছেন, ততই রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ঋষিদিগের প্রতি উৎপাতের কথা শ্রবণ করিয়া, পরদিন প্রাতে সেখান হইতে প্রস্থান করতঃ গভীর-বনে প্রবেশ করিলেন। সেই ভীষণ বনে অনতিদূর গমন করিয়াই সেখানকার বিধ্বস্ত অবস্থা দেখিয়া, রাম অনুমান করিলেন যে, এখানে কোন রাক্ষস থাকা সম্ভব। তাঁহারা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক বিকটাকার রাক্ষস সেখানে বিদ্যমান। সে বিকট চীৎকার করিতে-করিতে তাঁহাদের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া বিদ্যুদ্বেগে অকস্মাৎ সীতাকে লইয়া পলায়ন-পর হইলে, রাম অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। রাম তাহার প্রতি শরত্যাগ করিতে থাকিলে, সে সীতাকে ত্যাগ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবিত হইল এবং চকিতের মধ্যে দুই হস্তে দুই ভ্রাতাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্কন্ধোপরি স্থাপন করিয়া নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। তখন সীতা হস্তোত্তোলন করিয়া, সেই রাক্ষসের উদ্দেশে বলিতে থাকিলেন—হে রাক্ষস শ্রেষ্ঠ! তুমি রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া গেলে, আমি অরক্ষিতা হইয়া ব্যাঘ্রাদি বন্য পশুর কবলিত হইব। তোমাকে নমস্কার করিতেছি, তুমি রাম-লক্ষ্মণকে ছাড়িয়া, বরং আমাকে লইয়া যাও।

সীতার এই কাতরোক্তি শুনিয়া, রাম-লক্ষ্মণ ঐ রাক্ষসের বাহুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাহাকে এক বিশাল গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলে, সেই রাক্ষস মৃত্যুকালে বলিল—আমি পূর্ব্ব-জন্মে গন্ধর্ব্ব ছিলাম। কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এ জন্মে এই রাক্ষস-দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আপনাদের হস্তে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া শাপমুক্ত হইব। আমার নাম "বিরাধ"। এখান হইতে সার্দ্ধ যোজন দূরে ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি শরভঙ্গ বাস করেন। আপনারা তাঁহার কাছে গিয়া, এখানে বাস সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

এই বলিয়া বিরাধ প্রাণত্যাগ করিলে, রাম শরভঙ্গ-ঋষির আশ্রম অভিমুখে গমন করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইয়া

তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, সেই মহাযোগী রামচন্দ্রকে বলিলেন—হে নরবর! আমি বহুকালের তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মলোক-লাভে অধিকারী হইলেও, তোমার ন্যায় প্রিয় অতিথিকে না দেখিয়া দেহ-ত্যাগ করিতে বাসনা করি না। এই অরণ্যে সুতীক্ষ্ণ-নামে মহর্ষি থাকেন। তিনি তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। এখন আমি তোমার সাক্ষাতেই সর্পের নির্মোক-ত্যাগের ন্যায় এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিতেছি।

তৎপরে সেখানকার অন্যান্য ঋষিগণ রাম-সমীপে আগমন করিলে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহাদের সহিত মহর্ষি সুতীক্ষ্ণের আশ্রমে গমন করিলেন।

বহু নদী উত্তীর্ণ হইয়া এবং বহুদূর গমন করিয়া, তাঁহারা সুমেরু-তুল্য উন্নত এক পর্ব্বতের সন্নিহিত কাননে প্রবেশ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। মুনির চরণ বন্দনা করিয়া রাম নিজ-পরিচয় প্রদান করিলে, মুনি অতিশয় তুষ্ট হইয়া কহিলেন—হে রাম! তুমি পিতৃ-সত্য-পালনার্থ বনবাসী হইয়া চিত্রকূটে আসিয়াছ, ইহা শুনিয়া অবধি তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি জীবন ধারণ করিয়া আছি। তুমি এইখানেই সুখে বাস করিতে পারিবে। এ কাননে ফল-মূলাদির কোনই অভাব নাই।

সে রাত্রি সেইখানেই যাপন করিয়া, পরদিন রাম দণ্ডকারণ্যে-যাত্রা করিবার নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণের কাছে বিদায় চাহিলে, মুনি দণ্ডকারণ্যের নানা প্রশংসা পূর্ব্বক হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। এই-সব আশ্রম সুন্দর বাস-যোগ্য ও ঋষিগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইলেও, রাম দণ্ডকারণ্যে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন দেখিয়া, সীতা-দেবী রামকে কহিতে লাগিলেন—স্বামিন্! মিথ্যা-কথন, পরস্ত্রী-গমন ও বৈর ব্যতিরেকে প্রাণী-হনন, এই তিন প্রকার ব্যসনের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হইতে তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তুমি দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিগণের রক্ষার্থ সেখানকার রাক্ষসদিগকে বধ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছ;

ইহাতে তোমার ঐহিক ও পারত্রিক অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি চিন্তিত হইতেছি। তোমার প্রতি প্রীতি ও সমাদর বশতঃ আমি তোমায় এ বিষয়ে স্মরণ করাইতেছি মাত্র, শিক্ষা দিতেছি না। বৈর ব্যতিরেকে কাহাকেও হনন করা কখনই সাধু-সম্মত নহে। আমি স্বীকার করি যে, অরণ্যে আর্ত্ত ঋষিগণকে রক্ষা করা বীর্য্যবন্ত ক্ষত্রিয়গণের কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমার পক্ষে কোথায় ক্ষাত্র-ধর্ম্ম, আর কোথায় জটাজিন ধারণ করিয়া বন-বাস! কোথায় শস্ত্র-ব্যবহার, আর কোথায় তপস্যা! আমার বোধ হয় যে, আমরা আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। বনে থাকিয়া তপস্বীর আচরণ আমাদের অবলম্বনীয় এবং তাহা করিলেই ধর্ম্ম রক্ষা করা হইবে। তোমাকে ধর্ম্মোপদেশ করা আমার পক্ষে স্ত্রী-জন-সুলভ চাপল্য-জনিত প্রগলভতা মাত্র। তুমি লক্ষ্মণের সহিত বিচার করিয়া যথা-কর্ত্তব্য স্থির কর।

সীতার এই ধর্ম্ম-সঙ্গত বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন—অয়ি ধর্ম্মজ্ঞে জানকি! তুমি ক্ষাত্র-ধর্ম্ম যথার্থই কীর্ত্তন করিয়াছ যে, কেহ পীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ না করে, এইজন্যই ক্ষত্রিয়েরা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া থাকেন। দণ্ডকারণ্য-বাসী তাপসেরা রাক্ষস কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়াই আমার শরণ লইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাদিগকে রাক্ষস-বধের প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। অতএব সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে আমি ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইব। তুমি আমার প্রতি প্রীতি-বশে যে হিতবাক্য কহিলে, তাহাতে আমি তুষ্ট হইয়াছি।

পরে তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার পরম রমণীয় শোভা দর্শনে সন্তুষ্ট-চিত্তে, সমভিব্যাহারে আগত ঋষিদিগের আশ্রমে বহুকাল যাপন করিলেন। এইরূপে দশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া অগস্ত্য-মুনির আশ্রমোদ্দেশে যাত্রা করিয়া বিচিত্র বনানী, মেঘের ন্যায় পর্ব্বত-মালা, স্রোতস্বিনী-নদী, হংস-সারস-সেবিত ও মনোহর

কুসুম-খচিত সরোবরাদি অতিক্রম করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের রমণীয় আশ্রমে উপনীত হইলেন।

যথাবিধি সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারা অগস্ত্যের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলে, ঋষিবর তাঁহাদিগকে অর্ঘ্যাদি-দানে অভিনন্দিত করিলেন। পরে অগস্ত্য, মহেন্দ্রের নিকট যে সকল ধনু, শর, খড়্গ ও তূণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্র রামকে প্রদান করিয়া কহিলেন—ইন্দ্র যেরূপ অমোঘ বজ্র ধারণ করেন, তুমিও সেইরূপ এই সকল আয়ুধ ধারণ করিয়া জয়-প্রাপ্ত হও। তোমরা এই স্থানে আগমন করায় আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। তোমার সঙ্গে বনে আগমন জনক-নন্দিনীর পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর হইলেও স্ত্রীলোকের পক্ষে যথার্থই ধর্ম্ম-সঙ্গত হইয়াছে। বাস্তবিক দেবগণের মধ্যে যেমন অরুন্ধতী, মানব-কুলে ইনিও সেইরূপ শ্লাঘ্যা। তোমাদের আগমনে এই প্রদেশ অলঙ্কৃত হইল।

মহর্ষি এইরূপে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিলে, রাম তাঁহাকে বাসোপযোগী স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, মুনি কহিলেন—তাত! দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী-নামক প্রদেশই তোমাদের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থল সেখানে ফলমূলের কোন অভাব নাই এবং জলও অনায়াস-লভ্য। তুমি এইখানেই বাস করিতে পারিতে, কিন্তু তাহাতে তোমার মনস্তৃপ্তি হইতেছে না। আমি তপোবলে তোমার আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিয়াই তোমাকে পঞ্চবটীতে বাস করিতে বলিতেছি। গোদাবরীর সন্নিকটস্থ সেই স্থান এখান হইতে বহুদূরও নহে।

অগস্ত্যের উপদেশ পাইয়া তাঁহারা প্রহৃষ্ট-মনে পঞ্চবটী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চবটী-বনে বাস

পঞ্চবটীর পথে বিশাল-দেহ এক গৃধ্র তাঁহাদের সম্মুখীন হইলে, রাম ও

লক্ষ্মণ তাহাকে রাক্ষস বোধে দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কে? তখন গৃধ্র বিনয়-মধুর বাক্যে উত্তর করিল—বৎস! আমি তোমার পিতার সখা। আমার নাম জটায়ু। বিনতার দুই পুত্র গরুড় ও অরুণ। আমি অরুণের পুত্র, শ্যেনীর গর্ভে জাত। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। বৃদ্ধ বয়সে আমি এইখানে এক উচ্চ বৃক্ষে জীবন যাপন করিয়া থাকি। তোমরা যদি ইচ্ছা কর, তবে আমি তোমাদের পঞ্চবটী-বাসের সহায় হইব এবং তোমাদের অনুপস্থিতি-কালে সীতাকে রক্ষা করিব।

রাম, জটায়ুর পরিচয় পাইয়া হৃষ্টমনে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক পঞ্চবটী প্রবেশ করিয়া বাসোপযোগী স্থান নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এক সমতল ভূমি দেখিলেন। তাহার চারিদিকে কুসুমিত-বৃক্ষরাজি এবং নিকটেই উজ্জ্বল ও সুগন্ধি-পদ্ম পরিব্যাপ্ত, হংস-কারণ্ডব-সমাকীর্ণ, চক্রবাক্-শোভিত রমণীয় গোদাবরী নদী। তটভূমে হরিণগণ নিঃশঙ্ক-চিত্তে ভ্রমণ করিতেছে। রাম এইস্থানই বাসযোগ্য বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণকে কুটীর নির্ম্মাণ করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ অচিরে তাঁহাদের বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। লক্ষ্মণের কার্য্য-দক্ষতায় তুষ্ট হইয়া রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বাস্তু-শান্তি পূর্ব্বক সেইখানে পরম সুখে বাস করিতে থাকিলেন।

একদিন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কুটীরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক অপ্রিয়-দর্শনা রাক্ষসী তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রাম তাহাকে যথাযথ পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন নির্লজ্জা রাক্ষসী কহিল—আমি রাবণের ভগিনী, আমার নাম সূর্পণখা। আমি যথেচ্ছ রূপ ধারণ করিতে পারি এবং নিজবলে যথেচ্ছ বিচরণও করিতে পারি। এখানে খর ও দূষণ নামে আমার দুই ভ্রাতা বহু রাক্ষসের সহিত বাস করে। আমি তোমার অপূর্ব্ব রূপে মোহিত হইয়া তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি। এই ক্ষুদ্রা মানবী ভার্য্যাকে তুমি পরিত্যাগ কর।

আমার সহিত তুমি চিরকাল যথেচ্ছ বিচরণ পূর্ব্বক পরম সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

কাম-মোহিতা সূর্পণখার কথা শুনিয়া রাম তাহাকে কহিলেন—আমি কৃতদার। এই সীতা আমার ভার্য্যা। রমণীদিগের পক্ষে সাপত্ন্য বাঞ্ছনীয় বা সুখকব নহে। অতএব তুমি লক্ষ্মণকে ভজনা কর।

তখন সূর্পণখা লক্ষ্মণেব কাছে গিয়া তাঁহাব প্রতি প্রণয় জ্ঞাপন করিলে, লক্ষ্মণ প্রথমে তাহার সহিত পবিহাসাত্মক বাক্য কহিতে লাগিলেন। তাহাতে দুষ্টা সূর্পণখা ক্রোধভরে, বোহিণীব প্রতি উল্কার ন্যায়, সীতার প্রতি ধাবিতা হইলে, বাম কুপিত হইয়া তাহাকে নিবারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! ক্রূব অনার্য্যদিগেব সঙ্গে পরিহাস করিতে নাই। তুমি এই অসতী রাক্ষসীকে এইক্ষণেই বিরূপা কব।

তখন লক্ষ্মণ খড়্গদ্বাবা সূর্পণখার কর্ণ ও নাসিকা ছেদন কবিলে, সে বিকট চীৎকার কবিতে-করিতে বনাভিমুখে চলিয়া গেল এবং ভ্রাতা খবকে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল।

সূর্পণখার মুখে রাম-লক্ষ্মণেব পবিচয় পাইয়া, খব তখনই চতুর্দ্দশ দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসকে কহিল—সন্ন্যাসী-বেশে দুই জন মানব এক প্রমদার সহিত এই অবণ্যে বাস কবিতেছে। তোমরা তাহাদেব সকলকে বধ করিলে, সূর্পণখা তাহাদের রক্ত পান করিবে।

খরেব আদেশ পাইয়া রাক্ষসগণ সূর্পণখার সহিত, বায়ু-তাড়িত-মেঘের ন্যায়, দ্রুতবেগে গমন করিতে থাকিল। তাহারা রামেব আশ্রমে উপস্থিত হইলে লক্ষ্মণের প্রতি সীতার ভার দিয়া রাম তাহাদিগকে বলিলেন—আমবা তপস্যাচরণ কবিয়া এখানে বাস করিতেছি। তোমরা কেন আমাদিগকে হিংসা করিতেছ? আমি ঋষিদিগের কাছে এই ঘোব অরণ্যকে রাক্ষসহীন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। যদি প্রাণের ভয় থাকে, তবে তোমরা এইক্ষণেই পলায়ন কর। নতুবা, আমি মুহূর্ত্তে তোমাদিগের সকলকেই বধ করিব।

রামের উক্তি শুনিয়া, রাক্ষসেরা ক্রোধ-সহকারে বলিল—তুমি আমাদের প্রভু খরের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছ। অতএব তোমাদের আর রক্ষা নাই। আমরা তোমাদিগকে বধ করিলে, প্রভুর ভগিনী, যাহাকে তোমরা লাঞ্ছিতা করিয়াছ, সেই স্বর্পণখা তোমাদের রক্ত পান করিবে।

রাক্ষসদিগের মুখে এই প্রকার প্রগল্‌ভোক্তি শুনিয়া, ধনুর্ব্বিদ্যা-বিশারদ রাম আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনায়াসে তাহাদিগকে নিহত করিলেন।

তখন স্বর্পণখা রাক্ষসদিগের প্রাণান্ত-সংবাদ ভ্রাতা খরকে জানাইয়া, নিতান্ত অভিমান-ভরে আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে, খর তাঁহার সেনাপতি দূষণকে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিয়া, অগ্রেই নিজে সশস্ত্রভাবে নির্গত হইল। রামের বিরুদ্ধে রাক্ষস-দিগের অভিযান-কালে চতুর্দ্দিকে ভীষণ অমঙ্গল-সূচক উৎপাত সকল ঘটিতে থাকিলে, খর এবং তাহার সেনাগণ এই সকল লক্ষ্য করিয়াও গ্রাহ্য করিল না।

এদিকে, রাম চতুর্দ্দিকে দুর্নিমিত্ত দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—লক্ষ্মণ, রাক্ষস-ধ্বংস-সূচক উৎপাত সকল দর্শন কর। শীঘ্রই একটা সমর হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। আমার দক্ষিণ বাহুর ঘন-ঘন স্পন্দন আমাদের জয়-সূচক। তোমারও বদন প্রসন্ন দেখিতেছি। উহাও জয়-চিহ্ন। তুমি ধনুর্ব্বাণ-ধারণ করিয়া, সীতাকে বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক নিভৃত পর্ব্বত-গুহার মধ্যে রক্ষা করিতে থাক। আমি একাই রাক্ষসদিগকে হনন করিতে পারিব।

লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ রামের আদেশ পালন করিলে, রাম কবচাদি ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। অনতিপরে খর-প্রমুখ রাক্ষস-সেনা আশ্রমের সমীপবর্ত্তী হইলে, খর রামের প্রতি অস্ত্র-চালনার আদেশ করিল। তখন উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রাম নালিক-নারাচ প্রভৃতি অস্ত্রের প্রয়োগে বহু রাক্ষসকে বধ করিতে থাকিলেন। এইরূপে পঞ্চসহস্র

রাক্ষস-সহ দূষণ ও ত্রিশিরা রাম-হস্তে নিহত হইলে, খর রামের বিক্রমে ভীত হইয়াও যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল এবং বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে রাম কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত ইন্দ্র-প্রদত্ত দীপ্তিমান্ শরানলে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

যুদ্ধের অবসানে, লক্ষ্মণ সীতার সহিত গিরি-গুহা হইতে নির্গত হইয়া আশ্রমে আসিলেন। এদিকে, রামের বাহুবলে দণ্ডকারণ্যের রাক্ষস-সকল নিঃশেষে নিহত হইয়াছে শুনিয়া, নানা আশ্রম-পদ হইতে ঋষিগণ আসিয়া, রামের অশেষ প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন।

রাক্ষস-বধ শ্রবণে রাবণ

রামের সহিত যুদ্ধে দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণ নিহত হইল দেখিয়া, অকম্পন-নামে এক রাক্ষস ভগ্নদূত-স্বরূপে শীঘ্র লঙ্কায় গিয়া রাবণকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিলে, গর্ব্বী রাবণ প্রচণ্ড-ক্রোধে কহিলেন—মৃত্যু-পথ-যাত্রী কে আমার জনস্থান নষ্ট করিল? বিষ্ণু, ইন্দ্র বা যম, ইঁহারাও আমার অপ্রিয় কার্য্য করিতে সাহসী হয়েন না। আমি কালের কাল-স্বরূপ এবং যমেরও যম। আমি সূর্য্য ও অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারি এবং বায়ুরও গতি রোধ করিতে সমর্থ।

রাবণের এইরূপ গর্ব্বোক্তি শুনিয়া অকম্পন বিনীতভাবে রামের পরিচয় ও অসাধারণ বীরত্ব জ্ঞাপন করিয়া কহিল—আপনি রামের সহিত যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ করুন্। সমস্ত রাক্ষসের সহিত একত্র হইয়াও আপনি তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না। বরং সীতা-নাম্নী রামের যে পরম রূপ-লাবণ্যবতী ভার্য্যা আছে এবং রাম যাহার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, আপনি কৌশলে তাহাকে হরণ করুন্। তাহা করিলে প্রকারান্তরে রামকেই নিধন করা হইবে।

অকম্পনের মুখে রামের বলবীর্য্যের ব্যাখ্যান শুনিয়া এবং সীতা-হরণের পরামর্শই রুচিকর বোধ করিয়া, রাবণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পক-রথারোহণে মারীচের নিকট গমন করিলেন।

মারীচ রাবণকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক তাঁহার আগমন-হেতু জানিতে চাহিলে, রাবণ তাঁহাব অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিয়া সেই কার্য্যে মারীচের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বাবণের সীতা-হবণ-সঙ্কল্প শুনিয়া, অতিমাত্র বিস্ময়ে মারীচ কহিল—হে রাক্ষসবব! আপনাব কোন্ মিত্র-রূপী শত্রু আপনাকে এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়াছে? সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটিত কবিতে কে আপনাকে পরামর্শ দিয়াছে? সেই রাক্ষসরূপ-মৃগগণেব হন্তা বাম-রূপসিংহ এখন সুপ্ত। আপনি কাল-প্রেরিত হইয়া তাহাকে জাগাইবেন না। আপনি লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হউন। হিতার্থী মাবীচেব পবামর্শে বাবণ লঙ্কায় ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে সূর্পণখা, একে ত লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক নিদারুণ-রূপে লাঞ্ছিতা, তাহার উপবে খর-দূষণ ও ত্রিশিবা-প্রমুখ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সেনা একাকী রাম কর্ত্তৃক নিহত হইল দেখিয়া, প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতে-হইতে রাবণের কাছে উপস্থিত হইয়া, বমণী-জনোচিত কৌশলে তাঁহাকে রামেব বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাকিল। বামের বাহুবলের পবিচয়ে সূর্পণখা কহিল,—যেমন ইন্দ্র কর্ত্তৃক শিলা-বর্ষণে নিমেষেব মধ্যে বহু শস্য নষ্ট হয়, ক্ষিপ্রহস্ত বামেব শব-বর্ষণে চতুর্দ্দশ-সহস্র বাক্ষস তেমনি ভূমিতলে শয়ন কবিল। প্রতিহিংসা লইবাব নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সূর্পণখা রাম-ভার্য্যা সীতার অলোক-সামান্য রূপ-লাবণ্য বর্ণন কবিয়া রাবণকে মোহিত করিতেও ত্রুটী করিল না।

সূর্পণখার কথা শুনিয়া, রাবণ মনে-মনে কর্ত্তব্য অবধাবণ পূর্ব্বক অমাত্যদিগের সহিত পরামর্শ না কবিয়াই, পুষ্পকারোহণে পুনরায় মারীচের নিকট চলিলেন। সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাবণ মারীচেব কাছে উপস্থিত হইলে, জটাজিন-ধারী তাপস-ব্রতাচাবী মারীচ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—হে লঙ্কেশ্বর! এত শীঘ্র আপনি পুনর্ব্বার এখানে আসিলেন কেন, বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার ও লঙ্কা-রাজ্যের মঙ্গল ত?

রাবণ উত্তর করিলেন—হে মারীচ! জনস্থানে আমার এক বৃহৎ সেনা-নিবাস ছিল, তাহা তুমি জান। ভ্রাতা খর ও দূষণ এবং ভগিনী শূর্পণখা সেখানে থাকিত। সম্প্রতি রাম-নামে এক মানব তাহার পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া ভার্য্যার সহিত ঐ অরণ্যে বাস করিতেছে। সে অকারণ শূর্পণখার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া, পরে খর-দূষণ ও ত্রিশিরা সমেত সমস্ত রাক্ষস-সেনা ধ্বংস করায়, আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। ইহার প্রতিশোধ-স্বরূপ আমি কৌশলে তাহার ভার্য্যাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এ কার্য্যে তুমি আমার সহায় হও।

মারীচ রামের গুণ ও পরাক্রম সবিশেষ অবগত ছিল। সুতরাং রাবণের এই দুঃসাহসাত্মক প্রস্তাবে মারীচ ভীত হইয়া, রাবণকে হিত-বাক্য কহিতে লাগিল। মারীচ বলিল—রাজন্! জগতে প্রিয়বাদী সর্ব্বদাই সুলভ, কিন্তু হিতকর অথচ অপ্রিয় বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। রাম সম্বন্ধে আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, পিতৃ-সত্য-রক্ষার্থ বনবাসী হইয়াছেন। তিনি মহাবিক্রমশালী। সুতরাং তাঁহার ক্রোধ উৎপাদন করিয়া, রাক্ষস-বংশ ধ্বংসের দুর্ব্বুদ্ধি আপনার হইয়া কাজ নাই। এবং তাঁহার পরম রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যা জানকীর জন্য আপনার মৃত্যুর কারণ না হউক্। আপনি সেই সতী-লক্ষ্মীকে হরণ করিবার ব্যসন মন হইতে দূর করুন্। আপনি রামের ক্রোধাগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিবেন না, করিলে সবংশে ভস্মীভূত হইবেন!

মারীচ আরও কহিল—হে তাত! বহুকাল পূর্ব্বে, রাম তখন বালক মাত্র, আমি তাঁহার হস্তে বিলক্ষণ লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। আমি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ-স্থলে যজ্ঞ-ভঙ্গের উদ্দেশ্যে গিয়া দেখি, কাকপক্ষধারী, শ্মশ্রুবিহীন একটী সুন্দর বালক ধনুর্ব্বাণ-হস্তে যজ্ঞ রক্ষা করিতেছিল। আমি তাহাকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক যজ্ঞ-স্থলাভিমুখে ধাবিত হইলে, সেই বালক আমার প্রতি একটী-মাত্র শর মোচন করিয়াছিল। তাহাতেই আমি

শত যোজন দূরে সমুদ্র-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। সেই বালকই রাম। পরে, আরও-একবার আমি দণ্ডকারণ্যে তাপস-ব্রতাবলম্বী রামকে উত্যক্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার শরে আমার সঙ্গিগণ নিহত হইলে, আমি ভীত-চিত্তে পলায়ন করিয়া, সেই অবধি তাপস-ব্রত অবলম্বন করিলাম বটে, কিন্তু এখনও বৃক্ষে-বৃক্ষে, বনে-বনে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বক্ষণ সেই কালান্তক রাম-মূর্ত্তি দেখিতে পাই! স্বপ্নেও আমি রামকে দেখিয়া প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকি! অধিক কি বলিব, রকারাদ্য শব্দ শুনিলেও আমার হৃৎকম্প হয়। অতএব আপনি রামের সহিত বিবাদ করিতে বা তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। আমি আপনার সুহৃৎ। সেইজন্য আমি আপনার মঙ্গলার্থী হইয়া সৎপরামর্শ দিতেছি। আপনি লঙ্কায় ফিরিয়া যাউন।

আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। যে রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, সে ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ করে না। যে কাল-প্রেরিত, সে মূঢ়ের ন্যায় হিত-বাক্যকে অহিত জ্ঞান করিয়া থাকে। রাবণও সেইরূপ মারীচের পরামর্শ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার কথায় অতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলিলেন—মারীচ। তুমি যেরূপ নীচ-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার রাম-ভীতি তাহারই নিদর্শন। তোমার মত কাপুরুষের নিকট আমি ইতি-কর্ত্তব্যতা বিষয়ে পরামর্শ লইতে আসি নাই। আমি তোমার কাছে আমার সঙ্কল্প-সাধনে তোমার সহায়তা-প্রাপ্তির জন্য আসিয়াছি। তুমি বিচিত্র স্বর্ণ-মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া, রামের আশ্রম-সম্মুখে বিচরণ করিতে থাকিলে, সীতা সেই মৃগ দেখিয়া নিশ্চয়ই রামকে উহা ধরিতে বলিবেন। রাম তোমার পশ্চাতে ধাবিত হইলে, তুমিও বেগে পলাইতে থাকিবে। এইরূপে বহুদূরে গিয়া, তুমি "হা সীতে", "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিলে, সীতা তাহা শুনিয়া নিশ্চয়ই লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে পাঠাইবেন। তখন আমি সীতাকে একাকিনী পাইয়া বিনা যুদ্ধে তাহাকে হরণ করিয়া আনিব।

এ-কার্য্যে রামের হস্তে তোমার প্রাণ-নাশের সম্ভাবনা আছে সত্য, কিন্তু তুমি এ-কার্য্য করিতে অস্বীকার করিলে, আমার হস্তে এখনই তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। এখন যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর।

তাড়কা-তনয় মারীচ তখন উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, রাবণের বুদ্ধি-ভ্রংশের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে-করিতে অগত্যা রাবণের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, উভয়ে পুষ্পকারোহণে পঞ্চবটী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সীতা-হরণ

পঞ্চবটী-বনে প্রবেশ পূর্ব্বক পুষ্পক হইতে অবতরণ করিয়া, রাবণ দূর হইতে মারীচকে কদলী-বৃক্ষাচ্ছাদিত রাম-কুটীর দেখাইয়া সেইখানে অবস্থান করিতে থাকিলেন এবং মারীচ তাহার প্রতিশ্রুতি পালন করিবার জন্য প্রিয়দর্শন স্বর্ণ-মৃগ-রূপ ধারণ করিয়া, সেই আশ্রমাভিমুখে চলিল।

সীতা প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, এক সুন্দর সুচিত্রিত স্বর্ণ-বর্ণ মৃগ আশ্রম প্রান্তে বিচরণ করিতেছে। তিনি অতিমাত্র হর্ষে রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়া ঐ মৃগ দেখাইলে, লক্ষ্মণ উহার ভাব-গতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন—উহা প্রকৃত মৃগ নহে, মারীচ-রাক্ষসের মায়া-রূপ মাত্র।

রাম কহিলেন—উহা যদি মৃগ হয়, তবে সীতার জন্য উহাকে ধরিতে বা বধ করিয়া চর্ম্ম সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আর যদি উহা মারীচই হয়, তাহা হইলেও সে বধার্হ।

তখন সীতাও লক্ষ্মণকে নিবারণ পূর্ব্বক ঐ মৃগের জন্য সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণকে সীতার প্রহরায় রাখিয়া রাম ধনুর্ব্বাণ-হস্তে বহির্গত হইলেন। রামকে দেখিয়া মৃগ সবেগে পলায়নপর হইলে রামও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে-করিতে দূর বনে চলিয়া গেলেন। তখন সুযোগ পাইয়া রাম তাহার প্রতি শর-ক্ষেপ করিলে, মৃগ তাল-প্রমা

উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইল এবং ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, রাবণের আদেশ স্মরণে কাতর-কণ্ঠে "হা সীতে", "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

মুমূর্ষু মারীচের এই কাতর-ধ্বনি শুনিয়া, রামের বিপদ-আশঙ্কায় সীতা লক্ষ্মণকে শীঘ্র রামের কাছে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু রামের আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক, সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আশ্রম ত্যাগ করিতে না চাহিলে, সীতা বিষম ক্রোধভরে জ্ঞান-হারা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন— তুমি আমায় পাইবার জন্যই রামকে বিনষ্ট দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ। এই নিমিত্তই তুমি ভরত কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াই হউক, আর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হউক, রামের সঙ্গে বনে আসিয়াছ। কিন্তু নিশ্চয় জানিও, তোমার সে কামনা কখনই সফল হইবে না। রাম বিনষ্ট হইলে, তৎক্ষণাৎ আমি তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিব।

সীতার এই পরুষ-বচন শ্রবণে, লক্ষ্মণ মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন—আর্য্যে! আমি রাক্ষসের মায়া ও রামের বাহুবল বিলক্ষণ অবগত আছি। সুতরাং রামের জন্য কিছুমাত্র চিন্তার কারণ নাই। রাম আমাকে আপনার রক্ষায় থাকিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন, আমি সেই আদেশ পালন করিতেছি। কিন্তু আপনি স্ত্রী-স্বভাব-প্রযুক্ত আমার প্রতি যে অকথ্য পাপমতি আরোপ করিতেছেন, তাহা আমার কর্ণে উত্তপ্ত লৌহ-বাণ স্বরূপ। বনবাসীগণ সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার কুবাক্যের তাড়নায় আপনাকে একাকিনী রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। বনদেবতারা আপনাকে রক্ষা করুন্। যেরূপ দুর্নিমিত্ত-সকল দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে আশ্রমে দেখিতে পাইব কি না, সন্দেহ। এই বলিয়া, অতি ক্ষুণ্ণ-মনে লক্ষ্মণ বহির্গত হইলেন।

রাবণ অবসর অপেক্ষা করিতেছিলেন। যেই লক্ষ্মণ আশ্রম ত্যাগ করিলেন, অমনি সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ, গাঢ় অন্ধকার যেমন চন্দ্র-সূর্য্য-বিহীনা সন্ধ্যার

সমীপবর্ত্তী হয়, তেমনি সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী সীতা রূপ-গুণের ভূয়সী প্রশংসা এবং তাঁহার বনবাসের ঐকান্তিকী অযোগ্যত প্রদর্শন করিতে থাকিলে, সরল-বুদ্ধি সীতা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে কুশাসন ও পাদ্য প্রদান করিলেন। পরে রাবণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া সীতা নিজ পরিচয় ও বনবাসের হেতু সংক্ষেপে রাবণকে জ্ঞাপন করিলেন।

তখন কাম-মোহিত রাবণ নিজের প্রকৃত পরিচয় দিয়া, সীতাকে তাঁহার ভার্য্যা হইতে প্রলুব্ধ করিতে থাকিলে, সীতা দুষ্ট রাবণের কু-অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে-করিতে অতি তীব্র ভাষায় রাবণকে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলেন। সীতা কহিলেন—তুই শৃগাল হইয়া সিংহীর প্রতি লোভ করিতেছিস্। তুই যখন মহাবাহু রামের ভার্য্যাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্, তখন তোর মৃত্যু আসন্ন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তুই বিষধর সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিস্, গলায় শিলা-বন্ধন করিয়া তুই সাগর পার হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিস্ এবং জিহ্বা দ্বারা শাণিত ক্ষুর স্পর্শ করিতে সাহসী হইয়াছিস্।

অবলার মুখে এইরূপ গর্ব্বোক্তি ও পরুষ-বচন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে ভ্রূকুটী-ভঙ্গি-সহকারে ভীষণ-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা করিতে-করিতে বাম-হস্তে সীতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে উরুদ্বয় ধারণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন। সীতা নিতান্ত ভয়াকুলা হইয়া বারংবার "রাম" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেন।

বিমানগামী পুষ্পক বনস্থলীকে শব্দায়মান করিয়া গমন করিতে থাকিলে বিহ্বলা সীতা সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন, চেতন-অচেতন-নির্ব্বিশেষে তাহাকেই নিজ দুঃখ-বার্ত্তা জানাইতেছেন এবং রামকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছেন। পুষ্পক হইতে দৃশ্যমানা, হংস-সারস-সেবিতা গোদাবরী, পশু-পক্ষী-সমাকুল সুবিস্তৃত জনস্থান, কর্ণিকারাদি বৃক্ষগণ, সকলকেই সীতা কাতর সম্বোধন করিতে থাকিলেন, আর বলিতে

লাগিলেন—দুষ্ট-রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তোমরা রামকে এই সংবাদ প্রদান কর। আমি তোমাদিগকে নমস্কার করিতেছি।

এমন সময়ে সীতা দেখিলেন, বৃদ্ধ জটায়ু এক বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছে। সীতা জটায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—আর্য্য জটায়ো! দেখুন, দুর্বৃত্ত রাবণ আমাকে আশ্রমে একাকিনী পাইয়া হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। আপনি এই বলবান ও সশস্ত্র পাষণ্ডকে নিবারণ করিতে পারিবেন না। তবে রাম ও লক্ষ্মণকে এই বৃত্তান্ত জানাইবেন, ইহাই আমার নিবেদন।

জটায়ু বৃক্ষোপরি নিদ্রিত ছিল। সীতার সম্বোধনে সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিল এবং রাবণকে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগে যথোচিত ভর্ৎসনা করিতে করিতে কর্ত্তব্যানুরোধে রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। প্রবল-বায়ু তাড়িত দুই মেঘের সংঘর্ষের ন্যায় রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ। জটায়ুর নখ চঞ্চুর আঘাতে রাবণ কিয়ৎকালের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া, অবশেষে তাহার পক্ষদ্বয় ছেদন করিলে, ছিন্ন পক্ষ জটায়ু রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে পতিত হইল। সুশীলা সীতা জটায়ুকে ছিন্ন-পক্ষ শোণিতার্দ্র ও মুমূর্ষু দেখিয়া বিস্তর রোদন করিতে থাকিলে, রাবণ সীতাকে লইয়া সত্বর সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। জটায়ুর পক্ষচ্ছেদে ও সীতার ক্রন্দনে সেই বন-স্থলীর পশু-পক্ষীও সন্ত্রস্ত হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে পুষ্পকের দিকে চাহিয়া রহিল, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইল এবং সরিৎ সরোবর, বৃক্ষ-লতাদি, এমন কি পর্ব্বত-শৃঙ্গাদিও সেইকালে যেন স্তম্ভিত মূর্ত্তি ধারণ করিল। বন দেবতাও যেন কম্পিত হইলেন।

কিছু পরে, রথ হইতে সীতা দেখিতে পাইলেন, এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে পঞ্চ-বানর বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগকে দেখিয়া, সীতা রাবণের অলক্ষিতে, নিজ-গাত্র হইতে অলঙ্কার-সকল উন্মোচন পূর্ব্বক কৌষেয় বস্ত্র-খণ্ডে সে-

গুলি আচ্ছাদিত করিয়া তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সীতা ভাবিলেন,—যদি রাম এদিকে আসেন এবং যদি এই বানরগণ তাঁহাকে আমার এই নিদর্শন গুলি দেখায়!

পুষ্পক অগণ্য নদ-নদী, কানন-কান্তার অতিক্রম করিয়া, বেগে সাগরের উপর দিয়া যাইতে থাকিল এবং সীতাও নিরন্তর "হা রাম", "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকিলেন।

রাবণ লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক, সীতার সমক্ষেই আট জন ভীম-কর্ম্মা রাক্ষস-গণকে আদেশ করিলেন—তোমরা অবিলম্বে জনস্থানে যাও এবং খর, দূষণ সমেত চতুর্দ্দশ রাক্ষসের হন্তা রামের গতাগতি ও কার্য্যাকার্য্য লক্ষ্য করিয়া আমাকে জানাইতে থাক এবং তাহাকে বধ করিতেও সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। সীতাকে রাম-সম্বন্ধে হতাশা করাই রাবণের এইরূপ আদেশের উদ্দেশ্য।

পরে, রাবণ সীতাকে নানাবিধ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইতে থাকিলেন। রাবণ কহিলেন,—হে সীতে! আমি বিশাল রাক্ষস-রাজ্যের অধিপতি। শুধু আমারই জন্য এক সহস্র ভৃত্য নিযুক্ত আছে। জগতে এমন কোন ঐশ্বর্য্যের নাম শুনি নাই, যাহা আমার এই স্বর্ণ-পুরীতে নাই। আমি এখন তোমার প্রণয়াধীন হওয়ায় এ-সমস্তই এখন তোমার। আমার অন্তঃপুরে বহু রূপ-লাবণ্যবতী রমণী আছে, কিন্তু তুমিই এখন আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা। সে-সকল রমণী এখন তোমার দাসিত্ব করিবে। অতএব তুমি সেই রাজ্যভ্রষ্ট, তাপস-ব্রতাচারী, দৈন্যক্লিষ্ট রামকে ভুলিয়া, আমার ভজনা কর। তুমি যেমন অপূর্ব্ব-রূপ-যৌবন-সম্পন্না, রামের ন্যায় বনচারী সন্ন্যাসী তোমার উপযুক্ত ভর্ত্তা নহে। আমিই সর্ব্বাংশে তোমার উপযুক্ত। তুমি রামের আশা আর করিও না। বায়ুকে পাশ দ্বারা বন্ধন বা অগ্নি-শিখাকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিতে প্রয়াসও যেমন, রামের পক্ষে সাগর-বেষ্টিত এই লঙ্কায় আগমনও তেমনি অসম্ভব। এমন কি, সাগর-বেষ্টিত আমার এই লঙ্কাপুরী তাহার মনোরথেরও অগম্য।

কামান্ধ-রাবণের ঐ-সকল বাক্য শুনিয়া, সীতা অশ্রু বর্ষণ করিতে-করিতে রাবণকে কহিলেন—রাজা দশরথ ধর্ম্ম-পালনে পর্ব্বত-সদৃশ দৃঢ় ছিলেন। তাঁহার পুত্র আমার স্বামী রামও ধর্ম্মাত্মা, সত্যসন্ধ, মহাবাহু ও সিংহস্কন্ধ। তিনি যদি আশ্রমে থাকিতেন, তাহা হইলে তুই তাঁহার শরে খরের গতি প্রাপ্ত হইতিস্। এখনি তুই যে আট জন রাক্ষসকে জনস্থানে পাঠাইলি, উহারা রামের নিকটে, গরুড়ের কাছে সর্পের ন্যায়, হীনতেজা হইবে। রে রাক্ষসাধম! তুই যখন আমাকে ধর্ষণ করিয়াছিস্, তখন তোর বিনাশ-কাল সমুপস্থিত হইয়াছে।

তখন সীতার মনে ভয় উৎপাদনার্থ, রাবণ অতি গম্ভীরভাবে তাঁহাকে বলিলেন—হে ভামিনি! তুমি যদি এক বৎসরের মধ্যে আমাকে ভজনা করিতে স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমার মাংসে আমার জন্য প্রাতরাশ প্রস্তুত হইবে, ইহা স্থির জানিও।

সীতাকে এইরূপ কহিয়া, রাবণ রাক্ষসীদিগকে কহিলেন—তোমরা সীতাকে অশোক-বনে রক্ষা কর এবং সান্ত্বনা ও ভর্ৎসনা পূর্ব্বক উহার দর্প অপনয়ন করিয়া উহাকে আমার বশীভূতা করিতে চেষ্টা কর।

রাবণের আদেশে রাক্ষসীরা সীতাকে অশোক-বনে লইয়া গেলে, সেখানে শোকাকুলা সীতা রাক্ষসীদের বশীভূতা হইয়া, ব্যাঘ্রী-বেষ্টিতা বা জাল-বদ্ধা হরিণীর ন্যায় মহাদুঃখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

সীতা-অন্বেষণ

এদিকে, রাম মারীচকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পশ্চাতে শৃগালগণ অকারণে রব করিতে থাকিলে, তিনি অমঙ্গল-আশঙ্কায় চিন্তাকুল হইলেন। রাম ভাবিতে লাগিলেন—মায়া-মৃগের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া, আমি আশ্রম হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। মারীচ মৃত্যুকালে আমার স্বরে যে শব্দ করিয়াছে, তাহা যদি সীতা ও লক্ষ্মণ

শুনিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা আমার জন্য সবিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া, হয় ত, আশ্রমে সীতাকে একাকিনী রাখিয়া লক্ষ্মণ আমার সন্ধানে আসিতে পারেন। তাহা হইলে, সেই অবসরে সীতা, হয় ত, কোন রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিতা বা অপহৃতা হইয়া থাকিবেন। জনস্থানের রাক্ষসগণের সহিত আমার যেরূপ শত্রুতা, তাহাতে সেইরূপই সম্ভব এবং মরিবার সময়ে "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া মারীচের চীৎকারের উদ্দেশ্য ঐরূপই বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার বামদিকে মৃগ ও পক্ষী-সকল ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া ঘোর অশুভ সূচনা করিতেছে।

এইরূপ দুশ্চিন্তা-ব্যাকুল-চিত্তে রাম দ্রুতপদে যাইতেছেন, এমন সময়ে ব্যস্তভাবে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া, রাম সীতার জন্য অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাম কহিলেন—লক্ষ্মণ! সীতাকে একাকিনী রাখিয়া আসা তোমার পক্ষে বড়ই অন্যায় হইয়াছে। হয় ত, আমরা ফিরিয়া গিয়া দেখিব, সীতা নিহতা বা ভক্ষিতা হইয়াছে। ঘোর দুর্নিমিত্ত-সকল ঐরূপ অশুভই সূচিত করিতেছে, আমার মন বিষাদ-ভাবাপন্ন এবং বাম-চক্ষু নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে।

এই কহিয়া, সীতার চিন্তা করিতে-করিতে আশ্রমের সমীপবর্তী হইলে, রামের মনে দৃঢ় ধারণা হইল যে, আশ্রমে সীতা নাই। তখন হৃদয়াবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, রাম লক্ষ্মণকে পুনর্বার ভৎর্সনা করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ অতি দুঃখিত-ভাবে কহিলেন,—আর্য্য! আমি "হা লক্ষ্মণ" শব্দে বিচলিত হই নাই, স্বেচ্ছায়ও আশ্রম ত্যাগ করি নাই। এমন কি, আর্য্যা সীতা বিষম বিচলিতা হইয়া, আমাকে বারংবার আপনার সন্ধানে আসিতে অনুরোধ করিতে থাকিলেও, আমি তাঁহাকে আপনার সম্বন্ধে চিন্তার কোনই আবশ্যক নাই, এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কথা গ্রাহ্যই করিলেন না, পরন্তু আমাকে দারুণ দুর্ব্বাক্য কহিতে থাকিলেন। তিনি আমাকে কহিলেন,—রামের আর্ত্তস্বর শুনিয়াও তুমি যখন যাইতেছ না,

তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তুমি রামের বিনাশ ও তৎপরে আমাকে লাভ কামনা করিতেছ। বোধ হয়, সেই অভিসন্ধিতেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া বা ভরতের পরামর্শে তুমি প্রচ্ছন্ন রিপুর ন্যায় রামের সঙ্গে বনে আসিয়াছ।

আর্য্যা আমার প্রতি এইরূপ কটূক্তি করিলে, আমি তাঁহাকে সাবধান থাকিতে কহিয়া, ক্রোধে আশ্রম-ত্যাগ পূর্ব্বক আপনার সন্ধানে যাইতেছিলাম।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম কহিলেন—হে সৌম্য! সীতা স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ ব্যাকুলতায় ও চাপল্যে তোমাকে পরুষ-বচন কহিলেও, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এই শত্রু-বেষ্টিত বন-মধ্যে একাকিনী রাখিয়া আসা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। পরন্তু ঐরূপ করায় আমার আদেশ লঙ্ঘিত হইয়াছে। ইহাও তোমার পক্ষে অন্যায়। সেই মৃগরূপী মারীচকে আমি বধ করিয়াছি। সেই চতুর মারীচই মৃত্যুকালে আমার স্বরে "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল।

এই বলিতে-বলিতে তাঁহারা দ্রুতপদে আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, আশ্রমে সীতা নাই! কোন রাক্ষস সীতাকে মারিয়া ফেলিল, বা ভক্ষণ করিল, বা হরণ করিল, অথবা পুষ্প-চয়নার্থ সীতা কোথাও গিয়াছেন, বা জল আনিবার জন্য সীতা গোদাবরীতে গিয়াছেন, এইরূপ চিন্তাব্যাকুল হইয়া রাম ও লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোথাও সীতাকে না দেখিতে পাইয়া, রাম বিহ্বল-চিত্তে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া কখনও কদম্ব-বিল্বাদি-বৃক্ষকে, কখনও বা অশোক-কর্ণিকারাদিকে কাতর সম্বোধন করিয়া সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। মৃগাদি পশু দর্শনেও রামের মনে সীতা-স্ফূরণ হইতে থাকিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় তাহাদিগকেও সম্বোধন করিয়া সীতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলেন। হয় ত রাক্ষসেরা সীতাকে হনন করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, তখন সীতার কত কষ্টই হইয়া থাকিবে, কল্পনায় এই কথা ভাবিতে-ভাবিতে রাম উন্মত্তের ন্যায়

কখনও বেগে গমন, কখনও উল্লম্ফন, করিতে-করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে রাম, সীতা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া বহু বিলাপ করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন—হে মহাবুদ্ধে! আপনি হতাশ হইবেন না। আসুন, গিরি-কানন-মধ্যে আর্য্যার অন্বেষণ করা যাউক। আর্য্যা বনে-বনে ভ্রমণ করিতে ভালবাসেন, তাই বোধ হয়, কোন বনে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন। পুষ্প তাঁহার প্রিয় বস্তু, বোধ হয়, তিনি কোন পদ্মাকর সরোবরে গিয়াছেন।

ইহার পরে তাঁহারা বহু স্থানে অন্বেষণ করিয়াও যখন সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন রাম বারংবার "হা সীতে", "হা সীতে"! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তাঁহারা সীতার অন্বেষণে গোদাবরীর দিকে যাইতেছেন, পথ-মধ্যে মৃগগণকে দেখিয়া, রাম "সীতা কোথায়"? বলিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা মুখ আকাশের দিকে উত্তোলন করিয়া এবং দক্ষিণ-দিকে ফিরাইয়া দক্ষিণ-দিকে ধাবমান হইতে থাকিল! লক্ষ্মণ ইহা লক্ষ্য করিয়া রামকে কহিলেন—দেব! মৃগদিগের আচরণ, যেন সীতা কোন্‌দিকে গিয়াছেন, তাহারই ইঙ্গিত বলিয়া বোধ হইতেছে। চলুন্, আমরা দক্ষিণ-দিকে অন্বেষণ করি।

তাঁহারা দক্ষিণ-দিকে যাইতে-যাইতে প্রথমে সীতার অঙ্গ হইতে স্খলিত পুষ্পরাজী, তৎপরে সীতার ও রাক্ষসের পদচিহ্ন এবং তৎপরে ভগ্ন-ধনু, ভগ্ন তূণ ইত্যাদি যুদ্ধ-চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। রাম আরও দেখিলেন, সীতার অলঙ্কার হইতে স্খলিত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র স্বর্ণখণ্ড-সকল স্থানে-স্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্থানে-স্থানে রক্তবিন্দু দেখিয়া রাম অনুমান করিলেন, বোধ হয় সীতার জন্য দুইজন রাক্ষস বিবাদ করিয়া অবশেষে সীতাকে ছেদন পূর্ব্বক উভয়ে মিলিয়া ভক্ষণ করিয়াছে। এই সকল চিহ্ন দেখিতে-দেখিতে রাম পুনরায় শোকে-বিহ্বল হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা

বাক্য কহিতে-কহিতে একস্থানে রথচক্র-রেখা ও রক্তবিন্দু-সমূহ লক্ষ্য করিয়া অনুমান করিলেন, এই স্থানে দুইজনে মহা যুদ্ধ হইয়াছে। কিয়দ্দূরেই তাঁহারা দেখিলেন, পর্ব্বত-কূট সদৃশ বৃহৎকায় পক্ষীন্দ্র জটায়ু রুধিরাক্ত-দেহে ভূমিতলে পতিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়াই রাম ভাবিলেন, জটায়ু নিশ্চয়ই ছদ্ম-পক্ষী-বেশী রাক্ষস। ঐ জটায়ু-রূপী রাক্ষসই সীতাকে ভক্ষণ করিয়া ভূমিতলে বিশ্রাম করিতেছে।

এই ভাবিয়া রাম ক্রোধভরে জটায়ুকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, মুমূর্ষু জটায়ু ফেন-যুক্ত রক্ত বমন করিয়া কাতর-ভাবে রামকে কহিল—হে আয়ুষ্মন্! তুমি মহাবনে সঞ্জীবনী ঔষধির ন্যায় যে স্ত্রী-রত্নকে অন্বেষণ করিতেছ, রাবণ সেই সীতা ও আমার প্রাণ, উভয়ই হরণ করিয়াছে। রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া পুষ্পক-রথে যাইতেছিল দেখিয়া, আমি যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে থাকিলে, সে আমার পক্ষদ্বয় ছেদন পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া দক্ষিণ-মুখে পলায়ন করিয়াছে।

জটায়ুর মুখে সীতা-হরণের কথা শুনিয়া এবং সীতাকে মুক্ত করিবার চেষ্টায় জটায়ুর প্রাণান্ত উপস্থিত দেখিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ পিতৃ-সখা জটায়ুকে আলিঙ্গন করিলে, রাম বিলাপ করিতে থাকিলেন—আমি কি দুর্ভাগ্য! রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া বনবাসী হইয়াছি, এখন সীতাকেও হারাইলাম, আবার হিতকারী পিতৃ-সখা জটায়ুও আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিল! জগতে আমার অপেক্ষা ভাগ্যহীন আর কেহই নাই!

সীতা-হরণ-বিষয়ে রাম আরও কথা শুনিতে চাহিলে, মৃতপ্রায় জটায়ু কেবল-মাত্র বলিল—রাবণ বিশ্রবার পুত্র এবং কুবেরের ভ্রাতা। এই বলিতে-বলিতে জটায়ুর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

পরম উপকারী পিতৃ-সখার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ রাম তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিয়া গোদাবরীতে তাহার তর্পণ সম্পাদন করিলেন।

রাবণ দক্ষিণ-দিকে প্রস্থান করিয়াছেন, জটায়ুর মুখে এই কথা শুনিয়া,

রাম ও লক্ষ্মণ ধনু, শর ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ-দিকে যাইতে লাগিলেন। এক নিবিড় অরণ্য অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ক্রৌঞ্চারণ্য-নামক আর-এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলে, অয়োমুখী-নাম্নী এক রাক্ষসী তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইল। সে লক্ষ্মণকে প্রণয়-সূচক সম্বোধন করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণ, সূর্পণখার ন্যায়, তাহাকেও বিকৃতা করিলেন। রাক্ষসী চীৎকার করিতে-করিতে পলায়ন করিল।

ক্রমে তাঁহারা অগ্রসর হইলে কবন্ধাকার এক বিকট রাক্ষস হঠাৎ তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও দুই বাহু দ্বারা দুইজনকে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার স্পর্দ্ধা করিতে থাকিলে, রাম ও লক্ষ্মণ অসি দ্বারা তাহার বাহু-যুগল ছেদন করিয়া মুক্ত হইলেন। তখন সে লক্ষ্মণের কাছে তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া নিজ পরিচয় কহিল—আমি দনুর পুত্র, আমার নাম কবন্ধ। ইন্দ্র আমাকে এরূপ বিরূপ করিয়াছেন। আমি আপনার সমক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিলে, আমি দিব্যধাম প্রাপ্ত হইব। রাম তাহাই করিলেন। সীতার সংবাদ সম্বন্ধে কবন্ধ কিছুই বলিতে পারিল না। সে কেবল বলিল যে, কিষ্কিন্ধাধিপতি বালী কর্ত্তৃক ভ্রষ্টরাজ্য ও হৃতদার হইয়া তাহার ভ্রাতা সুগ্রীব পম্পাতীরস্থ ঋষ্যমূক পর্ব্বতে থাকিয়া বালীকে বধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিলে সীতা যেখানেই থাকুন, সুগ্রীব তাঁহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিবেন।

তখন রাম ও লক্ষ্মণ প্রশস্ত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক পম্পানদীর পশ্চিম তীরাভিমুখে যাইতে থাকিলেন এবং এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন পম্পাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক রমণীয় আশ্রমে শবরী-নাম্নী এক বৃদ্ধা তাপসী বাস করিতেছিল। সে রাম ও লক্ষ্মণকে প্রণাম ও তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া কহিল—আমি পূর্ব্বে চিত্রকূটে বাস

করিতাম। পরে ঋষিগণ সে স্থান ত্যাগ করিলে, আমি এই মতঙ্গ-বনে বাস.করিতেছি। ঋষিরা আমায় বলিয়াছিলেন যে, রামের সহিত সাক্ষাতের পরে আমার দেহত্যাগ ঘটিবে। আমি সেইজন্য আপনার প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই আশ্রমে আমি যে-সব ঋষিগণের পরিচর্য্যা করিতাম, তাঁহারা সকলেই দিব্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন আমিও তাঁহাদের অনুগমন করিতে ইচ্ছা করি।

এই বলিয়া শবরী রামের অনুজ্ঞা লইয়া, তাঁহার সমক্ষে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-মধ্যে দেহ বিসর্জ্জন করিল। ঋষিদিগের পরিচারিকা শবরীর মনোভাব দেখিয়া রাম ঋষিদিগের প্রভাব সম্বন্ধে বিস্ময় প্রকাশ করিতে-করিতে লক্ষ্মণের সহিত পম্পাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

কিষ্কিন্ধা-কাণ্ড

সুগ্রীব-মিলন

রাম ও লক্ষ্মণ মনোহর পম্পানদীর তীরে উপস্থিত হইলে, নানাবি পদ্ম-খচিত সেই নদী ও তীরস্থ কুসুমিত বন-উপবনের রমণীয় সৌন্দর্য দেখিয়া সীতা-বিরহে রাম নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন লক্ষ্ম তাঁহাকে কহিলেন—হে পুরুষোত্তম! আপনি শোক সংবরণ করুন্ প্রিয়জনের প্রতি অত্যধিক স্নেহ কল্যাণকর নহে। রাবণ যেখানে থাকুক, অন্বেষণ করিয়া তাহাকে বিনষ্ট করিতেই হইবে। কিন্তু তাহ যত্ন-সাপেক্ষ। অতএব আপনি দীনতা ত্যাগ করিয়া উৎসাহ অবলম্ব করুন্। উৎসাহই লোকের পরম বল। লক্ষ্মণের যুক্তি-যুক্ত কথা শুনি রাম প্রকৃতিস্থ হইলে, তাঁহারা পম্পা অতিক্রম পূর্ব্বক ঋষ্যমূক-পর্ব্বতাভিমু চলিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে বানর-রাজ সুগ্রীব সেই পর্ব্বতে বিচরণ করিতে-করিতে দূ হইতে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে দুইজন জটাধারী পুরুষকে দেখিয়া চিন্তিত হইলেন সুগ্রীব তাঁহার অমাত্যগণকে কহিলেন—ঐ দুই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বা কর্ত্তৃক প্রেরিত। অতএব আমাদের পক্ষে এস্থান ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

অমাত্যগণের সহিত সুগ্রীব নিকটস্থ পর্ব্বতান্তরে আশ্রয় লইলে অমাত্য-প্রধান হনুমান্ সুগ্রীবকে কহিলেন—আপনি নিরাপদ স্থা

'থাকিয়াও বালীর ভয়ে ভীত হইবেন না। বরং ঐ দুই ব্যক্তি কে, কেন ভ্রমণ করিতেছেন, এই তথ্য অবগত হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

তখন সুগ্রীব উঁহাদের তথ্য অবগত হইবার জন্য হনুমানকে প্রেরণ করিলে, হনুমান্ উদাসীন-বেশে রাম-লক্ষ্মণের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরে হনুমান্ মধুর-বাক্যে কহিলেন—রাজর্ষি ও দেবর্ষি সদৃশ আপনাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, আপনারা তাপস-ধর্ম্মী। আপনাদের রূপ ও কান্তি যেমন সমুজ্জ্বল, সুদৃঢ় দেহও তেমনি অসাধারণ বলবীর্য্যের পরিচায়ক। আপনাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, যেন চন্দ্র-সূর্য্য ভূতলে ভ্রমণ করিতেছেন! আপনারা সন্ন্যাস-বেশ কেন ধারণ করিয়াছেন? আর কেনই বা পম্পাতীরে এই নির্জ্জন ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে আসিয়াছেন?

হনুমানের জিজ্ঞাসায় রাম ও লক্ষ্মণ কোন উত্তর না দিলে, হনুমান্ আরও কহিতে লাগিলেন—সুগ্রীব-নামক বানর-বীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষ্কিন্ধাধিপতি বালী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কয়েকজন অমাত্যসহ বিষণ্ণ-হৃদয়ে এই পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছেন। আমি সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি। আমি বায়ু-দেবের পুত্র। আমার নাম হনুমান্। আমি ইচ্ছানুরূপ রূপ-ধারণে সমর্থ। অধুনা সন্ন্যাসীর বেশে আপনাদের কাছে আসিয়াছি।

বাক্য-প্রয়োগ-পটু হনুমানের ব্যাকরণ-বিশুদ্ধ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া রাম হৃষ্টমনে লক্ষ্মণকে হনুমানের সহিত বাক্যালাপ করিতে বলিলে, লক্ষ্মণ হনুমান্‌কে কহিলেন—হে বিদ্বন্! বানর-রাজ সুগ্রীবের গুণাবলী সম্বন্ধে আমরা অবগত আছি। আমরা তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার সন্ধানে এ-প্রদেশে আসিয়াছি। আপনি তাঁহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করুন্।

এই বীর-দ্বয়ের সহিত সখ্য ঘটিলে সুগ্রীবের জয়লাভ নিশ্চিত, হনুমান্

এই ভাবিয়া মনে-মনে হৃষ্ট হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ কি জন্য বনবাসী, কেনই বা তাঁহারা সুগ্রীবের সহিত সখ্য-স্থাপনে ইচ্ছুক, ইত্যাদি কথা হনুমান্ জানিতে চাহিলে, রামের অনুমতি পাইয়া লক্ষ্মণ সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয়, রাজ্য-ভ্রংশ, বন-বাস ও সীতা-হরণ ব্যাপার বিবৃত করিয়া, অবশেষে কহিলেন—দনুর পুত্র রাক্ষসরূপী কবন্ধ আমাদিগকে কহিয়াছে যে, রাবণের সন্ধান ও সীতার উদ্ধার ব্যাপারে বীর সুগ্রীবই সমর্থ, সুতরাং তাঁহার সহিত সখ্য করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। তিনিও ভ্রাতা কর্ত্তৃক রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন। কবন্ধের উপদেশ মত আমরা সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছি। আপনি বানর-রাজকে আমাদের পরিচয় ও অভিলাষ জ্ঞাপন করুন্।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ অশ্রু মোচন করিতে-করিতে কহিলেন—হা অদৃষ্ট! দশরথের ন্যায় সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম আজ সুগ্রীবের শরণ-প্রার্থী!

লক্ষ্মণকে অশ্রুসিক্ত দেখিয়া হনুমান্ কহিলেন—আপনি দুঃখ করিবেন না। আপনাদের ন্যায় বীরদ্বয়ের সহিত মিলিত হওয়া সুগ্রীবেরও একান্ত প্রয়োজন। আপনারা যে স্বয়ংই এখানে আসিয়াছেন, ইহা সুগ্রীবের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। সুগ্রীবও রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া সভয়ে এই নির্জ্জন স্থানে বাস করিতেছেন। বালী তাঁহার পত্নীকেও হরণ করিয়াছেন। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে সাধ্যমত সহায়তা করিতে ত্রুটী করিবেন না, ইহা আপনারা নিশ্চয় জানিবেন। আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদিগকে সুগ্রীবের নিকটে লইয়া যাই। হনুমান্‌কে বিশ্বস্ত বোধে রাম-লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন।

তাঁহারা ঋষ্যমূকের সন্নিকটস্থ "মলয়"-নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, হনুমান্ সুগ্রীবের নিকট রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন—ইঁহারা আপনার শরণাগত হইয়াছেন। আপনি বিধি-পূর্ব্বক ইঁহাদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ইঁহাদিগকে সম্পূজিত করুন্। তখন সুগ্রীব

প্রসন্ন-চিত্তে রামকে কহিলেন—হনূমানের মুখে আপনার সদ্‌গুণাবলী শুনিয়া আমি বড়ই হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনি আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী, ইহাতে আমি নিজেকে পরম লাভবান্ এবং সম্মানিত বোধ করিতেছি।

সুগ্রীব এই কহিয়া হস্ত প্রসারণ করিলে, রাম দক্ষিণ হস্তে সুগ্রীবের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং হনূমান্ কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিলে, রাম ও সুগ্রীব সেই অগ্নি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক উভয়ে উভয়কে হৃষ্ট-চিত্তে দর্শন করিতে লাগিলেন। রাম সুগ্রীবকে কহিলেন—অদ্য হইতে তুমি আমার সখা হইলে। এখন হইতে তোমার ও আমার সুখ-দুঃখ একতা প্রাপ্ত হইল।

তাঁহারা উভয়ে উপবেশন করিলে, সুগ্রীব কহিলেন—আমি আমার ভ্রাতা বালী কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া সভয়ে ও ক্ষুণ্ন-চিত্তে এখানে বাস করিতেছি। আপনি আমাকে অভয় প্রদান করুন্। বন্ধু-বৎসল রাম তদুত্তরে সহাস্যে কহিলেন—হে কপিবর! পরস্পর উপকার করাই মিত্রতার ফল-স্বরূপ। অতএব তোমার ভার্য্যাপহারী বালীকে আমি নিশ্চয়ই বধ করিব।

রামের বাক্যে সুগ্রীব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—হে রাম! মন্ত্রী হনূমানের কাছে আমি আপনার বনবাসের কারণ অবগত হইয়াছি এবং সম্প্রতি রাবণ হইতে আপনার যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও হনূমান্ আমাকে কহিয়াছেন। আপনি এ-দুঃখ হইতে শীঘ্রই বিমুক্ত হইবেন। সীতা-উদ্ধারের জন্য যে-কিছু আয়োজন করিতে হইবে, তাহা আমিই করিব। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন্।

সীতা-হরণ-প্রসঙ্গে সুগ্রীব আরও কহিলেন—কয়েক দিন পূর্ব্বে আমরা ঋষ্যমূক-শৃঙ্গে বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময়ে বিমানগামী রথে এক রাক্ষস দক্ষিণ-মুখে যাইতেছিল এবং তাহার ক্রোড়স্থা এক নারী

নিরন্তর "হা রাম", "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। তিনি বোধ হয়, আমাদিগকে দেখিয়া, তাঁহার নিদর্শন-স্বরূপ কিছু অলঙ্কার এক বস্ত্র-খণ্ডে মণ্ডিত করিয়া আমাদের সমক্ষে ফেলিয়া দিলেন। এখন আমার অনুমান হইতেছে, উনিই আপনার সীতা, আর ঐ রাক্ষসই রাবণ। আমি সেই নিদর্শনগুলি আনিতেছি, আপনি দেখুন।

অলঙ্কার আনীত হইলে, রাম তাহা দেখিতে-দেখিতে অজস্র অশ্রুমোচন করিতে থাকিলেন এবং লক্ষ্মণকেও সে-গুলি দেখিতে দিলেন। তখন লক্ষ্মণ কহিলেন—আমি প্রতিদিন আর্য্যার চরণ-বন্দনা করিতাম বলিয়া, এই নূপুরদ্বয়-মাত্র আমার পরিচিত। তাঁহার অন্যান্য অঙ্গের অলঙ্কারের দিকে আমি কখনও দৃষ্টিপাত করি নাই।

ইহার পরে, রাম সুগ্রীবকে রাবণ-সম্বন্ধে তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে, সুগ্রীব বলিলেন—আমি সে বিষয়ে কিছুই অবগত নহি। তবে সময়ে চর দ্বারা সে বিষয় অবগত হইতে পারিব, এ জন্য চিন্তা নাই। অধুনা আমি বালী কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভীত-চিত্তে বনে-বনে ভ্রমণ করিতেছি আপনি আমাকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন্।

রাম কহিলেন—সংসারে উপকার দ্বারাই মিত্রতা, আর অপকারের দ্বারাই শত্রুতা হয়। আমি আজই বালীকে বধ করিব। তবে তৎপূর্বে বালীর সহিত তোমার বিবাদ-বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইতে ইচ্ছা করি তখন সুগ্রীব কহিতে লাগিলেন—বালী পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং অত্যন্ত প্রীতিভাজন বলিয়া পিতার মৃত্যুর পরে এই কিষ্কিন্ধা-রাজ্যের অধিপতি হইলেন এবং আমি স্বেচ্ছায় তাঁহার সেবক হইয়া রহিলাম।

পূর্ব্বে দুন্দুভি-নামক অসুরের পুত্র মায়াবীর সহিত বালীর শত্রুতা ছিল সে একদিন রাত্রিকালে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, বালী কাহারও নিষেধ না মানিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। বালীর ভয়ে

মায়াবী এক ভীষণ গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিলে, বালী আমাকে গর্ত্তের দ্বার-দেশে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে কহিয়া, গর্ত্ত-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে এক বৎসর অতীত হইল, তবু বালী বহির্গত হইলেন না। এ দিকে, গর্ত্ত-মুখ হইতে রক্ত নির্গত হইতে দেখিয়া, বালীর মৃত্যু হইয়াছে, এই ধারণায়, আমি অতি দুঃখে গর্ত্ত-দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। বালীর উদক্-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, মন্ত্রীগণ আমাকে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরে, বালী শত্রু-দমনান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং আমার কার্য্যে সাতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং ভার্য্যা হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। বালী অতিশয় বলবান্। সুতরাং আমি তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়াছি। সুগ্রীবের বাক্য শুনিয়া রাম কহিলেন—আমি নিজের অবস্থার দ্বারা তোমার দুঃখ বেশ অনুভব করিতেছি। তুমি নিশ্চিন্ত হও। আমি বালীকে বধ করিয়া তোমাকে শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করিব।

বালী-বধ

তখন সুগ্রীব বালীর বাহুবল সম্বন্ধে রামকে অবগত করান আবশ্যক ভাবিয়া কহিলেন—বিশাল-কায় মহিষাকার দুন্দুভি-নামক অসুর বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, বালী তাহার সবিশেষ লাঞ্ছনা করিয়া, তাহার মৃতপ্রায় বিশাল দেহ উত্তোলন পূর্ব্বক যোজনান্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই স্থলে মতঙ্গ-ঋষি থাকিতেন। তাঁহার আশ্রম-প্রান্তে প্রকাণ্ড মহিষকে মৃতাবস্থায় পতিত দেখিয়া, ইহা বালীর কার্য্য, এই অনুমান পূর্ব্বক ঋষি অভিশাপ করিলেন যে, তাঁহার এই আশ্রম-প্রদেশে প্রবেশ করিলেই বালী জীবন হারাইবে। এই ভয়ে বালী ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে আসিতে, এমন কি, দূর হইতে উহা নিরীক্ষণ করিতেও সাহস করে না। সেই জন্য আমি অধুনা অমাত্যগণের সহিত এই পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছি।

সুগ্রীবের কথা সমাপনান্তে রাম তাঁহাকে কহিলেন—এখন তুমি অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে কিষ্কিন্ধা-নগরে লইয়া চল এবং ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ-মাত্র-বিশিষ্ট তোমার শত্রু বালীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান কর।

সুগ্রীব তাহাই করিলে, বালী বহির্গত হইয়া সুগ্রীবের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অবশেষে,সুগ্রীব রণে ভঙ্গ দিয়া পুনরায় ঋষ্যমূকে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানের সহিত তথায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। বালীকে বধ করা সম্বন্ধে কিছুই করিলেন না বলিয়া, সুগ্রীব তাঁহাকে অনুযোগ করিতে থাকিলে, রাম কহিলেন—হে স্নেহভাজন! তোমাদের দুই ভ্রাতা দেখিতে সর্ব্বাংশে একই প্রকার। এইজন্য আমি পাছে বালী-বোধে তোমাকে নিহত করি, এই আশঙ্কায় শর-ত্যাগ করিতে পারি নাই। সীতার অন্বেষণে তুমি আমার পরম সহায়। সুতরাং তুমি নিহত হইলে আমি অকূল সাগরে পতিত হইব। তুমি এই গজপুষ্পী-নাম্নী পুষ্পিতা-লতা কণ্ঠে ধারণ করিয়া, পুনরায় বালীকে যুদ্ধে আহ্বান কর। তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে কে বালী, সহজেই আমি তাহা বুঝিয়া, বালীর প্রতি আমার অমোঘ বাণ ত্যাগ করিতে পারিব। তখন লক্ষ্মণ গিরি-তট হইতে পুষ্পিতা গজপুষ্পী-লতা উৎপাটন করিয়া সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া দিলে, সুগ্রীব সন্ধ্যারাগ-রঞ্জিত ও বলাকামালা-শোভিত মেঘের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপ চিহ্ন ধারণ করিয়া সুগ্রীব পুনরায় কিষ্কিন্ধাভিমুখে চলিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্যাদি বানর-বীরগণও সুগ্রীবের অনুগমন করিতে থাকিলেন। পুনরায় সুগ্রীবের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনিয়া বালী ক্রোধ-বশে বহির্গত হইতে চাহিলে, তাঁহার পত্নী তারা তাঁহাকে যুক্তি-যুক্ত উপদেশ-বাক্য কহিতে লাগিলেন—হে বীর! সুগ্রীব তোমার কাছে পরাজিত হইয়াও যখন আবার আসিয়াছে, তখন সে সহায়-সম্পন্ন হইয়াই আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কুমার অঙ্গদের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের বীরপুত্র দ্বয় কোন কারণে বনবাসী

হইয়াছেন। সুগ্রীব তোমার বিনাশার্থ তাঁহাদের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছে। সেই সাহসেই সুগ্রীবের এত তর্জ্জন-গর্জ্জন। রামের সহিত শত্রুতা করা কোন মতেই তোমার উচিত নয়। বুদ্ধিমতী তারার হিতকর উপদেশে বালী কর্ণপাত করিলেন না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, বালীর আসন্নকাল সমুপস্থিত।

বালী পুরী হইতে বহির্গত হইয়া আস্ফালনকারী সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সুগ্রীব অনতিকাল-মধ্যেই হীনবল হইয়া চারিদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া, রাম বালীর প্রতি অমোঘ শর নিক্ষেপ করিলেন। রামের শরাঘাতে বালী ধরাশায়ী হইয়াও সগর্ব্বে রামকে কহিলেন—আমি সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি, এমন সময়ে তুমি আমার অনাহ্বানে আমার প্রতি বাণ-ত্যাগ করিয়া কি যশ উপার্জ্জন করিলে? তুমি যে-রাজবংশের পুত্র, তোমার এই কার্য্য তাহার অনুরূপ হয় নাই। আমি তোমার কোন অপকার করি নাই, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বানও করি নাই, তবে তুমি আমার সহিত এরূপ ধর্ম্ম-বিগর্হিত ব্যবহার কেন করিলে? তুমি যে উদ্দেশ্যে সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিয়া, সেই সখ্যবশে আমার প্রতি এই অক্ষত্রোচিত ব্যবহার করিলে, আমাকে যদি তুমি সেই কার্য্যের আদেশ করিতে, তবে একদিনের মধ্যেই আমি তোমার সীতাকে তোমার কাছে আনিয়া দিতাম। আর, সেই দুরাত্মা রাবণকে বন্ধন করিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিতাম। আমি মরিতে দুঃখ করিতেছি না। কিন্তু তুমি সুগ্রীবকে রাজ্য দিবার জন্য অধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক আমাকে হনন করিলে, এইজন্য আমি সন্তপ্ত হইতেছি।

বালী এইরূপে রামকে ভৎর্সনা করিলে, রাম ধীর-ভাবে বালীকে কহিলেন—হে বানর-রাজ! তুমি ধর্ম্ম, অর্থ ও লোকাচার সবিশেষ অবগত না হইয়াই চাপল্য-বশতঃ আমাকে অনুযোগ করিতেছ। ধর্ম্মাত্মা ভরত এখন রাজা। তাঁহার রাজ্যে কোথাও গর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে,

তাহার প্রতিবিধান করা আমার একান্ত আবশ্যক। তুমি সম্প্রতি ধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিয়া, পুত্র-বধূ-স্বরূপিনী ভ্রাতৃ-বধূ রুমাকে উপভোগ করিতেছ। সুতরাং, লোকাচার-বিরুদ্ধ এইরূপ গর্হিত কার্য্যের জন্য তুমি বধার্হ। বিশেষ, সুগ্রীবের সহিত সখ্যে আবদ্ধ হইয়া, আমরা উভয়ে উভয়ের কার্য্যে সহায় হইতে প্রতিশ্রুত। সুতরাং আমি সে প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য। রাজ-ধর্ম্ম ও প্রতিজ্ঞা-পালনের বশবর্ত্তী হইয়াই আমি তোমাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছি, হিংসা-পরায়ণ হইয়া নহে। ইহা বুঝিয়া, তুমি আমার প্রতি ক্রোধ ত্যাগ কর।

রামের বাক্য শুনিয়া, বালী কাতর-কণ্ঠে কহিলেন—আমি মৃত্যুর জন্য শোক করিতেছি না। আমার অভাবে সুগ্রীব রাজা হইবেন, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই। কেবল দেখিবেন, যেন কুমার অঙ্গদের প্রতি ও আমার বিধবা পত্নী তারার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না হয়। সুগ্রীব আপনার বশবর্ত্তী বলিয়া, এ ভার আমি আপনার উপরেই সমর্পণ করিলাম।

রাম এই ভার গ্রহণ করিলে, বালী শরাঘাত-জনিত মোহ-প্রাপ্ত হইলেন। তখন তারা তাঁহার কাছে আসিয়া বহু বিলাপ করিতে থাকিলে, সুগ্রীবও ভ্রাতার বধে দুঃখিতান্তঃকরণে রামের নিকট গিয়া এরূপ জঘন্য উপায়ে রাজ্য-প্রাপ্তিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে, তারাও রামের কাছে গিয়া বিলাপ করিতে-করিতে অবশেষে রামকে কহিলেন—হে বীর! তুমি বালীর সঙ্গে আমাকেও বধ কর। তাহাতে তোমার স্ত্রী-বধের আশঙ্কা নাই, কারণ, আমাকে বালীরই আত্মা বলিয়া জানিও তারা এইরূপে শোক প্রকাশ করিতে থাকিলে, রাম তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন যে, ভবিতব্যের উপরে কাহারও ক্ষমতা নাই যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিবেই। অতএব তাহার জন্য শোক করা বৃথা।

তখন যথাবিধি বালীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, হনুমান রামকে কহিলেন—হে মহাত্মন্! এখন সুগ্রীব নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক

রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া, আপনাকে যথাযোগ্য সম্পূজিত করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি কিষ্কিন্ধার গিরি-গুহায় বাস এবং বানরদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত করুন্।

রাম কহিলেন—আমি চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসের প্রতিজ্ঞা-পালন করিতেছি। অতএব নগরে বাস আমার পক্ষে অনুচিত। সুগ্রীব অবিলম্বে রাজপদে অভিষিক্ত হউন্ এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন্। অধুনা বর্ষাকাল সমাগত। এ সময়ে সীতা-অন্বেষণের জন্য সৈন্য প্রেরণ করা বিধেয় নহে। বর্ষার অন্তে সেই উদ্যোগ করিলেই চলিবে। রামের আজ্ঞায় সুগ্রীব তাহাই করিলেন এবং রামের সাহায্যে পত্নী রুমা ও কিষ্কিন্ধা-রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

সীতা-অন্বেষণে বানর-সৈন্য

সুগ্রীব রাজ্যাভিষিক্ত হইলে, রাম প্রথমে প্রস্রবণ-নামক পর্ব্বতে এবং পরে মাল্যবান-পর্ব্বতে বর্ষা যাপন করিতে থাকিলেন। বর্ষাকালে মাল্যবানের রমণীয় শোভা সন্দর্শনে সীতা-বিরহ রামকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিতে থাকিল। মাস-চতুষ্টয় অপেক্ষা করাও যেন রামের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। বর্ষা শেষ হইলে, যখন নদীসকল নির্ম্মল ও চক্রবাক্-শোভিত হইয়া শরতের সূচনা করিল, তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—লক্ষ্মণ! বর্ষা অতীত হইয়াছে। সৈন্যাভিযানের এই ত উপযুক্ত সময়। কিন্তু সুগ্রীবের কোনরূপ উদ্যোগ লক্ষিত হইতেছে না। সুগ্রীব নিজে সুখ-ভোগে নিমগ্ন থাকিয়া, আমাকে অসহায় বোধে উপেক্ষা করিতেছেন। নতুবা, তিনি সীতা-অন্বেষণের প্রতিশ্রুতি করিয়াও, সে বিষয়ে এখন নিশ্চেষ্ট আছেন কেন? নিজের কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, সেই জন্যই কি আমার কার্য্য বিস্মৃত হইলেন? তুমি, সুগ্রীবের নিকট গিয়া তাঁহাকে আমার ক্রোধ জানাও এবং বলিও, বালী যে পথে গিয়াছেন সে পথ

উন্মুক্তই রহিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিলে শুধু তাঁহাকে কেন, সবান্ধবে তাঁহাকে নিহত করিতে আমি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিব না।

এ দিকে বর্ষা শেষ হইতে-না-হইতেই, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন হনুমান্ সুগ্রীবকে রামের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলে, সুগ্রীব অমাত্যগণকে নানাস্থান হইতে সুদক্ষ বানর-সেনা সংগ্রহের আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং সেইখানেই তিনি কামাসক্ত ও মদ্য-পানাসক্ত হইয়া কাল যাপন করিতে থাকিলেন। এদিকে সৈন্য সংগৃহীত হইতে থাকিলেও, সুগ্রীবের আদেশ-অভাবে সীতা-অন্বেষণের ব্যবস্থা কিছুই করা হইল না।

রাম লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকটে যাইতে আদেশ দিলে, লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এইরূপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, কিষ্কিন্ধায় গমন করিলেন। লক্ষ্মণকে বিষম ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সকলে সন্ত্রস্ত হইলে লক্ষ্মণ অঙ্গদকে কহিলেন—বৎস! তুমি সুগ্রীবকে অবিলম্বে সংবাদ দাও যে, তাঁহার প্রতিশ্রুত কার্য্যে অত্যন্ত অবহেলা দেখিয়া রামাদেশে আমি এখানে আসিয়াছি। অঙ্গদের মুখে সচিবেরা সুগ্রীবকে এই সংবাদ জানাইলে, সুগ্রীব বলিলেন—আমি রামের কোন অপকারই করি নাই, তবে লক্ষ্মণ আমার প্রতি এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করেন কেন? বোধ হয়, আমার কোন শত্রু লক্ষ্মণকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া থাকিবে। তখন সচিবগণ সুগ্রীবকে বুঝাইলেন যে, সীতা-অন্বেষণের উপযুক্ত শরৎকাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মত্ততা-প্রযুক্ত আপনি তাহা অবগত নহেন। সীতা-অন্বেষণের উদ্যোগাদি না দেখিয়া, লক্ষ্মণ আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আপনি লক্ষ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন্ এবং তিনি আপনাকে পরুষ বচন বলিলেও, আপনি বিনীত-ভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যত্নবান্ হইবেন। আপনি রাম-কর্ত্তৃক কৃতার্থ অথচ প্রত্যুপকার-করণে আপনার ত্রুটী হইয়াছে।

এ অবস্থায় তাঁহাদের শাসন শিরোধার্য্য করাই আপনার পক্ষে কর্ত্তব্য ও মঙ্গলকর।

লক্ষ্মণ ক্রোধের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, সুগ্রীবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে, সাহস করিয়া কেহই তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিল না। অন্তঃপুরে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া, তারা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, সুগ্রীব পূর্ব্বেই সেনা-সংগ্রহের জন্য অমাত্যগণকে আদেশ করিয়াছেন এবং মহাবীর বানরগণ সৈন্যদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সম্প্রতি সুগ্রীব অত্যধিক মদ্যপানাসক্ত থাকায় এ কার্য্যে কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছে। আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে ক্ষমা করুন্।

তারা এই বলিয়া লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের কাছে লইয়া গেলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত-ভাবে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলে, উপকারী মিত্রের প্রতি প্রতিশ্রুতি-পালনে অবহেলার উল্লেখ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরুষ-বচনে ভর্ৎসনা করিতে থাকিলেন। তখন তারা ও সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ধীর-বচনে শান্ত করিলে, সুগ্রীব লক্ষ্মণের সাক্ষাতেই সত্বর সৈন্যাভিযানের আদেশাদি দিয়া, লক্ষ্মণের সহিত রামের নিকট গমন করিলেন।

সুগ্রীব রামের চরণ-বন্দনা করিলে, রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে-করিতে সীতা-অন্বেষণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলে সুগ্রীব কহিলেন,—নানাস্থান হইতে বিক্রমশালী বানরসেনা সংগৃহীত হইয়াছে এবং অভিযানের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইতেছে।

কিছু পরেই সেনাগণ রাম-সমীপে আগমন করিলে, রাম সেই বিশাল বানর-চমূ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন সুগ্রীব পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, চারিদিকে যাইবার জন্য কার্য্যের গুরুত্বানুসারে সৈন্য-বিভাগ এবং তাহাদিগকে যে-যে স্থলে বিশেষ করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে, তাহার উল্লেখ করিয়া আদেশ প্রদান করিলেন। রাবণ সীতাকে লইয়া দক্ষিণ-দিকে গিয়াছেন, এইজন্য হনুমান্, জাম্ববান্, গবাক্ষ, সুষেণ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

সেনাপতিগণ যুবরাজ অঙ্গদের অধ্যক্ষতায় দক্ষিণ-দিকে প্রেরিত হইল। সুগ্রীব হনুমান্‌কেই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যক্ষম বিবেচনা করায়, রাম তাঁহার নিদর্শন-স্বরূপ অঙ্গুরীয়ক হনুমানের হস্তে প্রদান করিলে, হনুমান্ সসম্মানে উহা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক রামের চরণ-বন্দনা করিলেন। অভিযান-যাত্রার পূর্ব্বে সুগ্রীব সেনাপতিগণকে বলিলেন যে, এক মাসের মধ্যেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়া চাই। নতুবা তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে।

সৈন্যগণ যে-দল যে-দিকে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারা সেই দিকে গিরি-কাননাদি সকল-স্থল অন্বেষণ করিতে থাকিল। ক্রমে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে অন্বেষণ শেষ করিয়া, পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম দিকের সেনাপতিগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুগ্রীবের কাছে নিবেদন করিল যে, তাহারা যথোচিত অন্বেষণ করিয়াও সীতার কোন সন্ধান পায় নাই। দক্ষিণ-দিকের অভিযান সফল হইবার সম্ভাবনা, কারণ তাহাতে মহাজ্ঞান-সম্পন্ন বীরবর হনুমান্ আছেন এবং রাবণ সীতাকে লইয়া দক্ষিণ-দিকেই গিয়াছেন।

এদিকে, দক্ষিণ-দিকের সেনাগণ সকল-স্থল তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিতে-দেখিতে অগ্রসর হইতে থাকিল এবং বিন্ধ্য-গিরির সকল-স্থল অন্বেষণ করিতে বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন তাহারা অন্ধকারময় এক বিলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে-যাইতে এক মনোহরা পুরী দেখিতে পাইল। চারিদিকে অন্বেষণ করিতে-করিতে সেখানে এক তপস্বিনী নারীকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন,—এই স্বর্ণময়-পুরী ময়-দানবের। ময়-দানব ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার প্রণয়িনী হেমা-নাম্নী অপ্সরী কিছুকাল এই পুরীতে ছিলেন। আমি মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা, বহুদিন হেমার সখী ছিলাম। আমার নাম স্বয়ংপ্রভা। এখন আমি এই পুরী রক্ষা করিতেছি।

তৎপরে পরিশ্রান্ত বানরগণ ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া সুস্থির-চিত্ত হইলে, তপস্বিনী স্বয়ংপ্রভা বানরগণের এইরূপ ভ্রমণের হেতু জানিতে চাহিলে,

হনুমান্ সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া, পরে তাঁহাকে বলিলেন যে, তাহাদের নির্দ্দিষ্ট-কাল অতীত হইয়াছে, এখন সত্বর এই বিল হইতে নির্গত না হইতে পারিলে তাহাদেব প্রাণদণ্ড হইবে।

তখন তপস্বিনীব প্রভাবে স্বল্প-ক্ষণেই বিল হইতে নির্গত হইয়া বানর-সেনাপতিগণ ভীষণ-তবঙ্গ-সমাকুল সাগব-কূলে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে অঙ্গদ তাহাদিগকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন—হে কপিগণ! আমরা বিল মধ্যে প্রবেশ কবায় নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়াছে, অথচ সীতাব কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এরূপ অবস্থায় কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সুগ্রীব আমাদেব প্রাণদণ্ড কবিবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহা অপেক্ষা, এই সমুদ্র-তীরেই প্রায়োপবেশন কবিয়া প্রাণত্যাগ কবাই আমাদেব পক্ষে শ্রেয়ঃ।

অঙ্গদেব যুক্তি-সঙ্গত কথা শুনিয়া, আব-সকলে তাহাই অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, সুগ্রীব স্বভাবতঃ নিষ্ঠুব, বামও সীতাগত-প্রাণ। সুতবাং আমবা নির্দ্দিষ্ট-কাল অতীত করিয়া ও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, বামেব প্রীতি সম্পাদনার্থ সুগ্রীব নিশ্চযই আমাদের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা কবিবেন।

তখন কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাবর্ত্তন, অথবা বিল-মধ্যে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক সেখানে অবস্থিতি, অথবা প্রায়োপবেশনে এই স্থানেই প্রাণত্যাগ, এই তিনটী বিষয় সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া, প্রায়োবেশনে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইলে, উদক-স্পর্শ পূর্ব্বক বানর-সেনাপতিগণ প্রায়োপ-বেশন সঙ্কল্প করিয়া বিন্ধ্য-গিবির সানুদেশে উপবিষ্ট হইলেন।

সেই পর্ব্বত-কূটস্থ এক গুহা-মধ্যে সম্পাতি-নামক এক গৃধ্র অক্ষম অবস্থায় বাস করিত। তাহার পুত্র সুপার্শ্ব প্রতিদিন প্রভাতে বহির্গত হইয়া সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিত এবং পিতার আহারের জন্য আমিষও যথাসম্ভব সঙ্গে আনিত। পর্ব্বতের সানুদেশে বানরগণ প্রায়োবেশনে প্রবৃত্ত

হইলে, সম্পাতি গুহা হইতে নির্গত হইয়া তাহাদিগকে দেখিল এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে কিছুদিনের জন্য খাদ্যের চিন্তা থাকিবে না, এই ভাবিয়া হৃষ্ট হইল।

এদিকে পর্ব্বতের উপরে বিকটাকার এক প্রকাণ্ড গৃধ্র তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বানরগণকে নিরীক্ষণ করিতেছে দেখিয়া, অঙ্গদ ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা রামের কার্য্যে জটায়ুর প্রাণত্যাগ-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে থাকিলে, সম্পাতি বহুকাল পরে ভ্রাতা জটায়ুর নাম শুনিয়া কুতূহলী হইল এবং বানরগণকে বলিল—আমি পক্ষহীন এবং উড়িতে অক্ষম। তোমরা কেহ যদি আমাকে ধর, তবে আমি এই পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে গড়াইয়া পড়ি। তোমাদের মুখে জনস্থান-বাসী জটায়ু-সম্বন্ধে বিস্তারিত-কথা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। জটায়ু আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

গৃধ্র এরূপ কহিলে, অঙ্গদ তাহাকে শৃঙ্গ হইতে অবতারিত করাইলেন এবং গৃধ্রের নিকট নিজেদের পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রামের বন-বাস, সীতা-হরণ, জটায়ুর প্রাণত্যাগ, সুগ্রীবের সহিত রামের সখ্য-স্থাপন এবং রাম কর্ত্তৃক বালী-বধ, সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া অবশেষে বলিলেন—আমরা সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া, কোথাও সীতার সন্ধান করিতে পারি নাই। এদিকে নির্দ্দিষ্ট-কালও উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সুগ্রীবের হস্তে নিধন-প্রাপ্তি অপেক্ষা আমরা এই সাগর-তীরে প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ সঙ্কল্প করিয়াছি।

অঙ্গদের কথায় সম্পাতি, বানরগণের দুঃখে সমদুঃখী হইয়া, নিজ-পরিচয়ে কহিল—পক্ষীন্দ্র গরুড়ের ভ্রাতা অরুণের দুই পুত্র। আমি জ্যেষ্ঠ, আমার নাম সম্পাতি এবং জটায়ু আমার কনিষ্ঠ। আমরা উভয়েই অসামান্য বলশালী ছিলাম। পুরাকালে একদা সূর্য্যকে স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধায় আমরা উভয়ে আকাশ-মার্গে গমন করিতে থাকিলে, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তেজে জটায়ু অবসন্ন হইতেছিল দেখিয়া, আমি পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে

আচ্ছাদন করি এবং তাহাতেই তাহার প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু সেই কার্য্যে আমার পক্ষদ্বয় দগ্ধ হইয়া গেলে, আমি এই বিন্ধ্য-কূটে পতিত হইলাম এবং সেই অবধি অকর্ম্মণ্য অবস্থায় এই পর্ব্বতের এক গুহা মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি। আমার পুত্র সুপার্শ্ব দিনান্তে আমার জন্য কিঞ্চিৎ আমিষ লইয়া আসে। তাহাতেই কোন প্রকারে আমার জীবনরক্ষা হইতেছে।

সম্পাতির কথা শুনিয়া, অঙ্গদ তাঁহাকে রাবণ ও তাঁহার রাজ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, সম্পাতি বলিতে থাকিল—বীব জটায়ু রাম-কার্য্যে প্রাণ বিসর্জ্জন কবিয়াছে শুনিয়া আমি সন্তোষ লাভ করিলাম। আমার দেহ জীর্ণ এবং পক্ষ-হীনতায় আমি একেবাবে অকর্ম্মণ্য। সুতরাং পরিশ্রম কবিয়া রাম-কার্য্যে সহায়তা করা আমাব পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইলেও, সীতার তথ্য কহিয়া আমি তোমাদেব কার্য্যে উত্তম সহায়তা করিব। কয়েক মাস পূর্ব্বে একদিন আমি গুহায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, রাবণ এক পরম-রূপবতী নাবীকে লইয়া বিমানগামী রথে সাগরের উপর দিয়া যাইতেছে। তখন সেই নাবী নিবন্তব "হা রাম," "হা লক্ষ্মণ" বলিয়া কাতবে ক্রন্দন করিতেছিল। এখন বুঝিতেছি, সেই নারীই সীতা। সেই দিন আমার পুত্র সুপার্শ্ব নির্দ্দিষ্ট কালে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া রহিলাম। নিশাভাগে সুপার্শ্ব আসিলে আমি তাহাকে এরূপ বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, রাবণ পুষ্পক-রথে এক রোরুদ্যমানা নাবীকে লইয়া সাগরের উপর দিয়া যাইতেছে দেখিয়া, সে সেই পুষ্পক অনুধাবন পূর্ব্বক লঙ্কা-রাজ্য পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং সেখানে রাবণ সীতাকে রথ হইতে নামাইয়া অশোক-নামক কাননে রক্ষা করিল, ইহাও সে দেখিয়া আসিয়াছে। এই কারণেই তাহার বিলম্ব হইয়াছে এবং রাত্রি হওয়ায় সে আমার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। সুপার্শ্বের মুখে এই কথা শুনিয়া অবধি আমি প্রতিদিন সুউচ্চ বিন্ধ্য-কূটে বসিয়া এবং আমার এই শ্যেন-দৃষ্টি

সম্প্রসারণ করিয়া লঙ্কার কাননে সেই নারীকে দেখিতে পাই। আজ আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। এখন তোমরা প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, যাহাতে লঙ্কায় যাইতে পার, তাহাব উপায় নির্দ্ধারণ কর।

মুমূর্ষু ব্যক্তি অমৃত লাভ করিলে যেমন হর্ষ প্রাপ্ত হয়, সম্পাতির মুখে সীতাব সংবাদ পাইয়া সেনাপতিগণ ততোধিক উল্লসিত হইয়া, পূর্ব্বক আনন্দধ্বনি করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু ভীষণ তরঙ্গ-সমাকুল অকূল সাগরের দিকে দৃষ্টি করিয়া "এখন কি কর্ত্তব্য" বলিতে-বলিতে সকলেই বিষণ্ণ হইয়া উঠিলেন।

তখন অঙ্গদ বানর-বীরগণকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বীরগণ! তোমাদের মধ্যে কে শত যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সমর্থ, তাহা বল।

তখন জাম্ববান্-প্রমুখ বানরগণ স্বীয়-স্বীয় ক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে, অঙ্গদ বুঝিলেন যে, শত যোজন লঙ্ঘনে কেহই সমর্থ নহেন। অঙ্গদ কহিলেন তিনি নিজে শত যোজন লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেও, তৎপরে প্রত্যাগমন করিবার শক্তি তাঁহার থাকিবে কি না, সন্দেহ।

অঙ্গদের উক্তি শুনিয়া জাম্ববান্ কহিলেন—আপনি স্বয়ং যুবরাজ এবং আমাদের অধ্যক্ষ। আপনাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা এ-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। সুতরাং কার্য্যের মূল-রক্ষা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব আপনি নিবৃত্ত হউন।

জাম্ববানের কথা শুনিয়া অঙ্গদ কহিলেন—যদি এ-কার্য্যে আমি না করি, কিম্বা অন্য কোন সেনাপতি গমন না করেন, তবে এইখানে আমাদের পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত অনশনে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। এখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হউক।

তখন জাম্ববান্ মহাবীর হনুমানের নিকটে গিয়া, তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে-করিতে কহিলেন—হে বীরবর! তুমি পবন-দেবের পুত্র

অঞ্জনার নন্দন। অঞ্জনা তোমায় গুহা-মধ্যে প্রসব করিলে, তুমি বাল্যকালে একদিন সূর্য্যোদয় দেখিয়া, মহান্ হর্ষে সূর্য্যকে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশে উল্লম্ফন পূর্ব্বক তিনশত যোজন গমন করিলে, ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিলে। তোমার মত মহাবিক্রমশালী বীর আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিতে, সীতার সন্ধান পাইয়াও, যদি বিক্রম-অভাবে রাম-কার্য্য সম্পন্ন না হয়, তবে বড়ই দুঃখে আমাদিগের সকলকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। 'আমি বার্দ্ধক্য-হেতু হীন-পরাক্রম হইয়াছি। এখন তুমিই আমাদের এক-মাত্র ভরসা-স্থল। সমস্ত বানর-বাহিনী তোমার বীরত্ব দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। অতএব তুমি এই হিতকর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হও।

জাম্ববানের কথায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ হনূমান্ নিজের দেহ' বর্দ্ধন ও শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, মনে-মনে লঙ্কা-ধ্যান করিতে লাগিলেন।



সুন্দর-কাণ্ড

-:*:-

লঙ্কায় হনুমান্

প্লবঙ্গম-বীর হনুমান্ পিতা পবন-দেবের উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক বায়ু-পথে উৎপতিত হইয়া ভীম-বেগে গমন করিতে থাকিলে, পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সেই বেগগামী-দেহের বিশাল-ছায়া নীলজলে শ্বেতবর্ণ মেঘমালার আকার ধারণ করিল। মধ্য-পথে হনুমানের বিশ্রামার্থ মৈনাক-পর্ব্বত * তাহার হিরণ্ময় শৃঙ্গ উত্তোলন করিলে, হনুমান্ ত্বরা-বশতঃ তাহাতে ক্ষণকালও অবস্থিতি করিতে পারিলেন না, কেবল মৈনাকের সম্মানার্থ স্পর্শ-মাত্র করিয়া ব্যোম-পথে ধাবিত হইতে থাকিলেন। পরে নাগ-মাতা সুরসা ও রাক্ষসী সিংহিকা বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইলে, হনুমান্ তাহা অতিক্রম করিয়া ত্রিকূট-নামক লঙ্কার এক-পর্ব্বতে অবতরণ করিলেন এবং দেহ সঙ্কোচ করিয়া সেখান হইতে লঙ্কা-নগরী নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন।

হনুমান্ দেখিলেন, কুসুম-খচিত-পবিথায় শোভিত, সুবর্ণ-প্রাচীরে বেষ্টিত, পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ ও মনোহর অট্টালিকায় সমাকীর্ণ, ধ্বজ-পতাকা

---

* সত্যযুগে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল বলিয়া তাহারা মেঘের মত বিচরণ করিতে পারিত। বায়ু-পথে পর্ব্বতগণের গতাগতি দেখিয়া প্রাণী-সকল ভীত হইত এবং যেখানে কোন পর্ব্বত পতিত হইত, সেখানে বিস্তর জীব-নাশ ঘটিত দেখিয়া, ইন্দ্র পর্ব্বতদিগের পক্ষচ্ছেদ করেন। সেই অবধি পর্ব্বতেরা "অচল" হইয়াছে। কেবল হিমালয়-পুত্র মৈনাক পক্ষচ্ছেদ-ভয়ে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা পৌরাণিক কাহিনী।

শোভিত পুরী সীতাহরণ-জন্য শঙ্কায় রাক্ষস-বীরগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সংরক্ষিত হইতেছে। হনুমান্ ভাবিলেন, দিনমানে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে তিনি রাক্ষসদিগের লক্ষ্য হইবেন, অতএব রাত্রিকালে লঙ্কায় প্রবেশ করাই নিরাপদ। এই ভাবিয়া রাত্রির অপেক্ষায় সঙ্কুচিত-দেহ হনুমান্ সেই পর্ব্বতে অবস্থান করিতে থাকিলেন। সন্ধ্যা-সমাগমে হনুমান্ মার্জ্জারের মত ক্ষুদ্র আকার ধারণ করিয়া সেই পর্ব্বত হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং চারিদিকে লঙ্কার অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলেন। হনুমান্ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেই এক বিকটাকার রাক্ষসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সগর্ব্বে তাঁহাকে 'বানর' সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন,—তুই কে, কি জন্যই বা এই লঙ্কাপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিস্? আমি এ পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে এখান হইতে বাহির হইয়া যা।

তখন হনুমান্ প্রথমে সেই রাক্ষসীকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনিই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার আজ্ঞা ভিন্ন একটী মূষিকও লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারে না। তিনিই রাক্ষসী-বেশে হনুমানকে লঙ্কা পরিদর্শনে বাধা দিতেছেন। হনুমান্ লঙ্কাপুরী দর্শন করিয়া চলিয়া যাইবেন বলিলে, রাক্ষসী ভীষণ আকার ধারণপূর্ব্বক হনুমানকে এক চপেটাঘাত করিলেন। স্ত্রীলোকের প্রতি বীরত্ব প্রকাশ অনুচিত বোধে, হনুমান্ তাঁহার বাম হস্তের একটী ক্ষুদ্র মুষ্টি রাক্ষসীর প্রতি প্রয়োগ করিতেই রাক্ষসী পড়িয়া গেলেন। তখন রাক্ষসী হনুমানকে কহিলেন,—বুঝিলাম, রাক্ষসদিগের সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত। ব্রহ্মা আমাকে কহিয়াছিলেন যে, যখন আমি বানর কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইব, তখনই রাক্ষসদিগের বিপদ অবশ্যম্ভাবী। রাবণ নিজদোষে এই অমঙ্গল সংঘটিত করিল! এখন তুমি যথেচ্ছ বিচরণ পূর্ব্বক সীতার অন্বেষণ করিতে পার।

তখন হনুমান্ রাজপথ অবলম্বন করিয়া, সেই মনোহরা পুরীর নৈশ

সৌন্দর্য্য দেখিতে-দেখিতে রাবণের প্রাসাদ-অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে হনুমান্ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল গৃহ দেখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন খানে তিনি দেখিলেন, পরম রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন রমণীসকল মদ্যপানে আসক্ত হইয়া বিলোল কটাক্ষে স্বীয়-স্বীয় স্বামীগণকে জর্জ্জরিত করিতেছে, কোথাও গীত-বাদ্যের মধুর ঝঙ্কার, কোথাও উচ্চ হাস্য-ধ্বনি, কোথাও বা অসম্বদ্ধ বাক্যাবলীর কলরব, এইরূপে সমগ্র পুরী মুখরিতা। হনুমান্ বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-স্বরূপা, রাম বিরহ-কাতরা, বিধাতার মানসী সৃষ্টি-স্বরূপিনী সীতা কখনই ইহার মধ্যে কেহই হইতে পারেন না।

এইরূপে তিনি ভবনের পরে ভবন দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং সর্ব্বত্রই ভোগ-বিলাসের পরাকাষ্ঠা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। রাবণের ভবন সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী। হনুমান্ সেখানে দেখিলেন, বহু রূপসী যুবতী শয়ান রহিয়াছে, তাহাদের সমুজ্জ্বল মুখ-শ্রীতে স্থানটী যেন নক্ষত্র-ভূষিতা শারদীয়া রাত্রির শোভা ধারণ করিয়াছে! হনুমানের মনে হইতে লাগিল, যেন পুণ্যক্ষয়ে তারাগণ স্ত্রী-রূপে রাবণের গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। হনুমান্ চিন্তা করিতে থাকিলেন, ইহার মধ্যেও সীতার থাকার সম্ভাবনা নাই। আর যদি রাম-ভার্য্যা দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাদের মত উপভুক্তা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাবণেরই মঙ্গল। কারণ, আমার মুখে সে কথা শুনিলে রাম সীতা-উদ্ধারের কল্পনাও করিবেন না।

এইরূপে দেখিতে-দেখিতে এক গৃহে হনুমান্ দেখিলেন, একটী-মাত্র রমণী শয়ান রহিয়াছেন। মণি-মুক্তায় ভূষিতা সেই সুবর্ণ-বর্ণা রমণীর রূপ-প্রভা স্থির সৌদামিনীর আকার ধারণ করিয়াছে। ইনি রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী। হনুমান্ প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, ইনিই বুঝি-বা সীতা! কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, সীতার পক্ষে ঐরূপ বসন-ভূষণে ভূষিতা হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না।

অগ্রসর হইতে-হইতে হনুমান্ রাবণের পানশালা, ভোজনশালা ইত্যাদিও দেখিলেন। ভোজনশালায় কোথাও নানাবিধ মৃগ-মহিষ-বরাহাদির মাংস, কোথাও কুক্কুট-ময়ূরাদির মাংস লবণ-চর্চ্চিত হইয়া স্তূপে-স্তূপে সজ্জিত রহিয়াছে। পানশালায় কোথাও পুষ্পাদিতে সুশোভিত, নানাবিধ রত্নখচিত পানপাত্র রাশীকৃত, কোথাও বহুবিধ সুপেয় ও সুগন্ধি মদ্য স্তরে-স্তরে সজ্জিত, কোথাও পর্য্যুষিত মাংস-রাশি, কোথাও পান-পাত্রাদি, কোনটী শূন্য, কোনটী অর্দ্ধপীত, কোনটী বা ভগ্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, পর্য্যঙ্ক উপরে মদ-মত্ত কামিনী-সকল অসংবৃত বসনে নিদ্রিত। সর্ব্বত্রই ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা ও ভোগ-লালসার চিহ্ন দেখিয়া, সীতা তবে কোথায়, এই চিন্তায় হনুমান্ বিষণ্ণ হইলেন। তবে কি সেই পতিব্রতা নারী ধর্ম্ম রক্ষা করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্পা হইলে, রাবণ ক্রোধবশে মারিয়া ফেলিয়াছেন? অথবা কি সীতা রাক্ষস-রাক্ষসীদিগকে দেখিয়া ভয়ে, অথবা কি তিনি এই সাগর-বেষ্টিত লঙ্কা হইতে তাঁহার উদ্ধার অসম্ভব জ্ঞানে হতাশায়, প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? আর না হয় ত, আসিবার কালে উর্ম্মি-সমাকুল, ভীষণ-গর্জ্জনশীল বিশাল সমুদ্র দর্শনে ভীতা হইয়া সীতা সমুদ্রে পতিতা হইয়া থাকিবেন। মনে-মনে এই সব কথা আন্দোলন করিতে-করিতে, এত শ্রম সবই বৃথা হইল ভাবিয়া, হনুমান্ বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন। হনুমান্ ভাবিতে লাগিলেন—এ অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যদি রামকে বলি যে, সীতার সন্ধান পাইলাম না, তবে রাম প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। আর যদি বলি, সীতা লঙ্কায় আছেন, তাহা হইলে মিথ্যা-কথন হইবে। এইরূপ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া, অশোক-বনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। হনুমান্ ভাবিলেন—এ বন ত দেখি নাই, এখন এই বনে সীতার অন্বেষণ করিব। এই ভাবিয়া, হনুমান্ রাবণ-ভবনের উচ্চ প্রাচীর হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক অশোক-বনে প্রবেশ করিলেন। ভূতলে অতুল সেই প্রমোদ-কাননের শোভা সন্দর্শন করিতে-করিতে হনুমান্ এক শিংশপা-বৃক্ষের পত্রাবলীর আচ্ছাদনে অবস্থিতি করিয়া, এক রমণীয় প্রাসাদ

দেখিতে পাইলেন। হনুমান্ আরও দেখিলেন, সেইখানে এক দীনা, ক্ষীণা মলিন-বসনা, স্বল্পালঙ্কারা নারী রাক্ষসীগণ-বেষ্টিতা হইয়া বিষণ্ণ-বদনে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মলিন-মুখশ্রী, অশ্রুময় নয়ন-যুগল, ঘন-ঘন দীর্ঘশ্বাস এই সকল দেখিয়া হনুমান্ তাঁহাকেই সীতা বলিয়া অনুমান পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন—ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে যে অলঙ্কারগুলি পুষ্পক-রথ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইঁহার অঙ্গে সেই-সেই অলঙ্কারগুলির অভাব কিন্তু তদ্ভিন্ন রামোক্ত অন্যান্য অলঙ্কারগুলি ইঁহার অঙ্গে রহিয়াছে। অতএব ইনিই সীতা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তখন হনুমান্ রামৈক-প্রাণা সীতার গুণাবলী চিন্তা করিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। অবলা ও বন্ধু-বিরহিতা সীতা রাবণের রাজৈশ্বর্য্য তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিরন্তর পতি-চিন্তা করিতেছেন, যাহাকে রাম-লক্ষ্মণ রক্ষা করিতেন আজ তিনি লঙ্কায় রাক্ষসীদিগের প্রহরায় বন্দিনী! হনুমান্ এই সকল কথা ভাবিতে-ভাবিতে শোক-গ্রস্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু যে সংবাদের উপরে সবিশেষ গুরুতর কার্য্যানুষ্ঠান নির্ভর করিবে, সে সংবাদ কেবলমাত্র অনুমান-মূলক হইলে চলিবে না। অতএব সীতার সহিত সাক্ষাৎ-আলাপের প্রয়োজন। এই ভাবিয়া, অবসর প্রতীক্ষা করিতে-করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রভাতে হনুমান্ আরও সাবধানে পত্রান্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক রূপ-যৌবন-সম্পন্ন বীর পুরুষ বহু মদিরেক্ষণা-রমণী-পরিবৃত হইয়া সীতার সমীপবর্ত্তী হইলেন। হনুমান্ বুঝিলেন, ইনিই রাবণ। রাবণকে দেখিয়া সন্ত্রস্তা সীতা বায়ু-তাড়িত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে থাকিলেন। রাবণ দেখিলেন, ক্ষীণা ও মলিনাঙ্গী সীতা তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পঙ্কিল-মৃণালের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

রাবণ সীতাকে প্রণয়াভিভাষণ করিতে-করিতে নানা প্রলোভন দেখাইতে থাকিলে, সেই তপস্বিনী, রাবণের দুরাশায় ঈষৎ হাস্য করিয়া

তৃণ-ব্যবধানে রাবণকে কহিলেন—রাবণ! আমি মহৎ-বংশের কন্যা, মহৎ-বংশের পুত্রবধূ এবং মহৎ-ব্যক্তির ভার্য্যা হইয়া এক-পতিব্রতে অবস্থিতা। সুতরাং সহস্র প্রলোভনেও আমি ব্রতচ্যুতা হইব না। তুমিও আমার প্রতি এরূপ অসাধু আচরণে বিরত হও। তোমার নিজ-ভার্য্যাকে যেমন রক্ষা করা উচিত, পর-ভার্য্যাকেও তদ্রূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি তুমি তাহা না কর, তবে নিশ্চয় জানিও, অচিরে তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তুমি ইন্দ্রের বজ্রকে উপেক্ষা করিতে পার, যমও তোমার প্রতি কিছুকাল দয়া প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু রাম ক্রুদ্ধ হইলে তোমার নিস্তার নাই। যে রাম একাকী খর-দূষণ-সমেত জনস্থানের বিপুল রাক্ষস-বাহিনী নিঃশেষে নিহত করিয়াছেন শুনিয়া, তুমি গোপনে আমাকে হরণ করিয়াছ, তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হও নাই, সেই রাম যখন যুদ্ধার্থে লঙ্কায় আসিবেন, তখন তোমার অবস্থা কি হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ। তখন তুমি ভয়ে কৈলাসে কুবের-ধামেই আশ্রয় লও, বা বরুণের সভাতেই প্রবেশ কর, রামের আক্রমণ হইতে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইবে না।

সীতা এইরূপ তীব্র বচনে রাবণকে ভর্ৎসনা করিলে, রাবণ তাঁহাকে কহিলেন—হে বিশালনেত্রে! তোমাকে আমি মধুর বচনে আমার সমস্ত রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিতে চাহিলাম; আর তুমি আমাকে অপ্রিয় বাক্যে তিরস্কার করিতেছ, ইহা একান্তই অসহ্য। তোমার প্রত্যেক কথার জন্য তুমি বধার্হ। তবু আমি তোমায় ক্ষমা করিতেছি। আমার বশ্যতা স্বীকার বিষয়ে বিবেচনার জন্য আমি তোমাকে এক বৎসর সময় দিয়াছিলাম, তাহার দশমাস অতীত হইয়াছে। আর দুই মাসের মধ্যে যদি তুমি আমার অঙ্কশায়িনী না হও, তবে তোমার মাংসে আমার প্রাতরাশ প্রস্তুত হইবে, ইহা মনে রাখিও।

তখন সীতা রাবণের স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক আশ্বাসিতা হইলেও, আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি রাবণকে কহিলেন—রে রাক্ষস! আমার

বোধ হইতেছে, লঙ্কাপুরে তোর হিতাকাঙ্ক্ষী কেহই নাই, নতুবা তাহারা তোকে নিবারণ করিতেছে না কেন? ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, আমি রামের ভার্য্যা। বাক্য দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করা দূরে থাকুক, মনেও কেহ আমাকে প্রার্থনা করিতে পারে না। রে অধম! শশক হইয়া তুই রাম-রূপ বল-দৃপ্ত মাতঙ্গের সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিস্।

তখন রাবণ ক্রোধে আরক্ত-লোচন হইয়াছেন দেখিয়া, ধান্যমালিনী-নাম্নী রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক অন্তঃপুরাভিমুখে লইয়া গেল।

রাবণ চলিয়া গেলে চেড়ী রাক্ষসীগণ সীতাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া রাবণের প্রণয়িনী হইবার জন্য উপদেশ দিতে থাকিল। একজন রাক্ষসী সীতাকে বলিল—মানব অপেক্ষা রাক্ষসেরা দীর্ঘজীবী। অতএব তুমি মানবকে ছাড়িয়া রাবণের প্রণয়িনী হও। রাবণকে ভজনা করিলে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্য তোমার হস্তগত হইবে। অতএব সেই বনচারীকে মন হইতে দূর করিয়া রাবণকে আত্ম-সমর্পণ কর।

রাক্ষসীরা এইরূপ কহিতে থাকিলে, সীতা বলিলেন—তোমাদের গর্হিত উপদেশ কখনই আমার মনে স্থান পাইবে না। তোমরা যদি আমায় ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও, তবু আমি তোমাদের উপদেশ গ্রহণ করিব না। শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী বশিষ্ঠের, রোহিণী চন্দ্রের, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের, সুকন্যা চ্যবনের, সাবিত্রী সত্যবানের, শ্রীমতী কপিলের, দময়ন্তী নলের, আমিও তেমনি রামেরই অনুগামিনী।

তখন চেড়ীগণ বিকটাকার ধারণপূর্ব্বক সীতাকে নানাবিধ ভয় প্রদর্শন করিতে থাকিলে, সীতা অশ্রুমোচন করিতে-করিতে নিকটস্থ শিংশপা তরুমূলে অবস্থিতি করিয়া, "হা রাম", "হা লক্ষ্মণ", "হা শ্বশ্রূ কৌশল্যে" "হা শ্বশ্রূ সুমিত্রে!" বলিয়া নিজের জীবনের প্রতি ধিক্কার দিতে থাকিলেন।

তখনও চেড়ীরা সীতাকে পরুষ বচন কহিতে থাকিল। এমন সময়

ত্রিজটা-নাম্নী রাক্ষসী নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া তাহাদিগকে সীতার প্রতি নির্য্যাতন করিতে বারণ করিয়া কহিল—আমি রামের জয়-সূচক ও রোমাঞ্চকর স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি দেখিলাম, রাম-লক্ষ্মণ বিমানগামী রথে আসিলেন এবং সীতা তাঁহাদের সহিত মিলিতা হইলেন। আবার দেখিলাম, রাম ও লক্ষ্মণ মহাগজারোহণে আসিয়া সীতাকে তাহার উপরে উঠাইয়া লইলেন। আবার দেখিলাম, রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা পুষ্পকারোহণে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিজটা আরও কহিতে লাগিল—আবার দেখিয়াছি, রক্ত-বস্ত্র-পরিহিত মুণ্ডিত-মুণ্ড রাবণ পুষ্পক হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন। আবার দেখিয়াছি, রাবণ হাস্য ও নৃত্য করিতে-করিতে এবং তৈলপান করিতে-করিতে গর্দ্দভারোহণে দক্ষিণদিকে চলিলেন। পুনরায় দেখিলাম, রাবণ গর্দ্দভ হইতে পড়িয়া গেলেন, কুম্ভকর্ণ ও রাবণের পুত্র সকলও মুণ্ডিত-মস্তক ও তৈলসিক্ত। আবার দেখিলাম, রাবণ বরাহে, কুম্ভকর্ণ উষ্ট্রে এবং ইন্দ্রজিৎ শিশুমারে আরোহণ করিয়া দক্ষিণদিকে যাইতেছেন। কেবল, বিভীষণ শ্বেতছত্রে শোভিত হইয়া চারিজন মন্ত্রীর সঙ্গে আকাশে বিচরণ করিতেছেন। আমি আরও দেখিয়াছি, রাক্ষসগণ সকলেই তৈলপান করিতেছে, এই লঙ্কাপুরী সাগর-গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে এবং রাক্ষস-পত্নীগণ অট্ট-হাস্য করিতেছে!

এই বলিয়া ত্রিজটা চেড়ীগণকে কহিল যে, তাহারা যেন সীতার প্রতি অত্যাচার না করে। নতুবা, পরিণামে তাহাদের প্রতি নির্য্যাতনের সীমা থাকিবে না।

ত্রিজটার স্বপ্ন-কাহিনী শুনিয়া ও রামের চিন্তা করিতে-করিতে সীতার বামচক্ষু মীনাহত পদ্মের মত কম্পিত হইতে থাকিল এবং অন্যান্য দৈহিক স্পন্দনাদিও শুভ-সূচনা করিতে থাকিল। ইহাতে সীতা কিঞ্চিৎ হর্ষানুভব করিলেন।

সীতা-সমীপে হনুমান্

হনুমান্ শিংশপা-বৃক্ষের পত্রান্তরালে থাকিয়া সকলই দেখিলেন ও শুনিলেন। সীতাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়া হনুমান্ ভাবিলেন যে, যাঁহাকে সহস্র-সহস্র বানর চতুর্দিকে গিরি-কানন-কান্তার ভ্রমণ করিয়া অন্বেষণ করিতেছে, আমি সেই সীতার দর্শন পাইলাম! এখন স্বামী সন্দর্শনাভিলাষিনী ঐ সীতাকে আশ্বাস প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। নতুবা, হয়ত এই সাগর-বেষ্টিত লঙ্কায় রামের আগমন অসাধ্য বিবেচনায় সীতা প্রাণত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু রামের কথা শুনিয়া ও তাঁহার প্রদত্ত অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া সীতা অত্যন্ত আশ্বস্ত হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। আর, রাম ও সীতার মুখ-নিঃসৃত বাণী আমার কাছে শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বস্ত হইবেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। এদিকে, লঙ্কায় অপরিচিত আমি সীতার সহিত বাক্যালাপ করিতেছি, ইহা দেখিলে রাক্ষসগণ আমাকে সন্দেহ করিয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সে যুদ্ধে যদি আমি বিনষ্ট হই, তবে সীতা-উদ্ধারের আর উপায়ই দেখিতেছি না। সীতার সহিত বাক্যালাপ করিলে এই বিপদ, আর না করিলেও হয়ত রামের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সীতার প্রাণত্যাগ, হনুমানের মনে এই উভয়-সঙ্কট উপস্থিত হইল। সীতার নিকটে হঠাৎ উপস্থিত হইলে, পাছে তিনি হনুমান্‌কে রাবণ-প্রেরিত চর ভাবিয়া ভীতা হয়েন, এই আশঙ্কা করিয়া হনুমান্ বৃক্ষে বসিয়াই রামের প্রসঙ্গ আনুপূর্ব্বিক কহিতে লাগিলেন।

রামের কাহিনী কর্ণে প্রবেশ করিতে থাকিলে, সীতা চমকিতা হইয়া সেই বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, এবং হনুমানকে রাবণের চর ভাবিয়া ভীতা হইলেন। তখন হনুমান্ সীতাকে সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদক রাম-কথা বলিতে থাকিলে, সীতা কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেন। হনুমান্ কহিলেন—আমি রামের দূত, আপনার অন্বেষণে এখানে

আসিয়াছি এবং আপনার বার্ত্তা লইয়া রামকে জানাইব। রাম আপনার কুশল-সংবাদ জানিতে চাহিয়াছেন এবং লক্ষ্মণ বিষণ্ণ-বদনে ও অবনত-মস্তকে আপনাকে অভিবাদন জানাইয়াছেন।

হনুমানের কথায় একবার সীতার বিশ্বাস হইতেছে, আবার তিনি ভাবিতেছেন—আমি রাম-দূতের সহিত কথা কহিতেছি, ইহা হয় ত আমার মনোবিকার-জনিত ভ্রম! হয় ত, রাবণই ছদ্মবেশে আসিয়াছে!

সীতার এই উভয়-সঙ্কট বুঝিয়া হনুমান্ তাঁহাকে কহিলেন—দেবি! আপনি আমাকে যাহা ভাবিয়া সন্দেহ করিতেছেন, আমি সেই রাবণ বা তাঁহার চর নহি। আমি রামের দূত, আমাকে আপনি বিশ্বাস করুন্।

তখন সীতা রাম-লক্ষ্মণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিলে, হনুমান্ যথাযথ উত্তর প্রদান পূর্ব্বক রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক সীতাকে দেখাইলেন। সীতা সাশ্রু-নয়নে সেই অঙ্গুরীয়ক অবলোকন করিতে-করিতে, যেন রামকেই পাইয়াছেন, এইরূপ হর্ষে হনুমান্‌কে কহিলেন—তুমি সাগরকে গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া এখানে আসিয়াছ, তোমার বিক্রমের সীমা নাই! রাম ও লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, তবে আমার উদ্ধারে তাঁহারা বিলম্ব করিতেছেন কেন? ইহাতে বোধ হইতেছে, বুঝি আমার পাপক্ষয় এখনও হয় নাই।

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, হনুমান্ কহিলেন—দেবি! আপনি কোথায় আছেন, এ-সংবাদ না জানায় আপনার উদ্ধারে বিলম্ব ঘটিয়াছে। এখন আমি জানিয়া গেলে শীঘ্রই রাম ও লক্ষ্মণ এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। আপনি শোক পরিহার করুন্। রাম নিরন্তর আপনার উদ্ধার-চিন্তা করিয়া কথঞ্চিৎ কাল-যাপন করিতেছেন। ত্বরায় আপনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন।

হনুমানের বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া সীতা কহিলেন—রাবণ আমাকে

একবৎসর সময় দিয়াছে, তাহার পর সে আমাকে বধ করিবে। দশমাস অতীত হইয়া গিয়াছে। অতএব শীঘ্রই যেন রাম এখানে আসেন। রাবণের ভ্রাতা ধার্ম্মিক বিভীষণ আমাকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুরাত্মা সে কথা শুনে নাই। বিভীষণের মহিষী কলা-নাম্নী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার মুখ দিয়া আমাকে এ সংবাদ দিয়াছেন। অবিন্ধ্য-নামক একজন বৃদ্ধ রাক্ষসও রাবণকে বলিয়াছে যে, রামের সহিত যুদ্ধে রাক্ষস-বংশের ধ্বংস হইবে। রাবণ এ কথাতেও কর্ণপাত করে নাই। হে বীরবর! তুমি রামকে বলিও যে, আমার পবিত্র অন্তরাত্মা বলিতেছে, আমি শীঘ্রই পতির সহিত সম্মিলিত হইব।

তখন হনুমান্ কহিলেন—দেবি! আমার মুখে আপনার সংবাদ পাইবা মাত্র রাম কিষ্কিন্ধার বিশাল বানর চমূর সহিত এখানে আসিবেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। অথবা, আপনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে আপনাকে লইয়া আমি আজই রামের কাছে গমন করি। আমি আপনাকে বহন করিয়া স্বচ্ছন্দে সাগর পার হইতে পারিব, জানিবেন।

হনুমানের উৎসাহ-মূলক প্রস্তাব শ্রবণে সীতা হর্ষ-সহকারে কহিলেন—তুমি নিজে ক্ষুদ্রকায় হইয়া দূর-পথে আমাকে বহন করিতে সাহসী হইতেছ কিরূপে?

তখন হনুমান্ সীতার প্রত্যয় নিমিত্ত স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিলে, সীতা কহিলেন—তোমার শক্তি আছে, বুঝিলাম। কিন্তু কার্য্য-সিদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য কথাও বিচার করা কর্ত্তব্য। তুমি বেগে গমন করিতে থাকিলে, সেই বেগ-প্রভাবে আমি মূর্চ্ছিতা হইতে পারি। তখন আমি তোমার পৃষ্ঠ হইতে স্খলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত ও সামুদ্রিক জন্তুদিগের ভক্ষ্য হইব। তোমার পৃষ্ঠে আমাকে যাইতে দেখিলে, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিবে। তখন তোমার সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ অনিবার্য্য। সেই যুদ্ধে তোমার প্রাণনাশ

হইলে, তোমার শ্রম ও আমার উদ্ধার, উভয় কার্য্যই একেবারে পণ্ড হইয়া যাইবে। সমুদ্রের উপরে রাক্ষসদিগের সহিত তোমার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আমি ভয়ার্ত্তা হইয়া সমুদ্রে পড়িয়া যাইতেও পারি। এই সকল বিপদ না ঘটিলেও, আমাকে গোপনে উদ্ধার করা অপেক্ষা বিক্রম-কেশরী রাম স্বয়ং লঙ্কায় আসিয়া, যুদ্ধে রাক্ষসগণকে নিহত করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন্। ইহাই রামের গৌরবজনক ও আমার প্রীতিজনক হইবে। সর্ব্বশেষে ইহাও বলা আবশ্যক যে, আমি স্বেচ্ছায় স্বামী ভিন্ন অপরকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করি না। এই সকল কারণে আমি তোমার সহিত গমন করিতে পারিলাম না। তুমি রামকে কহিও যে, আমি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিয়া দিন গণনা করিতে থাকিব।

সীতার কথা শুনিয়া হনুমান্ কহিলেন—দেবি! আপনার যুক্তি-সঙ্গত বাক্য আপনারই উপযুক্ত হইয়াছে। আমি নিজের শক্তি বুঝিয়া অদ্যই রামের সহিত আপনার মিলন সংঘটনে সমুৎসুক হইয়াছিলাম। আপনি যদি আমার সহিত গমন করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে প্রত্যয়ার্থ আমাকে কোনরূপ অভিজ্ঞান প্রদান করুন্।

তখন সীতা কহিলেন—আমি যখন চিত্রকূট-পর্ব্বতের ঈশান দিকে মন্দাকিনী হইতে দূরে সিদ্ধাশ্রমে বাস করিতেছিলাম, তখন একটী ঘটনা ঘটে। রাম ও আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময়ে এক বায়স চঞ্চু দ্বারা আমার স্তনদেশে ক্ষত করিলে, রাম জাগ্রত হইয়া মহাকোপে সেই কাকের প্রতি বাণত্যাগ করেন। কাক কোথাও গিয়া সেই বাণ হইতে নিস্তার পায় নাই। অবশেষে সে রামেরই শরণাপন্ন হইলে, দক্ষিণ-চক্ষু বিনষ্ট হইতে দিয়া প্রাণরক্ষা করে। সেই কাক ছদ্মবেশী ইন্দ্র-পুত্র জয়ন্ত। অভিজ্ঞান-স্বরূপ আমার কথিত এই কাহিনীটি তুমি রামকে বলিবে।

তাহার পরে সীতা একটী সুন্দর শিরোভূষণ হনুমানের হস্তে দিয়া বলিলেন—অভিজ্ঞান-স্বরূপ এই শিরোমণিটী রামকে দিও, আর বলিও যে,

আমার পরমায়ু আর একমাস মাত্র। ইহার মধ্যেই যেন রাম স-সৈন্যে লঙ্কায় আসেন। তোমার পথ মঙ্গলময় হউক।

লঙ্কা-দাহন

অভিবাদন-পূর্ব্বক সীতার কাছে বিদায় লইয়া পবন-নন্দন অশোক-বন হইতে নির্গত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন—আমার প্রধান কার্য্য সিদ্ধ হইল বটে, কিন্তু লঙ্কা পরিত্যাগ কবিবাব পূর্ব্বে বাক্ষসদিগের-বল পরিদর্শন করাও একান্ত প্রয়োজন। এই কার্য্য সম্পাদন কবিতে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই যে চাবিপ্রকার উপায় কথিত হয়, এ-ক্ষেত্রে প্রথম তিনটী বাদ দিয়া চতুর্থটী প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। কাবণ, সবল ব্যক্তিদেব প্রতি সাম-নীতি কার্য্যকর, কিন্তু রাক্ষসেবা ক্রূব প্রকৃতি। নির্ধন ব্যক্তিগণকে ধন দিয়া বাধ্য কবা যায়, কিন্তু দেখিতেছি, রাক্ষসগণ প্রভূত ধনী। বল-গর্ব্বিত লোক ভেদ-নীতির সাধ্য নহে, বাক্ষসেবা বলদর্পী। অতএব রাক্ষস-বল বুঝিতে হইলে, একমাত্র দণ্ডনীতিই প্রযোজ্য। যদিও সীতাকে সন্দর্শন করিতেই আমি এখানে আসিয়াছি, তবু সেই সঙ্গে অন্য কার্য্যও করিয়া যাওয়া মঙ্গল-জনক। প্রধান কার্য্যেব অবিবোধে অন্যান্য কার্য্য সাধন করা কার্য্যকারিতার পরিচায়ক। অতএব একটু দণ্ডনীতি প্রয়োগ পূর্ব্বক রাক্ষসদিগেব বল পরীক্ষা করা যাউক।

এই ভাবিয়া হনূমান্ প্রথমতঃ নন্দন-সদৃশ মনোহর অশোক-কানন ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলেন। বৃক্ষাদি সকল ভগ্ন হইতে থাকিলে, সেই শব্দে এবং সন্ত্রস্ত পক্ষিগণেব কলরবে রাক্ষসেবা ভীত হইয়া, সীতাকে ঐ বানরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সীতা কহিলেন—রাক্ষসী-মায়া বুঝা আমার অসাধ্য। ঐ বানর কোন কামরূপী রাক্ষস হইবে।

সীতা যে স্থানে আছেন, সেই স্থানটী ভিন্ন অশোকবনের অন্যান্য

স্থানের বৃক্ষাদি হনুমান্ নষ্ট করিয়া ফেলিলে, রাক্ষসীরা ভীত হইয়া রাবণকে সংবাদ দিল। তখন রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ স-শস্ত্রে বহির্গত হইলে, হনুমান্ নিজের পরিচয় ও উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়া সদর্পে তাহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কয়েকজন রাক্ষস হনুমানের হস্তে বিনষ্ট হইলে, রাবণ প্রহস্ত-পুত্র জম্বুমালীকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এদিকে হনুমান্ লঙ্কার কুলদেবতার প্রাসাদ ভগ্ন করিতে থাকিলে, রাক্ষসদিগের মনে দারুণ ভীতি-সঞ্চার হইল। হনুমানের সহিত যুদ্ধে বহু রাক্ষস নিহত হইল এবং জম্বুমালী ও তৎপরে মন্ত্রী-পুত্রগণও ঐ দশা প্রাপ্ত হইলে, রাক্ষসদিগের চীৎকারে লঙ্কা প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল।

ইহার পরে, আরও কয়েকজন সেনাপতি নিধন-প্রাপ্ত হইলে, কুমার অক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কিন্তু মহাবীরের হস্তে তাঁহারও শেষ-দশা সংঘটিত হইলে, রাবণের দক্ষিণ-হস্ত ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। কুমার প্রথমে হনুমানের প্রতি নানাবিধ বাণ প্রয়োগ করিয়া যখন দেখিলেন, সে-সব বিফল হইল, তখন তিনি ব্রহ্মাস্ত্র-দ্বারা হনুমান্‌কে বন্ধন করিলেন। পরে রাক্ষসেরা তাঁহাকে রজ্জু-দ্বারা বন্ধন-পূর্ব্বক রাবণের সমীপে লইয়া গেলে, পরিচয় জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান্ কহিলেন—আমি কিষ্কিন্ধাধিপতি সুগ্রীবের দূত!

হনুমান্ এই অবসরে রাবণকে দর্শন করিতে-করিতে তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—অহো! রাক্ষস-রাজের কি রূপ, কি ধৈর্য্য, কি কান্তি, কি তেজ! যদি ইঁহাতে অধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে ইনি ইন্দ্র-সমেত সুরলোকেরও রক্ষক হইতে পারিতেন!

রাবণও হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিতে-করিতে ভাবিলেন—এই বানরই কি ভগবান্-নন্দী? আমি একদা কৈলাসে মহাদেবের ভবনে নন্দীর বানরাকৃতি মুখ দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে না পারিলে, নন্দী আমায় শাপ দিয়াছিলেন যে, বানর-মুখ দ্বারা আমি বিনাশ-প্রাপ্ত হইব। এই ভাবিতে-

ভাবিতে রাবণ, মন্ত্রী প্রহস্তকে বলিলেন—এই বানর এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছে, ধীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হও।

প্রহস্তের প্রশ্নে হনুমান্ রাবণের সমক্ষে কহিলেন—আমি ছদ্মবেশী নহি। বানরাকৃতি আমার স্বাভাবিক রূপ। আমি রাক্ষসাধিপতিকে দেখিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কিছু উপদ্রব না করিলে তাঁহার দেখা পাইব না বলিয়া, আমি যৎসামান্য উপদ্রব করিতে থাকিলে, রাক্ষসেরা আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সুতরাং আত্মরক্ষার নিমিত্ত আমিও তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। অস্ত্র-পাশ আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। কেবল রাজ-দর্শনের জন্যই আমি এই বন্ধন স্বীকার করিয়াছি। আমি বিক্রম-কেশরী রামের দূত, কিষ্কিন্ধাধিপতি সুগ্রীবের আদেশে এখানে আসিয়াছি। সুগ্রীব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর কহিয়াছেন যে, অযোধ্যাধিপতি দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রাম সস্ত্রীক বনবাস করিতেছিলেন। আপনি গোপনে তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিয়াছেন। রাম তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত সীতার অন্বেষণ করিতে-করিতে ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া বালীকে বধ করেন। পরে, সীতার অন্বেষণে চারিদিকে বানর প্রেরিত হইয়াছে। আমি একা সমুদ্র-লঙ্ঘন পূর্ব্বক এখানে আসিয়াছি। আমি পবন-দেবের পুত্র, আমার নাম হনুমান্। এখানে আমি সন্ধান-পূর্ব্বক সীতাকে সাক্ষাৎ সন্দর্শন করিয়াছি। পর-দার-হরণ পরম অধর্ম্ম, তাহার উপরে সেই অমিততেজা রামের সহিত শত্রুতা, ইহা আপনার বিনাশের কারণ হইবে, এ কথা আমি অপক্ষপাতে বলিতেছি।

হনুমানের বাক্যাবলী শুনিয়া রাবণ ক্রোধবশে তাঁহাকে বিনাশ করিতে আদেশ দিলে, বিভীষণ রাবণকে কহিলেন—দূত অবধ্য। কারণ, সে পরাধীন। আপনি রাজ-ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিবেন না। দূতের বাক্যে তাহাকে রাজদ্রোহী জ্ঞান করা অন্যায়। কারণ, সে কেবল প্রভুর কথা উচ্চারণ

করে মাত্র। তবে দূত অশিষ্ট হইলে, প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য নানাবিধ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। বিরূপীকরণ, কশাঘাত, মস্তক-মুণ্ডন বা কোনরূপে চিহ্নিত করণ ইত্যাদি। ফলে, দূতের প্রাণদণ্ড কখনও শ্রুত হয় না।

তখন বিভীষণের হিতবাক্য স্বীকার-পূর্ব্বক রাবণ কহিলেন—বিভীষণ! তোমার কথাই যথার্থ। উহাকে বধ করিবার প্রয়োজন নাই। আমি উহাকে বিরূপ করিতে চাই। লাঙ্গুলই বানরদিগের প্রিয়-ভূষণ। অতএব উহার লাঙ্গুল প্রজ্জ্বলিত করিয়া নগরের সর্ব্বত্র প্রদর্শন করা হউক।

রাবণের আদেশ পাইয়া, রাক্ষসেরা তৈল-সিক্ত জীর্ণ কার্পাস-বস্ত্রখণ্ড দ্বারা হনূমানের লাঙ্গুল বেষ্টিত করিতে থাকিলে, হনূমান্ ভাবিতে লাগিলেন—রামের প্রীতির জন্য আমি এ-কষ্ট স্বীকার করিব। বিশেষতঃ, রাত্রিকালে আমি লঙ্কার দুর্গ-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি নাই। দিনমানে তাহা করিবার সুবিধা হইবে। অতএব ইহারা আমাকে পুনরায় বন্ধন করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই!

এদিকে চেড়ীগণ এই সংবাদ পাইয়া সীতাকে বলিল—যে ক্ষুদ্র বানরটী তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল, রাক্ষসেরা তাহার লেজে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

হনূমানের এই দুরবস্থা-শ্রবণে ব্যাকুলা হইয়া সীতা অগ্নিদেবের উপাসনা করিতে থাকিলেন এবং মনে-মনে বলিলেন—হে অগ্নিদেব! আমি যদি পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া থাকি, তবে আপনি হনূমানের প্রতি কৃপা-প্রদর্শন করিয়া শীতলতা ধারণ করুন্।

রাক্ষসগণ প্রজ্জ্বলিত-লাঙ্গুল ও রজ্জুবদ্ধ হনূমানকে রাজদণ্ডের নিদর্শন স্বরূপে নগরময় প্রদর্শন করিতে থাকিলে, হনূমান্ অগ্নির জ্বালা কিছুমাত্র অনুভব না করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে, রামের আশীর্ব্বাদে ও সীতা-দেবীর পুণ্যে এরূপ অঘটন ঘটনা সম্ভব হইয়াছে। দ্রষ্টব্য স্থল-সকল নিরীক্ষণ করা হইলে, হনূমান্ চিন্তা করিলেন—আমি আরও কিছু

অনিষ্ট-সাধন করিয়া যাইতে চাই। প্রমোদ-কানন নষ্ট করিয়াছি, কয়েকজন রাক্ষস-বীরকেও নিধন করিয়াছি, রাক্ষস-সৈন্যও কিছু ধ্বংস করিয়াছি, এখন দুর্গটী দগ্ধ করিয়া যাইতে হইবে। এই বলিয়া হনুমান্ মুহূর্ত্তে বন্ধন মোচন করিয়া, প্রজ্জলিত-লাঙ্গুলে লঙ্কার গৃহ-সকলের উপরে ভ্রমণ করিতে থাকিলে, লঙ্কায় গৃহ-দাহ অতি শীঘ্র ভীষণ আকার ধারণ করিল! দেখিতে-দেখিতে গৃহের পর গৃহ ভূমিসাৎ এবং অশ্ব, গজ, রথ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি দগ্ধ হইতে থাকিলে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ক্রন্দন ধ্বনিতে লঙ্কা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে লঙ্কা ও ভগ্ন প্রমোদ-কানন দগ্ধ হইতে থাকিলে, হনুমানের ভয় হইল, পাছে সীতা দগ্ধা হয়েন! পরক্ষণেই হনুমান্ ভাবিলেন, যাঁহার পুণ্যে তাঁহার লাঙ্গুল প্রজ্জলিত হইয়াও দগ্ধ হইতেছে না, অগ্নি সেই পুণ্যবতীকে কখনই স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবু হনুমান্ সেই বন-মধ্যে গিয়া সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সীতা তাঁহাকে সে দিন কোন নিভৃত স্থানে বিশ্রাম করিতে কহিলে, রাম-কার্য্যে বিলম্ব ঘটিবার ভয়ে সে কথা অনুমোদন না করিয়া, হনুমান্ সীতাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সমুদ্র-তীরস্থ পর্ব্বতে গিয়া, পুনরায় সাগর লঙ্ঘনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে থাকিলেন।

রাম-সমীপে হনুমান্

হনুমান্ সুমহান্ গর্জ্জন করিতে-করিতে সমুদ্রের উপর দিয়া আসিতে থাকিলে, মহেন্দ্র-পর্ব্বতস্থ জাম্ববানাদি বানরগণ কার্য্যসিদ্ধি অনুমান করিয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন। হনুমান্ তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইলে, তাঁহার মুখে সীতার সংবাদ শুনিয়া সকলেই আনন্দ-ধ্বনি করিতে-করিতে উল্লম্ফন ও লাঙ্গুল-কম্পন করিতে থাকিলেন। পরে হনুমান্ বিশ্রাম গ্রহণ-পূর্ব্বক তাহাদের কাছে সমস্ত কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন।

তখন অঙ্গদ প্রবল উৎসাহে বলিতে লাগিলেন—রামের কাছে কেবল মাত্র সীতার সংবাদ লইয়া যাওয়া অপেক্ষা একেবারে লঙ্কা-বিজয় ও রাবণ-বধ সম্পাদন পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া রাম-সমীপে গমন করাই আমি ভাল বিবেচনা করিতেছি। তাহাতে কিষ্কিন্ধার সৈন্য-ক্ষয় ও সীতা-উদ্ধারে কাল-বিলম্ব, উভয়ই নিবারিত হইবে।

অঙ্গদের কথা শুনিয়া, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-সম্পন্ন বৃদ্ধ জাম্ববান কহিল—দক্ষিণ-দিকে সীতার অন্বেষণই আমাদের প্রতি সুগ্রীবের আদেশ। সুগ্রীব বা রাম, কেহই সীতাকে লইয়া যাইবার আজ্ঞা করেন নাই। তাহা ছাড়া, সেরূপ করা রামের পক্ষে অমর্য্যাদা-ব্যঞ্জক। সুতরাং তাহা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে। অতএব যে কার্য্যের জন্য আমরা আদিষ্ট হইয়াছি, তাহা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সেই সংবাদ সুগ্রীব ও রামকে জ্ঞাপন করাই এখন আমাদের কর্ত্তব্য।

হনুমানাদি সকলে জাম্ববানের যুক্তি-সঙ্গত কথা অনুমোদন করিলে, দক্ষিণ-দিকের বানরাভিযান আনন্দে অধীর হইয়া কিষ্কিন্ধাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে থাকিল এবং অচিরে তাহারা সুগ্রীবের মাতুল দধিমুখ-নামক বানরের রক্ষিত মধুবন-নামে রমণীয় কাননে উপস্থিত হইয়া যথেচ্ছ মধুপানে প্রবৃত্ত হইল। তখন সেই বিশাল বানর-বাহিনী কর্ত্তৃক মধুবন নষ্ট-প্রায় হইতে থাকিলে, দধিমুখ, বানরদিগের এই অত্যাচারের কথা সুগ্রীবের কাছে নিবেদন করিলেন। সুগ্রীব কিন্তু এই সংবাদে বানরদিগের প্রতি রুষ্ট না হইয়া, বরং আনন্দিতই হইলেন। কারণ, এই সংবাদে সুগ্রীব বুঝিলেন, অঙ্গদ-প্রমুখ বানরগণ কার্য্য-সিদ্ধ করিয়া আসিতেছে, নতুবা তাহারা মধুবনে আনন্দে মধুপানে প্রবৃত্ত হইতে পারিত না। এই শুনিয়া রাম ও লক্ষ্মণ অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন।

অনতিবিলম্বে বানর-বাহিনী প্রত্যাগত হইলে, অঙ্গদ ও হনুমান্

অগ্রগামী হইয়া রাম ও সুগ্রীবের চরণে প্রণাম করিলেন। হনুমান্ কহিলেন—দেবী পাতিব্রত্য পালনপূর্ব্বক সুস্থ দেহে আছেন।

রাম ও লক্ষ্মণ অমৃতোপম এই সংবাদটুকু পাইয়া, যেন সীতাকেই পাইয়াছেন, এইরূপ অনুভবে প্রীতিপ্রফুল্ল হইলেন এবং গভীর স্নেহে হনুমান্‌কে এক-দৃষ্টিতে অবলোকন করিতে থাকিলেন। লক্ষ্মণও আনন্দে অবাক্ হইয়া সুগ্রীবের প্রতি অনেকক্ষণ নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

তখন রাম, সীতার বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলে, হনুমান্ সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। সমুদ্র-লঙ্ঘন, লঙ্কা-দর্শন, নিশাকালে রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ ও সীতার অন্বেষণ, অবশেষে অশোক-বনে সীতাকে দর্শন, সীতার সহিত বাক্যালাপ, এই সমস্ত কথা বলিয়া, হনুমান্ সীতা-প্রদত্ত মণিটী নিদর্শন-স্বরূপ রামের হস্তে প্রদান করিলে, রাম যেন সীতা, পিতা ও জনক রাজেরই দর্শন লাভ করিলেন, এইরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সেই মণিটী হস্তে ধারণ করিয়া রাম কহিলেন,—জনকের যজ্ঞকালে ইন্দ্র জলজাত এই মণিটী জনককে প্রদান করেন। সীতার বিবাহ-কালে জনক উহা সীতার শিরোভূষণ-স্বরূপ পিতা দশরথের হস্তে প্রদান করেন। সেই অবধি উহা সীতার কেশে শোভা পাইত। হা অদৃষ্ট! আজ সীতার কেশ হইতে বিচ্ছিন্ন এই মণি আমাকে দেখিতে হইল!

হনুমান্ আরও কহিলেন—নিদর্শন-স্বরূপ দেবী কাকরূপী জয়ন্তের কাহিনী, যাহা চিত্রকূট-পর্ব্বতে আপনাদের বাস কালে ঘটিয়াছিল, তাহাও কহিয়াছেন। এই বলিয়া হনুমান্ সেই কাহিনী, সীতা যেরূপ কহিয়াছেন, সেইরূপই বর্ণনা করিয়া রামকে শুনাইলেন।

তাহার পরে হনুমান্ কহিলেন—আমি দেবীকে পৃষ্ঠে করিয়া আনিতে চাহিলে, তিনি যাহা কহিয়াছেন, তাহা আপনার ভার্য্যারই উপযুক্ত। তিনি কহিলেন যে, সেরূপ ভাবে লঙ্কা হইতে তাঁহার যাওয়া রামের পক্ষে

অমর্য্যাদা-কর ও অযশস্কর, রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করাই রামের পক্ষে শোভন। তাহা ছাড়া, তিনি স্বেচ্ছায় পর-পুরুষ স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করেন না। এই সব কারণে আমি তাঁহাকে লঙ্কা হইতে আনিতে পারিলাম না। তিনি আপনার পদে বারংবার প্রণতি-পূর্ব্বক নিবেদন করিয়াছেন যে, আর দুই মাস পরে রাবণ তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার মাংসে প্রাতরাশ করিবে বলিয়াছে। অতএব রাম যেন তৎপূর্ব্বেই লঙ্কায় আসিয়া তাঁহার উদ্ধার করেন। আসিবার কালে আমি দেবীকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি যে, শীঘ্রই কিষ্কিন্ধার বানর-বাহিনী সমেত রাম ও লক্ষ্মণ লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন, এ বিষয়ে দেবী যেন নিশ্চিন্ত থাকেন। দেবী আপনার বিরহ-শোকে পীড়িতা হইলেও, আমার শুভ আশ্বাস-বাক্য শ্রবণে প্রভূত শান্তি লাভ করিলেন।

লঙ্কা-কাণ্ড

—:*:—

বানরাভিযান

হনুমানের বাক্যাবলী শ্রবণে রাম প্রীত হইয়া, হনুমানের ধন্যবাদ করিতে থাকিলেন। রাম কহিলেন—গরুড়, পবন ও হনুমান্ এই তিন জন ভিন্ন সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। এইরূপ বলিতে-বলিতে তিনি হনুমানকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, সুগ্রীবের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন—আমরা সীতার অন্বেষণে সফল-কাম হইলাম, সত্য; কিন্তু সমুদ্র-লঙ্ঘনের অসাধ্যতা ভাবিয়া ভগ্নোৎসাহ হইতেছি। "সীতা কোথায় আছেন?"—এ প্রশ্নের উত্তর পাইলাম; কিন্তু "বানর-বাহিনীর সমুদ্র পার হইবার উপায় কি?"—এ সমস্যার সমাধান কে করিবে? এই বলিয়া রাম বিষণ্ণ হইলে, সুগ্রীব বীরোচিত বাক্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব কহিলেন—নিরুৎসাহ, দৈন্য ও শোক হইতে কার্য্যহানি ঘটিয়া থাকে। অতএব আপনি অশুভকরী বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহ অবলম্বন করুন। তাহা হইলেই আমাদের কার্য্য-সিদ্ধি হইবে।

সুগ্রীবের উপদেশ স্বীকার পূর্ব্বক রাম হনুমান্‌কে লঙ্কার দুর্গ-পরিখাদি ও তাহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, হনুমান্ কহিলেন—অসংখ্য গজবাজী-সমাকুল লঙ্কাপুরী অনুল্লঙ্ঘনীয় ও অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত চারিদিকে চারিটী সুদৃঢ় দ্বার আছে। সেই-সব দ্বারে যাইতে হইলে, গভীর

জলপূর্ণ পরিখা পার হইয়া যাইতে হয়। সেইজন্য এক-এক দ্বারের সংলগ্ন এক-একটী সেতু আছে। শত্রুর সমাগম হইলে, যন্ত্র দ্বারা পরিখাবারি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। পুরীমধ্যে নানাবিধ দুর্গ বর্ত্তমান। সমুদ্র অপার এবং জল-দুর্গ থাকায় নৌকা-যোগে লঙ্কায় যাইবার উপায় নাই। পর্ব্বতের উপরেও অনেক দুর্গ বিদ্যমান। সুতরাং লঙ্কায় প্রবেশ করা এক-প্রকার দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিলেও হয়। আমি রাক্ষস-সেনার কিয়দংশ বিনষ্ট, লঙ্কার বহু স্থান দগ্ধ এবং প্রাচীর স্থলে-স্থলে ভগ্ন করিয়া আসিয়াছি।

হনুমানের কথায় রাম উৎসাহিত হইয়া সৈন্যাভিযান-প্রেরণে সুগ্রীবকে সত্বর হইতে বলিলেন। রাম কহিলেন—পথ-নির্দ্দেশের জন্য স-সৈন্য নীল অগ্রেই প্রেরিত হউক এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত সমস্ত বানর-বাহিনী অবিলম্বে প্রস্তুত হউক। দ্রুতগমনার্থ আমি হনুমানের স্কন্ধে গমন করিব এবং লক্ষ্মণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে।

সুগ্রীবের আদেশে মুহূর্ত্ত-মাত্রে বিশাল বানর-চমূ প্রস্তুত হইয়া উৎসাহে আনন্দ-ধ্বনি করিতে-করিতে কিষ্কিন্ধা হইতে বহির্গত হইল। যে প্রদেশ দিয়া সেই বানর-বাহিনী যাইতে লাগিল, সেই প্রদেশের বৃক্ষগণ পত্র-পুষ্প-ফল-হীন এবং সরিৎ-সরোবর জল-হীন হইয়া গেল। তাহারা অবিশ্রান্ত-ভাবে চলিয়া শীঘ্রই সমুদ্রোপকূলস্থ মহেন্দ্র-পর্ব্বত প্রাপ্ত হইলে, সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে সৈন্য সমাবেশ করা হইল।

রাবণ ও মন্ত্রিগণ

হনুমান্ লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, রাবণ চিন্তিত হইয়া মন্ত্রিগণকে কহিতে লাগিলেন—একটীমাত্র বানর লঙ্কায় আসিয়া লঙ্কা-পুরী বিধ্বস্ত ও বহু রাক্ষস বিনষ্ট করিয়া সীতার সন্ধান লইয়া গেল; এখন শীঘ্রই বহু-সংখ্যক বানর-সৈন্য-সমেত, রাম আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, রাম সগর-বংশোদ্ভূত। সুতরাং তপোবলে বা পুণ্য-বলে

তাঁহার পক্ষে সাগর উত্তীর্ণ হওয়াও বিচিত্র নহে। অতএব এই সময়ে মন্ত্রণা পূর্ব্বক প্রতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত। তোমরা কিরূপ বিবেচনা কর, তাহা শুনিতে চাই।

রাবণের কথা শুনিয়া, রাক্ষসদিগের মুখ-পাত্র-স্বরূপে একজন বলিতে লাগিল—মহারাজ! শত্রুর বলাবল না জানিয়া মন্ত্রণা করা বৃথা। এই লঙ্কা-পুরী যেরূপ সুরক্ষিত এবং আপনার রাক্ষস-বল যেরূপ সুশিক্ষিত ও অপরিমেয়, তাহাতে আপনার চিন্তাকুল হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষতঃ আপনি কৈলাসে গিয়া বহু যক্ষ-রক্ষিত কুবেরকে জয় করিয়া তাহার পুষ্পক হরণ করিয়াছেন, আপনি মহেশ্বরের অনুগৃহীত, দানবেন্দ্র ময় ভয়ে কন্যাদান করিয়া আপনার প্রীতি-সম্পাদন করিয়াছেন, আপনি রসাতলে গিয়া নাগগণকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আপনার পক্ষে নর-বানরের ভয়ে ভীত হওয়া শোভা পায় না। যদি নর-বানর এখানে আসে, তবে কুমার ইন্দ্রজিৎই তাহাদিগকে দমন করিতে সক্ষম হইবেন। যে ইন্দ্রজিৎ দেবগণের সহিত যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রজিৎ থাকিতে আপনার কোন চিন্তাই নাই।

সেনাপতি প্রহস্ত কহিল—মহারাজ! আমরা সুরাপানে মত্ত ছিলাম বলিয়া বানর কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। নতুবা, যুদ্ধে আমাদিগকে জয় করা বানরের কথা দূরে থাকুক, দেব-দানব-গন্ধর্ব্বাদি কাহারই সাধ্য নহে।

অনন্তর দুর্ম্মুখ, নিকুম্ভ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাক্ষসগণ ক্রোধ-ভরে স্পর্দ্ধা-সূচক বাক্য বলিতে থাকিলে, বিভীষণ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বিনীত ভাবে রাবণকে কহিলেন - নর-বানর বলিয়া শত্রুকে উপেক্ষা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। বানর সমুদ্র-লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিবে, ইহা পূর্ব্বে কে ভাবিতে পারিয়াছিল? তাহা ছাড়া, এ যুদ্ধের কারণ কি, তাহাও দেখা উচিত। খর-দূষণের বিনাশের প্রতিশোধ-স্বরূপ সীতাকে হরণ করিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু খর-দূষণই ত প্রথম দোষী। রাম- আত্ম-

রক্ষার্থ তাহাদিগকে বধ করিয়াছেন। এখন সীতাকে প্রত্যর্পণ করিলেই ত যুদ্ধের প্রয়োজন থাকে না।

বিভীষণের এই ধর্ম্ম-সম্মত প্রস্তাব শুনিয়া রাবণ সে দিনের মত সভা ভঙ্গ করিলেন।

পরদিন রাবণ সভায় আসিলে, বিভীষণ তাঁহাকে বন্দনা করিয়া কহিলেন—মহারাজ! বোধ হয়, আপনিও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, যে-অবধি সীতা এই পুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই অবধি লঙ্কায় নিরন্তর নানাবিধ দুর্নিমিত্ত-সকল সঙ্ঘটিত হইতেছে। ইহাতে মনে হয়, লঙ্কা-পুরীর ঘোর অনিষ্ট সমাগত-প্রায়।

এই বলিয়া কর্ত্তব্য-বোধে বিভীষণ দুর্নিমিত্ত সকল যথাযথ বর্ণন করিলেন। কিন্তু কাম-পরায়ণ রাবণ এই-সব হিতগর্ভ বাক্যশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া বিভীষণকে সেদিন বিদায় দিলেন। রাজ-আজ্ঞায় পরদিন রাজ-সভায় লঙ্কার প্রধান-প্রধান রাক্ষস-বীরগণ সমবেত হইলে, রাবণ সেনাপতি প্রহস্তকে বলিলেন,—চর-মুখে আমি অবগত হইয়াছি, রাম-সৈন্য সাগর-কূলে উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার চতুরঙ্গ-সেনা নগর-রক্ষণে সতর্ক হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিতে থাকুক।

এইরূপ আজ্ঞা দিয়া রাবণ পুনরায় সভাস্থ প্রধানদিগের মতামত আহ্বান করিলে, প্রথমেই সদ্যোজাগরিত কুম্ভকর্ণ স্বীয় মত প্রকাশ করিলেন। কুম্ভকর্ণ কহিলেন—মহারাজ! আপনি যখন রাম-লক্ষ্মণের অনুপস্থিতি-কালে ছলনা দ্বারা রামের ভার্য্যা হরণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন আপনি রাক্ষসদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই। সেই দুষ্কর্ম্মের ফলে, এখন লঙ্কার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, আপনি আমাদিগের পরামর্শপ্রার্থী হইয়াছেন। এ নীতি দুর্নীতি এবং রাজার পক্ষে সমূহ দূষণীয়। তবু আমরা আপনার পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিব, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কুম্ভকর্ণ সুস্পষ্ট-ভাবে রাবণের কার্য্যের দোষ দেখাইলে, রাবণ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া, মহাপার্শ্ব-নামক রাক্ষস রাবণের প্রীতি উৎপাদনার্থ কহিল—মহারাজ! পর-নারী-হরণ রাক্ষসদিগের পক্ষে অধর্ম্ম নহে। সুতরাং তাহার জন্য আপনাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। আপনি সীতার প্রতি বল-প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাকে আপনার বশবর্ত্তিনী করুন্। শত্রু নিবারণের জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। কুমার ইন্দ্রজিৎ ও কুম্ভকর্ণ আপনার শত্রু দমনে সমর্থ হইবে।

মহাপার্শ্বের বাক্য শুনিয়া রাবণ কহিলেন—মহাপার্শ্ব! নারীর প্রতি বল-প্রয়োগে আমি দ্বিধা করিতাম না। কিন্তু একদা রম্ভা-নাম্নী অপ্সরীকে আমি ধর্ষণ করিলে, সে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়। তাহাতে ব্রহ্মা আমাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, পুনরায় কোন নারীর প্রতি বল-প্রয়োগ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ বিনাশ-প্রাপ্ত হইব। এইজন্যই আমি সীতার প্রতি বল-প্রয়োগে সাহসী হইতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমি যুদ্ধ-ভয়ে ভীত নহি।

বিভীষণ পুনরায় সীতা-প্রত্যর্পণের পরামর্শ দিতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ গর্ব্বিত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন—পিতৃব্য! আপনি ভীরুর মত যেরূপ পরামর্শ দিলেন, তাহা পৌলস্ত্য-কুলের উপযুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মনুষ্য জনোচিতও হয় নাই। আমি ঐরাবতের দন্তদ্বয় আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়াছি, আমি বল-বীর্য্যে দেবগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছি যুদ্ধে দুর্দ্দমনীয় দানবগণকে দমন করিয়াছি, এ সকল জানিয়াও আজ আপনি আমাদিগকে রামের ভয় দেখাইতেছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

বল-গর্ব্বিত ইন্দ্রজিতের বাক্য শুনিয়া ধীর বিভীষণ কহিলেন,—ইন্দ্রজিৎ! তুমি নামে রাবণের পুত্র হইলেও, কার্য্যে তাঁহার পরম শত্রু কারণ, রাক্ষসদিগের ধ্বংসকর এই বিপদ আসন্ন বুঝিয়াও তন্নিবারণার্থ তুমি তাঁহাকে সৎ-পরামর্শ দিতেছ না। বরং প্রগল্‌ভ-বচনে রাবণের বুদ্ধি ভ্রংশে সহায়তা করিতেছ। বস্তুতঃ তুমি রাজদ্রোহী, সুতরাং বধার্হ।

কুমার ইন্দ্রজিতের প্রতি বিভীষণের এইরূপ কঠোর-ভাষণ শুনিয়া রাবণের ক্রোধ সীমা অতিক্রম করিল। রাবণ পরুষ-বচনে বিভীষণকে কহিলেন—বিভীষণ! শত্রু বা সর্পের সহিত বাস করা বরং শ্রেয়ঃ, কিন্তু মিত্র-রূপী শত্রু-সেবীর সহিত বাস করা কখনই মঙ্গলকর নহে। তুমি আমার জ্ঞাতি-শত্রু, আমার অভ্যুদয় ও প্রভাব তোমার পীড়া-দায়ক হইয়াছে। সেইজন্য আমি যাহাতে শত্রুর কাছে অপদস্থ হই, তুমি আমাদিগকে সেইরূপ পরামর্শই দিতেছ। তোমার পরামর্শ শুনিয়া একটী কথা মনে পড়িল। পদ্মবনে কতকগুলি বন্য-হস্তী বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে তাহারা গজারূঢ় ও পাশ-ধারী এক মনুষ্যকে দেখিয়া মনে-মনে ভাবিতে লাগিল—আমরা অগ্নি, পাশ বা অন্যান্য শস্ত্র দেখিয়া ভয় পাই না। কিন্তু ঐ যে আমাদের জ্ঞাতি-হস্তী, যে এখন মনুষ্যের বশ্যতাপন্ন, ঐ জ্ঞাতি-শত্রুই হস্তিপককে আমাদের বন্ধনোপায় শিখাইয়া দিবে। জ্ঞাতি হইতে যে ভয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। তুমি আমার ভ্রাতা না হইলে, এখনি আমি তোমায় বিনষ্ট করিতাম।

রাবণ এইরূপে বিভীষণকে সভা-মধ্যে অবমানিত করিলে, বিভীষণ চারিজন সহচর সঙ্গে লইয়া আকাশ-পথে উঠিয়া সেখান হইতে রাবণকে কহিলেন—মহারাজ! আপনাকে হিত-বাক্যই বলিয়াছিলাম, তাহার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন। সতত প্রিয়বাদী, এরূপ লোক সুলভ। কিন্তু অপ্রিয় অথচ পরিণাম-শুভ বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা, উভয়ই জগতে দুর্লভ। আমি চলিলাম। আপনি আপনার রাজ্য রক্ষা করুন্।

রাম-সমীপে বিভীষণ

বিমান-চারী রাক্ষস বিভীষণ মুহূর্ত্ত-মধ্যে সাগরের উত্তর-তীরে বানর-কটকে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ পাঁচজন রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া

সুগ্রীবাদি বানরগণ তাহাদিগকে রাবণের চর বলিয়া সন্দেহ করিলে, বিভীষণ নিজ পরিচয় দিয়া, রাবণকে পরিত্যাগ করিবার হেতু এবং রাম-পক্ষে আসিবার উদ্দেশ্য স্পষ্ট-রূপে প্রকাশ করিলেও সুগ্রীব রাম-সমক্ষে বিভীষণের প্রতি সন্দেহপ্রকাশ করিয়া কহিলেন—এই রাক্ষস আপাততঃ বন্ধু-ভাবে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কালে আমাদিগকে সংহারের চেষ্টা করিবে।

অঙ্গদ কহিলেন—মহারাজ! বিভীষণ শত্রু-পক্ষ হইতে আসিয়াছেন। সুতরাং উঁহাকে গ্রহণ করিতে হইলে সবিশেষ পরীক্ষা করিয়াই গ্রহণ করা উচিত। উঁহার দোষ ও গুণ বিচার-পূর্ব্বক আপনি উঁহাকে ত্যাগ বা গ্রহণ করুন্।

হনুমান্ কহিলেন—রাজন্! আপনার কাছে আমরা এ-বিষয়ে কি বলিব? তবে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এইজন্য বলিতে হইতেছে। বিভীষণের কথায় আমি কোনরূপ সন্দেহের কারণ দেখিতেছি না। চর-ভাবে আসিলে উনি প্রকাশ্য-ভাবে আসিতে সাহস করিতেন না। উঁহার কথাও সরল ও সুস্পষ্ট। আমার বোধ হয়, আপনার জয় নিশ্চয় বুঝিয়া, উনি রাজ্য-লাভার্থ পূর্ব্ব হইতেই আপনার শরণাগত হইতে চাহেন। আমার মতে উঁহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

বানরদিগের মতামত শুনিয়া সুবুদ্ধি রাম কহিলেন—বিভীষণ যখন মিত্রতা করিবার উদ্দেশ্যে আমার শরণাগত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে শত্রু-বোধে ত্যাগ করা বিধেয় নহে। ভ্রাতার বিনাশ সাধন করিয়া রাজ্য-লাভ করিবার বাসনায় বিভীষণ আমার শরণ লইতেছেন। অতএব তাঁহাকে গ্রহণ করাই উচিত।

সুগ্রীব তখনও বিভীষণের প্রতি সন্দেহ-প্রকাশ করিতে থাকিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন—সুগ্রীব! বিভীষণের অভিপ্রায় মন্দ হইলেও, তিনি আমাদের কি অপকার করিতে পারেন? তাহা ছাড়া, শরণাগত

জনকে ত্যাগ করা ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম নহে। এ ব্যক্তি বিভীষণই হউন বা স্বয়ং রাবণই হউন, উঁহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর।

বিভীষণ রামের সমক্ষে আসিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন—আমি রাবণ-কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করিয়া আপনার শরণাগত হইতেছি। এখন আমার জীবন ও রাজ্য-লাভ আপনার হস্তে। আমি রাক্ষসদিগের বধোপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়া আপনার সহায়তা করিব। বিভীষণ এইরূপ কহিলে, রাম তখনই তাঁহাকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন।

এই সময়ে শার্দ্দূল-নামক এক রাক্ষস-চর আসিয়া সুগ্রীবের বলাবল দর্শনান্তে রাবণকে যথাযথ জানাইলে, রাবণ ভীত হইয়া ভেদ-নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক শুক-নামক কার্য্যদক্ষ রাক্ষসকে বলিলেন—শুক! তুমি আমার দূত-রূপে সুগ্রীবের নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিবে যে, রামকে সাহায্য করিয়া তাঁহার কোনই লাভ নাই এবং তাহা না করিলেও রাম হইতে তাঁহার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তিনি নিজে মহারাজ-বংশ-জাত এবং অধুনা কিষ্কিন্ধার অধীশ্বর ও স্বয়ং অসীম বলশালী। তিনি আমার ভ্রাতৃ-সম। আমি সীতাকে হরণ করিয়াছি, সত্য; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোনই ক্ষতি নাই। তবে তিনি কেন আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিতেছেন?

রাক্ষস-চর তখন পক্ষী-রূপ ধারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সুগ্রীবের নিকট গমন এবং তাঁহার কাছে রাবণের উক্তি যথাযথরূপে নিবেদন করিল। দূতের মুখে রাবণের ভেদ-নীতি-মূলক প্রস্তাব শুনিয়া সুগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন—শুক! তুমি দূত-ভাবে আসিয়াছ বলিয়া তোমাকে বধ করিলাম না। তুমি রাবণকে বলিবে যে, তিনি আমার মিত্র, উপকারক বা কৃপার পাত্র নহেন। বরং রামের সহিত শত্রুতা করিয়া তিনি আমারও শত্রু হইয়াছেন। আমি রামের সহিত দুশ্ছেদ্য মিত্রতা-সূত্রে বদ্ধ। সুতরাং আমি প্রাণপণে রামকে সাহায্য করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

তিনি রামের সহিত যুদ্ধ করিতে ভয় পাইতেছেন, নতুবা গোপনে তাঁহার ভার্য্যা হরণ করিবেন কেন? যাহা হউক, এখন রামের হস্তে তাঁহার নিস্তার নাই।

ইহার পরে বানরেরা শুকের পক্ষচ্ছেদ করিলে, শুক উড়িতে অক্ষম হইয়া সুগ্রীবের আশ্রয়েই রহিয়া গেল।

সেতু-বন্ধন ও লঙ্কায় গমন

এখন কি উপায়ে এই ভীষণ তরঙ্গ-সমাকুল সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বিপুল বানর-বাহিনী লঙ্কায় উপস্থিত হইবে, সকলেই এই চিন্তা করিতে থাকিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া রাম সমুদ্রের উপাসনা করিতে থাকিলে, সমুদ্র-দেব রামকে কহিলেন—নল-নামক বানর বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। সে পিতার নিকট নির্ম্মাণ-দক্ষতা লাভ করিয়াছে। সেই নল সমুদ্রের উপর সেতু-নির্ম্মাণ করুক্।

অনন্তর রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, নল মহান্ উৎসাহ-ভরে সেতু-নির্ম্মাণে ব্রতী হইলে, সমস্ত বানর-বাহিনী বহু গিরি-শৃঙ্গ, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি ও প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড বহন পূর্ব্বক সমুদ্রে সুবিন্যস্ত করিয়া পাতিত করিতে লাগিল। প্রতিদিন বহু-যোজন সেতু প্রস্তুত হইয়া, পঞ্চম দিনে উহা লঙ্কার বেলা-ভূমি স্পর্শ করিলে, নীল-সাগরে ঐ অপূর্ব্ব সেতু নীলাকাশে ছায়া-পথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সেতু নির্ম্মিত হইতে-হইতেই বিপুল বানর-বাহিনী-সমেত রাম-লক্ষ্মণ লঙ্কায় পদার্পণ করিলেন।

বানর-কটক অবিলম্বে যুদ্ধ-বিশারদ রাম কর্ত্তৃক ব্যূহ-বদ্ধ ভাবে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়া ঘন-ঘটাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের আকার ধারণ করিল। তৎপরে রাম সেনা-ব্যূহের বল-বিভাগ করিলেন। রাম আদেশ করিলেন—অঙ্গদ সেনাপতি নীলের সহিত মধ্যস্থলে, ঋষভ বানর-পরিবৃত

হইয়া দক্ষিণ-পার্শ্বে এবং গন্ধমাদন বানর-বেষ্টিত হইয়া বাম-ভাগে অবস্থান করিতে থাকুন। আমি লক্ষ্মণের সহিত সর্ব্বাগ্রে থাকিব।

সৈন্য-বিন্যাস সমাপ্ত হইলে, রামের আদেশে সুগ্রীব ছিন্ন-পক্ষ শুককে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সে রাবণের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার অবস্থা দেখিয়া রাবণ হাস্য-সংবরণ করিতে পারিলেন না। পরে, শুক তাঁহাকে সুগ্রীব-কথিত বার্ত্তা শুনাইয়া কহিল—মহারাজ! দেব-দানবে সৌহৃদ্য যেরূপ অসম্ভব, সুগ্রীবের সহিত আপনার সন্ধিও তদ্রূপ জানিবেন।

শুকের কথায় রাবণ বিষম আস্ফালন করিতে-করিতে শুক ও সারণ-নামক মন্ত্রিদ্বয়কে সুগ্রীবের সৈন্য-বল জানিবার জন্য আদেশ করিলে, তাঁহারা বানর-বেশে বানর-কটকে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য-সিদ্ধির পূর্ব্বেই বিভীষণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিয়া রাম-সমক্ষে লইয়া গেলে, রাম তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিলেন। তাঁহারা রাবণকে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন-পূর্ব্বক সীতা-প্রত্যর্পণ করিয়া রামের সহিত সন্ধি-স্থাপনই যুক্তি-সঙ্গত, এইরূপ পরামর্শ দিলেন।

পরে রাবণ চরদ্বয়ের সহিত স্বীয় প্রাসাদের উপর উঠিয়া সুগ্রীবের সেনা বল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চরগণ সকল-দিকে রাবণের দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্ব্বক বানর-সেনার বিশালতা রাবণকে বুঝাইয়া দিতে থাকিল। শুক ও সারণ সেই বিশাল বানর-বাহিনীর শক্তি-সামর্থ্য যথাযথ বর্ণন করিতে থাকিলে, রাবণ রুষ্ট হইয়া শুক-সারণকে কহিলেন,—অপ্রিয় বাক্য প্রভুকে দান, উপজীবী সচিবের উচিত নহে। বানর-সেনার শক্তি-সামর্থ্য জানিবার জন্য আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তোমরা গর্হিত আচরণ করিয়াছ। অতএব আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

তৎপরে রাবণ বানর-সেনা সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য চরগণকে পাঠাইলে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহাও রাবণের শ্রবণ-সুখকর হইতে লাগিল না।

সীতার প্রতি রাবণের ছলনা

রাবণ পুনরায় সভা আহ্বান পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া পুর-প্রবেশ করিলেন এবং রাক্ষস-শিল্পী বিদ্যুজ্জিহ্বকে বলিলেন—তুমি রামের মুণ্ড ও শর সহিত শরাসন প্রস্তুত কর। তাহা দেখাইয়া আমরা সীতাকে রামের আশা ত্যাগ করিতে বলিব।

বিদ্যুজ্জিহ্ব তাহাই করিলে, রাবণ অশোক-বনে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—ভদ্রে! তুমি যাঁহার আশায় এতদিন আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, সেই রাম নিহত হইয়াছেন। সুতরাং তোমার সে আশা এখন নির্ম্মূল। অতএব তুমি আমার প্রধানা মহিষী হইয়া ঐশ্বর্য্য-সুখ ভোগ কর।

এই বলিয়া রাবণ এক রাক্ষসীকে কহিলেন—বিদ্যুজ্জিহ্ব রামের ছিন্ন মুণ্ড ও শরাসন আনিয়াছে। সীতার প্রত্যয়ার্থ তাহাকে সে-সব এখানে আনিয়া সীতাকে দেখাইতে বল। অনতিবিলম্বে বিদ্যুজ্জিহ্ব আসিয়া তাহা করিলে, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া সীতা নিদারুণ বিলাপ করিতে থাকিলেন—হা কৈকেয়ি! এতদিনে তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইল! হা রাম! আমি ঘোর নৃশংসা কাল-রাত্রি-রূপে তোমায় আলিঙ্গন করিয়াছিলাম! আমার জন্য রঘুকুল-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল! আমার সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে, এই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক তুমি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলে। হায়! এখন সে কথা রাখিলে কৈ? লক্ষ্মণ যখন একাকী অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইবেন, তখন কৌশল্যা-দেবীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ তোমাকে দীর্ঘায়ু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদের সে গণনা মিথ্যা হইল! পিতৃ-গৃহে আমাকে যাঁহারা অ-বিধবা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই সব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের বাক্যই বা সত্য হইল কৈ? হা রাম! তুমি না জানিয়াই এ কুলনাশিনীকে বিবাহ করিয়াছিলে! আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হইলাম

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, রাবণ কার্য্যান্তরে আহুত হইয়া চলিয়া গেলেন এবং বিদ্যুজ্জিহ্ব সেই মায়া-মুণ্ডাদি লইয়া প্রস্থান করিল। এই সময়ে বিভীষণ-পত্নী সরমা অশোক-বনে আসিয়া সীতাকে হিতৈষিণী সখীর ন্যায় আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিতে থাকিলেন এবং কহিলেন যে, রাবণ তাঁহাকে মায়া-মুণ্ড দেখাইয়াছেন মাত্র।

এই বলিয়া সরমা অদৃশ্য-ভাবে গিয়া জানিয়া আসিলেন যে, রাবণ সভায় বসিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতেছেন এবং রাবণের মাতামহ বৃদ্ধ মাল্যবান্ সীতা প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক রামের সহিত সন্ধির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু কাল-প্রেরিত রাবণ সে কথায় রুষ্ট হইয়া বলিতেছেন—বরং দ্বিধা ভগ্ন হইব, তবু কাহারও কাছে নত হইব না।

সরমার নিকট শুনিয়া সীতা নিশ্চিন্ত হইলেন যে, রাম নিহত হয়েন নাই।

এমন সময়ে সিংহনাদ-সম রাম-পক্ষীয় ভেরী-নিনাদ শুনিয়া সীতা হর্ষ-প্রাপ্ত ও লঙ্কাবাসীগণ ত্রাসিত হইলেন।

যুদ্ধারম্ভ

এদিকে রাম-পক্ষ হইতে বিভীষণ তাঁহার মন্ত্রি-চতুষ্টয়কে গোপনে লঙ্কায় পাঠাইয়া রাক্ষস-পক্ষের সৈন্য-সমাবেশের সংবাদ আনাইয়া রামকে জানাইলেন। বিভীষণ কহিলেন—সেনাপতি প্রহস্ত পূর্ব্ব-দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদর দক্ষিণ-দ্বারে, ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম-দ্বারে এবং স্বয়ং রাবণ উত্তর-দ্বারে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে বহু-সংখ্যক অস্ত্রধারী রাক্ষস বিদ্যমান।

এই বলিয়া বিভীষণ ঐ-সব রাক্ষসদিগের পরাক্রমের কাহিনী রামকে শুনাইলেন। রামও তদনুসারে নিজ-পক্ষের সৈন্য-সমাবেশ করিতে উদ্যত

হইয়া নীলকে পূর্ব্ব-দ্বারে প্রহস্তের প্রতিযোদ্ধা হইতে, অঙ্গদকে দক্ষিণ-দ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরের প্রতিযোদ্ধা হইতে, এবং হনুমানকে পশ্চিম দ্বারে ইন্দ্রজিতের প্রতিযোদ্ধা হইতে আদেশ করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত নিজে রাবণের প্রতিযোদ্ধা-স্বরূপে উত্তর-দ্বারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও বিভীষণের জন্য মধ্য-গুল্মে অবস্থানের ব্যবস্থা হইল। রাম আরও কহিলেন—কোন বানর যেন মনুষ্য-রূপ ধারণ না করে। বানর-রূপ ধারী সৈনিকই আমাদের অবধ্য, এ কথা স্থির রহিল। যে রাক্ষস বানর রূপ ধারণ করিয়া আমাদের সেনা মধ্যে প্রবেশ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ বধ্য হইবে। আমি, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও তাঁহার অমাত্য-চতুষ্টয়, আমরা এই সাত জনে মনুষ্য রূপে যুদ্ধ করিব। তদ্ভিন্ন মনুষ্য-রূপী মাত্রেই আমাদের বধ্য। এইরূপ বিধানাদি করিয়া রাম লঙ্কার অভ্যন্তর-ভাগ দর্শনার্থ সুগ্রীব ও বিভীষণাদির সহিত সুবেল-পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, ত্রিকূট পর্ব্বতোপরে অবস্থিত বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত মনোহরা লঙ্কা-পুরী দেখিতে লাগিলেন। তন্মধ্যস্থ গোপুর-নামক স্থানে রাবণকে দর্শন করিয়া সুগ্রীব তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক রাবণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—রে নিশাচর! আমি রামের দাস। তোমাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সুগ্রীব এইরূপ কহিলে, উভয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সুগ্রীব রাবণকে ব্যতিব্যস্ত ও পরাজিত করিয়া আকাশ-পথে সুবেল-পর্ব্বত-কূটে প্রত্যাগত হইলেন। সুগ্রীবের বীরত্ব দেখিয়া রাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেও, তিনি সুগ্রীবকে ভবিষ্যতে এমন দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বারণ করিলেন।

রামের আদেশ-মত লঙ্কার দ্বারে-দ্বারে বানর-সৈন্য সন্নিবেশিত হইলে, রাম যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে অঙ্গদকে দূত-রূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং রাবণকে এই কথা বলিতে বলিলেন যে, যদি তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে আর কোন কথাই নাই। নতুবা যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার

বিনাশ অনিবার্য্য। রাবণ পক্ষী হইয়া জগন্ময় ভ্রমণ করিতে থাকিলেও রামের শর এড়াইতে পারিবেন না।

অঙ্গদের মুখে প্রগল্‌ভ বার্ত্তা শুনিয়া রাবণ ক্রোধ-বশে অঙ্গদকে বন্ধন করিতে আদেশ দিলে, রাক্ষসেরা তাহাই করিতে থাকিল। তখন সেই রাক্ষসগণ-সমেত অঙ্গদ আকাশে উৎপতিত হইলে, তাহারা ভূমিতলে পতিত হইল। পরাক্রমী অঙ্গদ এক প্রাসাদ ভগ্ন করিয়া স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর উভয় পক্ষে রীতিমত যুদ্ধারম্ভ হইল। ইন্দ্রজিতের সহিত অঙ্গদ, প্রজঙ্ঘের সহিত বানর সম্পাতি, জম্বুমালীর সহিত হনুমান্ এবং মিত্রঘ্ন-নামক রাক্ষসের সহিত বিভীষণের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল এবং অন্যান্য বানর-সেনাপতিগণ, রাক্ষস-সেনাপতিদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, প্রধানতঃ রাক্ষসগণই বানর-সৈন্য কর্ত্তৃক বিমথিত হইতে থাকিল। ক্রমে দিবাবসানে নিশা-যুদ্ধের আরম্ভ হইলে, অন্ধকারে বানরগণ রাক্ষস-ভ্রমে কত-যে বানরগণকে এবং রাক্ষসগণ বানর-ভ্রমে কত-যে রাক্ষস-গণকে আঘাত করিতে থাকিল, তাহা গণনার অতীত। রাম-লক্ষ্মণও সেই নিশা-রণে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে থাকিলেন এবং অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সারথি ও অশ্বগণকে নিহত করিলে, ইন্দ্রজিৎ অলক্ষিত থাকিয়া নাগময়-শরবন্ধে রাম-লক্ষ্মণকে বন্ধন করিলেন এবং সেই অবস্থায় ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগের উপর শর-বর্ষণ করিতে থাকিলে, ভ্রাতৃ-যুগল মৃত-প্রায় হইয়া শরশায়ী হইলেন। তখন রাক্ষসগণ রাম-লক্ষ্মণকে নিহত ভাবিয়া মহোল্লাসে পুর-মধ্যে প্রবেশ করিল এবং ইন্দ্রজিৎ পুর-মধ্যে এই বার্ত্তা নিবেদন করিলে, রাবণ রাম-ভয় হইতে শান্তিলাভ করিয়া, হর্ষ-সহকারে যুদ্ধ-বার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। পরে, তিনি ইন্দ্রজিৎকে বিদায় দিয়া সীতার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রাক্ষসীগণকে ডাকাইয়া কহিলেন—কুমার ইন্দ্রজিৎ-কর্ত্তৃক রাম ও লক্ষ্মণ, উভয়েই নিহত হইয়াছেন। তোমরা সীতাকে পুষ্পক-রথে লইয়া তাহা দেখাইয়া আন।

রাক্ষসীদিগের সহিত রণস্থলে গিয়া, সীতা দেখিলেন—অসংখ্য বানর-সেনার মৃতদেহে রণস্থল সমাকীর্ণ এবং কতকগুলি বানর রাম ও লক্ষ্মণের অচেতন-দেহ বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই দেখিয়া সীতা বিলাপ করিতে থাকিলেন—পণ্ডিতগণ আমার ভাগ্য-গণনা করিয়াছিলেন যে, আমি পুত্রবতী ও অবিধবা হইব। হায়! আজ তাঁহাদের গণনা মিথ্যা হইল! যাজ্ঞিকগণ আমাকে যজ্ঞকারী রামের মহিষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহাও মিথ্যা হইল! আমার অঙ্গের যে-সব লক্ষণ দেখিয়া, পণ্ডিতেরা আমার সৌভাগ্য গণনা করিয়াছিলেন, আমার পাণিতলে ও পদতলে সেই পদ্ম-চিহ্ন সকল এখনও বর্ত্তমান। তবু আজ আমার বিষম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইল! যে-সব চিহ্ন স্ত্রীলোকের অলক্ষণ নির্দ্দেশ করে, আমার দেহে তাহার কোনটীই নাই। তবু আজ আমি বিধবা হইলাম! বোধ হয়, পদ্ম-চিহ্নগুলি আমাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। আহা! সেই তপস্বিনী শ্বশ্রূর কথা ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—চতুর্দ্দশ-বর্ষ সমাপ্ত হইলে, তিনি রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার দর্শন পাইবেন বলিয়া দিন গণনা করিতেছেন!

সীতা এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, ত্রিজটা তাঁহাকে সান্ত্বনা-বাক্যে কহিল—দেবি! তুমি আশ্বস্তা হও। রাম ও লক্ষ্মণের দেহে জীবিত-লক্ষণ বর্ত্তমান। তাঁহারা মোহ-প্রাপ্ত হইয়াছেন মাত্র। তৎপরে তাহারা সীতাকে পুনরায় অশোক-বনে লইয়া গেল।

এদিকে রামের মোহ অপনোদন হইলে, তিনি লক্ষ্মণকে অচেতন দেখিয়া কাতর হইলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন,—যদি লক্ষ্মণের মত ভ্রাতাকেই হারাইলাম, তবে আর সীতার উদ্ধারে প্রয়োজন কি? দেশে-দেশে অন্বেষণ করিলে সীতার ন্যায় নারী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের মত ভ্রাতা কোথাও পাইব না। হায়! আমি লক্ষ্মণকে হারাইয়া অযোধ্যায় কেমন করিয়া ফিরিব?

সুমিত্রা মাতাকেই বা কি বলিয়া প্রবোধ দিব ? হায় ! আমাকে ধিক্ !

বিভীষণও লক্ষ্মণকে অচেতন দেখিয়া বহু বিলাপ করিতে থাকিলে, সুগ্রীব কহিলেন যে, গরুড়ের অধিষ্ঠান হইলেই, রাম-লক্ষ্মণ নাগ-পাশ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন।

সুষেণ কহিলেন যে, ক্ষীরোদ সমুদ্র-তীর হইতে সঞ্জীব-করণী ও বিশল্য-করণী এই দুই ঔষধ আনিলে, তাহার প্রয়োগে লক্ষ্মণের চৈতন্য সম্পাদিত হইবে।

এমন সময়ে অকস্মাৎ বিমান হইতে গরুড় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গরুড়ের স্পর্শে রাম-লক্ষ্মণ নাগ-পাশ-মুক্ত হইয়া পুনরায় সুস্থ হইলে, বানর-কটক আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূরিত হইল, গরুড়ও রামকে নিজ পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে বানর-কটকের আহ্লাদ-ধ্বনি শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, রাবণ সচিববৃন্দকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাক্ষসগণ প্রাকারোপরে উঠিয়া দেখিয়া আসিল এবং নিবেদন করিল যে, রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বানরগণ-মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এই শুনিয়া, রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া সেনাপতি ধূম্রাক্ষকে যুদ্ধে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

রাবণের আদেশে ধূম্রাক্ষ যথেষ্ট রাক্ষস-সেনা লইয়া হনূমান্-রক্ষিত পশ্চিম-দ্বার হইতে যুদ্ধারম্ভ করিল। বহুক্ষণ ধূম্রাক্ষ প্রবল-পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে হনুমানের হস্তে নিহত হইলে, অবশিষ্ট সেনা পুর-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রাবণকে পরাজয়-সংবাদ জানাইল।

ধূম্রাক্ষের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে, রাবণ বজ্রদংষ্ট্রকে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে বজ্রদংষ্ট্র সমরে প্রবৃত্ত হইল এবং বহুক্ষণ নিপুণ-ভাবে যুদ্ধ করিয়াও পরিশেষে অঙ্গদের খড়্গে ছিন্ন-মস্তক হইলে, রাক্ষস-সেনা লঙ্কায় ফিরিয়া গেল। তখন রাবণের আদেশে অকম্পন যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া

বীর-দর্পে বানরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলে, হনুমান্ একটী বৃক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক অকম্পনের শিরে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিলেন। তখন রাক্ষস-সেনা পুনরায় লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

তখন রাবণ রাক্ষস-বীর প্রহস্তকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করিলে, পূর্ব্ব-প্রেরিত রাক্ষস-সেনাপতিগণ রণস্থলে যে গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, প্রহস্তও নীলের হস্তে শিলাঘাতে সেই গতি প্রাপ্ত হইলে, রাক্ষসগণ রণে ভঙ্গ দিয়া রাবণকে জানাইল।

বারংবার এইরূপে অসংখ্য রাক্ষস-সেনা-সহ মহাযোদ্ধা রাক্ষস-সেনাপতি-গণ নিহত হইতে থাকিলে, রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া নিজেই যুদ্ধে যাইতে উদ্যত হইলেন এবং ইন্দ্রজিৎ, মহোদর, পিশাচ, ত্রিশিরা, কুম্ভ, নিকুম্ভ ইত্যাদি পরাক্রান্ত বীরগণও যুদ্ধার্থ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। মহাড়ম্বরে রাক্ষসদিগের এই বিরাট্-বাহিনীকে আসিতে দেখিয়া রাম জিজ্ঞাসু হইলে, বিভীষণ একে-একে রাবণ ও অন্যান্য সেনাপতিগণের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাবণের প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ দেখিয়া, রাম ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। পরে, উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকিল। রাক্ষসপক্ষ কর্ত্তৃক বিস্তর বানর-সেনা নিপীড়িত ও পাতিত হইতে থাকিলে, রামের অনুমতি লইয়া লক্ষ্মণ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু হনুমান্ লক্ষ্মণকে নিবারণ করিয়া নিজেই রাবণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তখন রাবণ হনুমানকে এক বিষম আঘাতে সংজ্ঞাহীন করিয়া নীলের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং আগ্নেয়-অস্ত্র দ্বারা নীলকে বিসংজ্ঞ করিলেন। অতঃপর রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি শরত্যাগ করিতে থাকিলে, লক্ষ্মণও নিজের রণ-কৌশল দেখাইতে ত্রুটী করিলেন না। অবশেষে রাবণ কিছুতেই লক্ষ্মণকে পরাজিত করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মদত্ত অমোঘ শক্তি-বাণ ত্যাগ করিলে, লক্ষ্মণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা প্রতিহত করিতে পারিলেন না। তখন সেই শক্তি-বাণে আহত হইয়া লক্ষ্ম

তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণের অবস্থা দর্শনে হনুমান্ রাবণের বক্ষঃস্থলে এক বজ্রমুষ্টি প্রয়োগ করিলে, তাহাতেই রাবণ কাতর ও রথ-চ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মুখ, নাসিকা ও কর্ণ হইতে প্রচুর রক্তস্রাব হইতে থাকিল। এই অবসরে, হনুমান্ লক্ষ্মণকে উত্তোলন পূর্ব্বক রাম-সমীপে লইয়া গেলেন।

এদিকে হনুমানের বজ্রমুষ্টি-মোহিত রাবণ পুনরায় যুদ্ধার্থী হইয়া রথা-রোহণ করিলেন দেখিয়া, রাম ক্রোধে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইতে চাহিলে, হনুমান্ তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া দ্রুতবেগে রাবণের সম্মুখীন হইলেন। তখন রাম-রাবণে যুদ্ধ হইতে থাকিলে, রামের শরে রাবণ শীঘ্রই হীনবল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে ধনু স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন রাবণের মুকুট ছেদন করিয়া রাম তাঁহাকে কহিলেন,—রাবণ! তুমি বীর-কর্ম্ম করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছ, এ অবস্থায় তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। তুমি গৃহে গিয়া বিশ্রাম-লাভে সুস্থ হও। পুনরায় যখন যুদ্ধার্থে আসিবে, তখন আমার পরাক্রমের সম্যক্ পরিচয় পাইবে।

সেদিনকার মত রাবণ তাহাই করিলেন।

কুম্ভকর্ণ-বধ

রামের সহিত যুদ্ধে রাবণের দর্প-চূর্ণ হইলে, তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমি যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, এখন মনে হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইল। আমি দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষের অবধ্য হইবার বর প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা তাহাই দিয়াছিলেন। তখন আমি মনুষ্যকে গ্রাহ্যের মধ্যেই জ্ঞান করি নাই। এখন দেখিতেছি, মনুষ্য হইতেই আমার বিষম ভয় উপস্থিত হইল। ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অনরণ্য আমাকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ বংশেরই একজন আমাকে রণে নিহত করিবে। এখন আমার বোধ হইতেছে, এই রামই সেই মনুষ্য। আমি যখন বেদবতীকে ধর্ষণ করি, তখন সে আমাকে শাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। এখন আমার বোধ

হইতেছে, সেই বেদবতীই সীতা-রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপ চি
করিতে-করিতে রাবণ কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধে প্রেরণ করা স্থির করিলেন। কি
কুম্ভকর্ণ ব্রহ্মার বরে ছয় মাস নিদ্রাগত থাকিয়া, একদিন মাত্র জাগরিত হয়
সম্প্রতি কুম্ভকর্ণ নয় দিবস মাত্র নিদ্রাগত হইয়াছে। কিন্তু রামকে নি
করিবার জন্য আমি কুম্ভকর্ণকেই রণে প্রেরণ করিতে চাই। অতঃ
অকালেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা হউক্।

রাবণের আদেশে রাক্ষসগণ নানাবিধ শব্দাড়ম্বর করিয়া কুম্ভকর্
নিদ্রাভঙ্গ করিলে, তিনি জাগরিত হইয়া রাবণের পরাভব-সূচক বার্ত্তা শ্রব
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং প্রচুর মদ্য-পানান্তে রাবণের নিকটে গমন এ
তাঁহার আদেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন।

কুম্ভকর্ণ সমরে অবতীর্ণ হইলে, বিভীষণ রামের কাছে কুম্ভকর্ণের বীর
কাহিনীর পরিচয়ে কহিলেন—রাবণের ভ্রাতা এই কুম্ভকর্ণই যুদ্ধে যম
ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিল। রাবণ বর-প্রভাবে বলী, কিন্তু কুম্ভ
নিজেই অসাধারণ তেজস্বী। উহার দেহও যেরূপ বিরাট্, ক্ষুধাও তে
অসাধারণ। ক্ষুধার বশে কুম্ভকর্ণ প্রতিদিন বহু প্রজা ক্ষয় করিতে থাকি
প্রজাপতি বর দিয়াছিলেন যে, কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রায় অচেতন থাকি
একদিন মাত্র জাগরিত হইবে। কুম্ভকর্ণের বাহুবলের কথা কি বলি
সে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ঐরাবতের দন্ত উৎপাটিত করিয়া, তাহার আ
ইন্দ্রকে পীড়িত করে। রাবণ বিপদগ্রস্ত হইয়াই অকালে উহার নিদ্রা
করাইয়া উহাকে যুদ্ধে পাঠাইয়াছেন।

বিভীষণের কথা শুনিয়া, সেনাপতি নীলকে আহ্বান পূর্ব্বক রাম ক
লেন—তুমি প্রচুর শৈল-শৃঙ্গ, বৃক্ষ ও শিলা সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক ব্যূহ র
করিয়া প্রস্তুত থাক। নীল সৈন্যগণকে রামের অনুশাসন জ্ঞাপন করি
অন্যান্য সেনাপতির সহিত পুর-দ্বারে অবস্থিতি করিতে থাকিলেন।

কুম্ভকর্ণ রণে প্রবেশ করিলে, তাঁহার বিপুল দেহ ও ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দ

ানবেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিল। পরে, অঙ্গদের াক্যে তাহারা আশ্বস্ত হইয়া স্থির হইলে, রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কুম্ভকর্ণের সহিত যুদ্ধে অঙ্গদ নির্জ্জিত হইলে, কুম্ভকর্ণ শূল গ্রহণ পূর্ব্বক সুগ্রীবের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের প্রতি এক শৈল-শৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলে, উহা তাঁহার দেহে পড়িয়া ভগ্ন হইয়া গেল। তখন রাক্ষস-বীর ক্রোধভরে সুগ্রীবের প্রতি ভীষণ শূল নিক্ষেপ করিলে, নুমান্ অকস্মাৎ আসিয়া এবং ঐ শূল ভগ্ন করিয়া কুম্ভকর্ণকে আরও ্দ্ধ করিয়া তুলিলেন। অবশেষে কুম্ভকর্ণ এক শৈল-শৃঙ্গ দ্বারা এমন াবে সুগ্রীবকে আঘাত করিলেন যে, সেই আঘাতেই সুগ্রীবের মূর্চ্ছা ইল। তখন পর্ব্বতাকৃতি কুম্ভকর্ণ অচেতন সুগ্রীবকে উত্তোলন পূর্ব্বক পুর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই সুগ্রীব সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন যে, তিনি কুম্ভকর্ণের ভুজবদ্ধ হইয়া লঙ্কা মধ্যে আনীত হইয়াছেন। মুহূর্ত্ত-মাত্র চিন্তা করতঃ বানর-রাজ তাঁহার বজ্র-নখ দ্বারা সহসা কুম্ভকর্ণের কর্ণযুগল এবং ন্তদ্বারা নাসিকা ছিন্ন এবং দেহ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া, কন্দুকবৎ ক্ষিপ্র উৎপতনে স্বীয় কটকে উপস্থিত হইলেন।

বানর কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, ছিন্ন-নাসা, ছিন্ন-কর্ণ ও শোণিতার্দ্র-কলেবর ম্ভকর্ণ লজ্জায় রাবণ-সমীপে না গিয়া, এক মুদ্গর গ্রহণ পূর্ব্বক পুনবার রণে বেশ করিলেন। প্রচণ্ড ক্ষুধায় পীড়িত ও জ্ঞানশূন্য কুম্ভকর্ণ সম্মুখে যাহাকে াইলেন, তাহাকেই ভক্ষণ করিতে থাকিলেন। এই অলৌকিক ব্যাপার র্শনে বিস্মিত হইয়া লক্ষ্মণ রামকে কহিলেন—মহারাজ! কুম্ভকর্ণের দরাগ্নির নিদর্শন দেখুন। সে শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে বানর ও রাক্ষস ভয় সৈন্যই প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছে।

সমর-ক্ষেত্রে এইরূপে সৈন্য-ক্ষয় করিতে-করিতে কুম্ভকর্ণ লক্ষ্মণকে নাদর পূর্ব্বক রামের দিকে ধাবিত হইতে থাকিলে, রাম ধনুর্ব্বাণ লইয়া

কুম্ভকর্ণকে কহিলেন—কুম্ভকর্ণ! আমাকেই তুমি রাক্ষস-ধ্বংসকারী রাম বলিয়া জানিবে। আজ আমার হস্তে তোমার নিস্তার নাই।

রামের উক্তি শুনিয়া সেই ভীষণাকৃতি রাক্ষস-বীর উত্তর করিলেন—তুমি আমাকে জনস্থানের কবন্ধ, খর বা মারীচ বলিয়া ভাবিও না। আমি কুম্ভকর্ণ! এই দেখ আমার মুদ্গর!

তখন রাম কুম্ভকর্ণের প্রতি অজস্র বাণ-ত্যাগ করিতে থাকিলেও, কুম্ভকর্ণ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। রামকে আঘাত করিবার জন্য কুম্ভকর্ণ এক শাল-বৃক্ষ উত্তোলন করিলে, এক অস্ত্রযুক্ত বাণ দ্বারা রাম ঐ রাক্ষসের হস্ত ছেদন করিলেন। বিশাল বৃক্ষ-সমেত সেই হস্ত ভূপতিত হওয়ায় বহু বানর বিনষ্ট এবং অবিলম্বে অন্য বাণে কুম্ভকর্ণের মস্তক ছিন্ন হইলে, তাহার পতনে লঙ্কার উচ্চ প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গেল। কুম্ভকর্ণের বিরাট্ দেহ সাগরে পতিত ও নিমগ্ন হইল।

অতিকায়াদি-বধ

রাক্ষসগণ রাবণকে সংবাদ দিল—মহারাজ! কালান্তক-সদৃশ কুম্ভকর্ণ সমরে কিছুকাল বিক্রম প্রদর্শন ও বানর ভক্ষণ করিয়া, অবশেষে রাম-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। তাঁহার নাসা-কর্ণ-হীন মুণ্ড লঙ্কার দ্বারদেশে পতিত হওয়ায় সে দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে।

এই সংবাদ শ্রবণে রাবণ বিষণ্ণ-হৃদয়ে ভ্রাতার জন্য এই বলিয়া বিলাপ করিতে থাকিলেন—হায়! বজ্র যাহাকে ভেদ করিতে পারিত না, সেই বীর আজ মনুষ্যের শরে প্রাণত্যাগ করিল! কুম্ভকর্ণ আমার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিল। হায়! বিভীষণের শুভ-বাক্য আমি শুনি নাই, আজ তাহারই ফল ফলিল!

রাবণ এইরূপে শোক-বিহ্বল হইলে ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবান্তক, নরান্তক, মহোদর, মহাপার্শ্ব প্রভৃতি রাক্ষস-বীরগণ উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক রাবণকে যেন পুনর্জ্জীবিত করিয়া যুদ্ধে গমন করিল এবং উভয় পক্ষে যুদ্ধ

হইতে থাকিলে, অঙ্গদের মুষ্টি-প্রহারে নরান্তকের বক্ষ ভগ্ন হওয়ায় নরান্তক গতাসু হইল। তৎপরে হনুমানের মুষ্ট্যাঘাতে দেবান্তকের মস্তক চূর্ণ হইলে, চক্ষুর্দ্বয় নির্গত ও জিহ্বা বিলম্বিত করিয়া দেবান্তক প্রাণত্যাগ করিল। পরে নীল কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শৈল দ্বারা মহোদরের প্রাণান্ত হইলে, হনুমান্ ত্রিশিরার সহিত যুদ্ধ করিতে-করিতে শাণিত অসি দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহাপার্শ্বও ঋষভের হস্তে স্বীয় গদাঘাতে গতপ্রাণ হইল দেখিয়া, অতিকায় রথারোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে-করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইল। অতিকায়ের বীর-মূর্ত্তি ও সাজ-সজ্জা দেখিয়া রাম বিভীষণের কাছে উহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বিভীষণ কহিলেন—অতিকায় ধান্য-মালিনীর গর্ভ-জাত, রাবণের বীর পুত্র, তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া, অনেক অমোঘ অস্ত্র লাভ করিয়াছে এবং সে-সকলের প্রয়োগেও সবিশেষ নিপুণ। অতএব সত্বর ইহার বিনাশ-সাধন আবশ্যক। ঐ দেখুন, অতিকায় আসিয়াই বানর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

অতিকায় বানর-সৈন্য বিতাড়িত করিতে-করিতে রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—আমি প্রাকৃত যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহি না। আমি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত। যদি কাহারও যুদ্ধের ইচ্ছা বা শক্তি থাকে, সে আমার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হউক।

অতিকায়ের এইরূপ গর্ব্বিত আহ্বানে ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণ-নন্দন কুমার অতিকায় লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে কিছুকাল কৃতিত্ব দেখাইয়া, অবশেষে লক্ষ্মণের অগ্নি-প্রদীপ্ত বাণ প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সেই বাণেই অতিকায়ের কিরীট-মণ্ডিত মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। যথা-সময়ে এই সংবাদ শ্রবণে রাক্ষস-রাজ হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্তাদি লঙ্কার প্রবীর যোদ্ধৃগণ, অপরাজেয় কুম্ভকর্ণ, এ সকলেই একে-একে নিহত হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ হইয়াও রাম-লক্ষ্মণ মুক্তিলাভ

করিয়াছে! আমার বীর পুত্রগণও একে-একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে থাকিল! রাবণ এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে পুরী-রক্ষণে সমধিক সাবধানতার আদেশ করিয়া বিষণ্ণ মনে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিলেন। রাবণকে এইরূপ চিন্তা-ব্যাকুল দেখিয়া, ইন্দ্রজিৎ কহিলেন—রাক্ষস-নাথ! আমি বর্ত্তমান থাকিতে আপনি শঙ্কাকুল ও বিহ্বল হইতেছেন কেন? আপনার চিন্তা দূর করিবার নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি এখনই যুদ্ধে গমন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি আমার শরের অব্যর্থতা প্রমাণ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধসজ্জা করিয়া বহির্গত হইলেন। অসংখ্য রাক্ষস-সেনা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে গমন করিল। নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে গিয়া ইন্দ্রজিৎ তাঁহার ইষ্টদেব অগ্নির পূজা ও হোম সমাপনান্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং নিজে অলক্ষিত থাকিয়া শরজালে রণ-ক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। এই অলক্ষিত যোদ্ধার সহিত কিরূপে যুদ্ধ করা যায়, রাম এ সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া স্থির করিলেন,—যে দৈববলে ইন্দ্রজিৎ বলী, সেই দৈবকে স্বীকার করিয়া লওয়াই এখন আমাদের কর্ত্তব্য। অতএব এখন আমরা ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক বাণাহত হইয়াও, অজ্ঞানবৎ পতিত হইয়া থাকিব। তাহাতে ইন্দ্রজিৎ অনায়াসেই বিজয়লক্ষ্মী লাভ করিয়া পুরে প্রবেশ করিবে। এই স্থির করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ অজ্ঞানবৎ পড়িয়া রহিলেন। ভ্রাতৃদ্বয়কে অচেতন দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ সিংহনাদে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পুর-প্রবেশ এবং পিতাকে বিজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে রাম ও লক্ষ্মণকে অচেতন দেখিয়া সুগ্রীবাদি বানরগণ মোহ প্রাপ্ত হইলে, বিজ্ঞ বিভীষণ এই বলিয়া তাঁহাদের শঙ্কা দূর করিলেন যে, ব্রহ্মা-প্রদত্ত অস্ত্রের সম্মান-রক্ষার্থ রাম-লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অব্যর্থ বাণাঘাত সহ্য করিয়া অচেতন হইয়াছেন মাত্র।

হনুমান্ তখন বিভীষণকে সঙ্গে লইয়া অন্যান্য বানরগণের তথ্য লইতে

চলিলেন। তাঁহারা দেখিলেন,—সুগ্রীবাদি বহু সেনাপতি রুধিরাক্ত-দেহে সমরক্ষেত্রে মৃতবৎ পতিত রহিয়াছেন। কেবল জাম্ববান্ একটু চেতন ছিলেন। বিভীষণকে দেখিয়া তিনি হনুমানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে, বিভীষণ কহিলেন—আর্য্য। আপনি রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা জিজ্ঞাসা না করিয়া এবং সুগ্রীব ও অঙ্গদাদির অবস্থা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কেবল-মাত্র হনুমানের সংবাদ লইতেছেন ইহার উদ্দেশ্য কি?

সুগ্রীবের প্রশ্নে জাম্ববান্ উত্তর করিলেন—অনুমানে আমি সকলের অবস্থাই অনুভব করিতেছি। তবে বিশেষ করিয়া হনুমানের কথা জানিতে চাহিতেছি এইজন্য যে, হনুমান্ কার্য্যক্ষম থাকিলেই আমাদের সকলেরই মঙ্গল হইবে। নতুবা, আজিকার সঙ্কটে উদ্ধার পাইবার অন্য উপায় দেখিতেছি না। এতজ্জন্যই আমি হনুমানের কুশল জানিতে ব্যগ্র হইয়াছি।

এই সময়ে হনুমান্ জাম্ববানের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিজ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম জানাইলে, জাম্ববান্ আশ্বস্ত হইলেন এবং হনুমান্‌কে কহিলেন —হে বানর-বীর। তুমি অবিলম্বে হিমালয়ে গমন কর। সেখানে ঋষভ ও কৈলাস-শিখরদ্বয়ের মধ্যস্থিত সমুজ্জ্বল ওষধি পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। সেখান হইতে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানকরণী, এই চারি জাতি ওষধি লইয়া আইস। ঐ সব ওষধির প্রয়োগে মোহপ্রাপ্ত বানরগণ পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে। ভীম-পরাক্রম প্লবঙ্গম-বীর তৎক্ষণাৎ গমন-পূর্ব্বক ওষধি-পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাত্রিকালে ওষধি নির্ব্বাচন করিতে অপারগ হওয়ায় হনুমান্ সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গটী উৎপাটন-পূর্ব্বক বহন করিয়া আনিলেন। তখন সেই-সব ওষধির আঘ্রাণে রাম-লক্ষ্মণ ও বানর-বীরগণ সচেতন ও সুস্থ হইলে, হনুমান্ সেই শৃঙ্গ পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া আসিলেন।

এদিকে বানর-বল প্রকৃতিস্থ হইলে, সুগ্রীব হনুমান্‌কে কহিলেন—প্রধান প্রধান রাক্ষস-বীরগণ নিহত হইয়াছে। সুতরাং লঙ্কাপুরী এখন

সুরক্ষিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব অদ্য নিশাকালে বানর-গণ উল্কাহস্তে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক সকল স্থল দগ্ধ করিতে থাকুক।

সুগ্রীবের আদেশে নিশাকালে অগণ্য বানরগণ লঙ্কা দগ্ধ করিতে থাকিলে, রাক্ষস-রমণীদিগের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে উচ্চ প্রাসাদোপম গৃহসকল প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলে, সেই রাত্রিতে সমগ্র লঙ্কাকে পুষ্পিত-কিংশুক-পূর্ণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মুক্ত অশ্ব-গজ-সকল অগ্নিভয়ে বিকট নাদ করিতে-করিতে উন্মত্তবৎ লঙ্কার চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে থাকিল। কোথাও মুক্ত অশ্ব দর্শনে মাতঙ্গগণ ভীত হইয়া পলাইতে থাকিল, কোথাও বা মাতঙ্গকে দেখিয়া ভয়ে তুরঙ্গগণ পলায়ন করিতে লাগিল। প্রজ্জ্বলিত প্রাসাদ-শিখর-সকলের অগ্নিশিখা সমুদ্রে প্রতিবিম্বিত হইয়া নীল সমুদ্রকে লোহিত সমুদ্রের আকার প্রদান করিল এবং লক্ষ-লক্ষ রাক্ষসদিগের কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল ভীষণ নিনাদিত হইতে লাগিল।

এইরূপ অগ্নি-কাণ্ড হইতে থাকিলে ক্রুদ্ধ রাবণের আজ্ঞায় কুম্ভ ও নিকুম্ভ সেই রাত্রিতেই সৈন্যসমেত যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে গমন করিল। তখন উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে থাকিলে এবং কম্পন, শোণিতাক্ষ ও প্রজঙ্ঘনাদি রাক্ষস-সেনাপতিগণ গতাসু হইলে, কুম্ভ অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে বাণাহত হইয়া অঙ্গদ বিষম ব্যথিত ও মোহ-প্রাপ্ত হইলে, রামের আদেশে বানর-সেনাপতিগণ কুম্ভের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন সুগ্রীবের সহিত কুম্ভ বহুক্ষণ বাহুযুদ্ধ করিয়া অবশেষে সুগ্রীবের হস্তে নিহত হইল। তাহার পরে হনুমানের হস্তে নিকুম্ভ নিহত হইলে, রাক্ষসগণ মহাভীত হইয়া পলায়ন করিল।

ইহার পরে রাবণের আদেশে খরের পুত্র মকরাক্ষ রথারোহণে সৈন্য সমেত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বাহ্বাস্ফালন-পূর্ব্বক রামকে যুদ্ধে আহ্বান

চলিলে, রাম তাহার সহিত কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা মকরাক্ষের প্রাণ নাশ করিলেন।

ইন্দ্রজিৎ-বধ

মকরাক্ষের নিধন-বার্ত্তা শুনিয়া, রাবণ ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকেই যুদ্ধার্থ গমন করিতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ যথাবিধি পূজা-হোম সমাপন করিয়া অদৃশ্যচর রথারোহণে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, রাম-লক্ষ্মণ সেই অদৃশ্য শত্রুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেন না। অথচ ইন্দ্রজিতের বাণে বহুসংখ্যক বানর বিনষ্ট হইতে থাকিল। তখন রাম ও লক্ষ্মণ আশীবিষ-সদৃশ-শর সকল বহুল পরিমাণে ত্যাগ করিবার অভিসন্ধি করিলে, ইন্দ্রজিৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম-দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া বানর-দিগের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, বানরেরা দেখিল, তাঁহার রথে সীতা বসিয়া আছেন। ইন্দ্রজিৎ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক সীতার কেশপাশ গ্রহণ করিয়া, তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত অসি উত্তোলন করিলে, সীতা "রাম, রাম"-রবে চীৎকার করিতে থাকিল। ইহা দেখিয়া হনুমান্ ক্রোধে অধীর হইয়া, ইন্দ্রজিতের এই পাপবুদ্ধির নিন্দা করিতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ কহিলেন—রে বানর! স্ত্রীবধের জন্য আমায় দুর্ব্বাক্য বলিতেছিস্, কিন্তু রাম-যে তাড়কাকে বধ করিয়াছিল, তাহার কি? যুদ্ধের সময়ে শত্রুগণের পীড়া-দায়ক কর্ম্মই করিতে হয়। আমিও তোদের সম্মুখে সীতাকে বধ করিব।

এই বলিয়া ইন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ অসির আঘাতে সীতার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন দেখিয়া, বানর-সৈন্য ছত্রভঙ্গ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নপর হইল। পরে হনুমানের আশ্বাস-বাক্যে তাহারা পুনরায় সমবেত হইয়া হনুমানের পশ্চাতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিল। বানরগণ কর্ত্তৃক রাক্ষস-বল ধ্বংস

হইতে দেখিয়া ইন্দ্রজিৎ বানরদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং বহু বানর-বীরকে ধরাশায়ী করিলেন।

এইরূপে সেনা-ক্ষয় হইতে থাকিলে, হনুমান্ কহিলেন—ওহে বানরগণ! তোমরা যাহার উদ্ধার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনে উদ্যত হইয়াছ, সেই সীতাই যখন নিহতা হইলেন, তখন আর বৃথা যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। এখন চল, রামকে এই সংবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য। পরে তিনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই করা যাইবে।

এই বলিয়া হনুমান্ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া রাম-সন্নিধানে যাইতেছেন, এমন সময়ে পথমধ্যে জাম্ববান্‌কে দেখিয়া হনুমান্ সীতা-বধ-বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিলে, উভয়ে বিষণ্ণ বদনে রাম সমীপে ঐ ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন।

রাম সীতাবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র মোহপ্রাপ্ত হইয়া অচেতন হইলেন পরে বানরগণের সেবায় তাঁহার মূর্চ্ছাপনোদন হইলে, লক্ষ্মণ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে রামকে সান্ত্বনা দিতে থাকিলেন। এমন সময়ে বিভীষণ আসিয়া বানরগণকে দীন-ভাবাপন্ন এবং রামকে লক্ষ্মণের ক্রোড়ে শয়ান, দেখিয়া কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ হনুমান্ প্রমুখ বানর-সেনার সমক্ষে সীতাকে বধ করিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া রাম শোকাকুল হইয়াছেন।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া বিভীষণ রামকে কহিলেন—হে মানবেন্দ্র! সমুদ্র-শোষণ যেমন অবিশ্বাস্য, সীতা-বধও তদ্রূপ। রাবণ প্রাণ থাকিতে কখনই সীতাকে বধ করিতে দিবেন না। ইহা নিশ্চয়ই রাক্ষসী মায়া। বানরদিগকে উদ্যম-হীন ও নিস্তেজ করিবার উদ্দেশ্যেই ইন্দ্রজিৎ বানর দিগের সমক্ষে মায়া-সীতা বধ করিয়াছে। ইন্দ্রজিৎ এখন যজ্ঞ করিবার জন্য নিকুম্ভিলায় গিয়াছে। যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, সে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণেরও অবধ্য। ব্রহ্মা তাহাকে বর দিয়াছেন যে, লঙ্কার

নিকুম্ভিলা-ক্ষেত্রে মহাকালীর পূজা ও আভিচারিক হোম সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে যে তাহাকে শত্রু-ভাবে আক্রমণ করিবে, তাহারই হস্তে ইন্দ্রজিতের বধ নিশ্চিত। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ব্রহ্মা এইরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব আপনি লক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে আসিতে আজ্ঞা করুন। আমরা সৈন্য সমেত গিয়া যজ্ঞ-সমাপ্তির পূর্ব্বেই ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব এবং তাহাকে নিহত করিব। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, রাবণকেও নিহত বলিয়া জানিবেন।

বিভীষণের বাক্য শুনিয়া রাম, সেই মায়াবী ইন্দ্রজিতের অদ্ভুত ক্ষমতা স্মরণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন—লক্ষ্মণ। তুমি সুগ্রীব, হনুমান্, জাম্ববান্ প্রভৃতি বীরগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে নিহত কর। তাহার মায়া-কৌশলাদি জানাইবার জন্য বিভীষণ তোমার সঙ্গে থাকিবেন।

রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ, বানর-বীরগণ ও বিভীষণের সহিত মহোৎসাহে নিকুম্ভিলার দিকে গমন করিলেন। নিকুম্ভিলার সন্নিকটে যেখানে দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ সমবেত হইয়াছে, বিভীষণের পরামর্শে বানরগণ সেইখানে গিয়া ভীম পরাক্রমে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিল এবং লক্ষ্মণও পূজা-রত ইন্দ্রজিতের শ্রবণ-গোচরে শর-বর্ষণে রাক্ষসদিগকে বিষম ব্যথিত করিতে থাকিলেন। সেই তুমুল সংগ্রামে রাক্ষসগণ ভয়ানকরূপে মর্দ্দিত হইতে থাকিলে, ইন্দ্রজিৎ ব্যাকুল হইয়া হোম-সমাপনের পূর্ব্বেই যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হনুমান্ বিস্তর রাক্ষস-বল ধ্বংস করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইন্দ্রজিৎ রথারোহণে সেই দিকে উপস্থিত হইলে, বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন—ইন্দ্রজিৎ হনুমান্‌কে বধ করিতে যাইতেছে, এই সময়ে তুমি কালান্তক শরে উহাকে বধ করিয়া ফেল।

তখন লক্ষ্মণ স্পর্দ্ধার সহিত ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, ইন্দ্রজিৎ সেইস্থানে পিতৃব্যকে দেখিয়া পরুষ-বচনে কহিলেন—হে পিতৃব্য! রাব-

ণের সহোদর ভ্রাতা ও আমার পিতৃব্য হইয়া আপনার এ কি বিসদৃশ ব্যবহার! আপনি আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া শত্রুর আশ্রয় লইয়াছেন! আপনি জাতি, জ্ঞাতি, সৌহার্দ্দ্য ভুলিয়া এখন শত্রুকে দিয়া জ্ঞাতি-বধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! কোথায় স্বজন-সহবাস, আর কোথায় নীচ পরাশ্রয়! স্বজন নির্গুণ হইলেও শ্রেয়ঃ এবং যে শত্রু, সে কখনই মিত্র হয় না। ধিক্ আপনার ধর্ম্ম বুদ্ধিকে।

ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে এইরূপ কটূক্তি শুনিয়া বিভীষণ কহিলেন—ইন্দ্রজিৎ! তুমি না বুঝিয়া আমার গ্লানি করিতেছ। পরদারাপহারী ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমি ধর্ম্মের মর্য্যাদাই রক্ষা করিয়াছি। তোমার পিতার দোষে লঙ্কার ধ্বংস উপস্থিত, তুমি কি তাহা বুঝিতেছ না? তবু তোমরা অধর্ম্ম-পক্ষেই সহায়তা করিতেছ! যাহা হউক, আজ আর তোমার নিস্তার নাই।

পরে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া পরস্পর পরস্পরকে শরাঘাত করিতে থাকিলেও, কেহই পরাজিত বা পরিশ্রান্ত হইলেন না। নর রাক্ষসের এই ভীষণ-সমর-কালে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, গরুড় প্রভৃতি সকলে সেই রণক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে থাকিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে, লক্ষ্মণের ইন্দ্রাস্ত্রে ইন্দ্রজিৎ প্রাণত্যাগ করিয়া ধরাশায়ী হইলেন—যেন নির্ব্বাণ পাবক বা শান্তরশ্মি সূর্য্য! ইন্দ্রজিতের নিধনে দেবগণ আনন্দ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন

বানর-সেনা-সমেত বিভীষণ লক্ষ্মণের সঙ্গে দ্রুতপদে প্রত্যাগত হইয়া, রামকে এই সংবাদ প্রদান করিলে, রাম আনন্দে লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া, হর্ষ-প্রকাশ করিতে থাকিলেন এবং সমস্ত সেনা উল্লাস-ভরে জয়-ধ্বনি করিয়া লঙ্কাপুরী কাঁপাইয়া তুলিল।

লক্ষ্মণ শক্তিশেলাহত

ইন্দ্রজিতের নিধন-বার্ত্তা শুনিয়া রাবণ বজ্রাহতের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—বৎস! তুমি একদিন

দবেন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছ, আর আজ সামান্য মনুষ্য লক্ষ্মণের হস্তে নহত হইলে! ইহাতেই বোধ হইতেছে, লঙ্কার ভাগ্যলক্ষ্মী লঙ্কা ত্যাগ করিয়াছেন! কোথায় আমি পরলোক-গত হইলে তুমি আমার প্রেত-কার্য্য করিবে, তাহা না হইয়া আজ তদ্বিপরীত ঘটনা ঘটিল, তোমার প্রেত-কার্য্য আমার করিতে হইল। তুমি বিদ্যমান থাকিতে আমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের ভয় করি নাই। আজ কে আমাকে সেই নর-বানরের হাত হইতে উদ্ধার করিবে!

ইন্দ্রজিতের জন্য বিলাপ করিতে-করিতে রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া এক খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যাগণ ও সচিববৃন্দ পরিবৃত হইয়া অশোক-বনে চলিলেন। মূর্ত্তিমান্ ক্রোধ-স্বরূপ সেই খড়্গ-হস্ত রাবণকে দেখিয়া সীতা ভাবিতে লাগিলেন, নামে সনাথা হইলেও আজ তাঁহাকে অনাথার ন্যায় রাবণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। হায়! কেন তিনি হনুমানের প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই!

রাবণকে এই পাপ কার্য্য হইতে নিবারিত করিবার জন্য সুপার্শ্ব-নামক এক সচিব সাহসে ভর করিয়া রাবণকে নিবেদন করিল—মহারাজ! আপনি বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, আপনি অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্মে অনুরক্ত, তবে নারী-বধের পাপে লিপ্ত হইতেছেন কেন? এই অসহায়াকে ত্যাগ করিয়া আপনি রামের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ করুন্। আপনি এই খড়্গে রামকে বিনষ্ট করুন। তখন সীতা সহজেই আপনার হস্তগতা হইবেন।

সচিবের এই উপযুক্ত কথায় জ্ঞানোদয় হওয়ায় রাবণ সভায় গমন পূর্ব্বক আদেশ করিলেন—অদ্য লঙ্কার অবশিষ্ট চতুরঙ্গ সেনা-বল বহির্গত হইয়া একমাত্র রামকেই লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক্। কল্য আমি সমরে প্রবেশ করিয়া রামের ইহলীলা শেষ করিব।

রাবণের আদেশে লঙ্কার সেনাবল একত্রে সমর-প্রাঙ্গণে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সে যুদ্ধে রামও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইতে থাকিলেন। তিনি

গন্ধর্ব্ব-নামক অস্ত্রের প্রভাবে সকলের অলক্ষিত থাকিয়া, রাক্ষস-বধ করিতে থাকিলেন, অথচ রাক্ষসেরা কোথাও রামকে দেখিতে পাইল না।

এদিকে লক্ষ-লক্ষ রাক্ষসীগণ স্বামী-পুত্রের বিয়োগে সমবেদনায় সকলে একযোগে ক্রন্দন করিতে থাকিলে, সেই ভীষণ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া রাবণের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বয়ং সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন বলিলে, তখনই চতুরঙ্গ-সেনা পুরী হইতে নির্গত হইল। রাম-রাবণের এই ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সেনা ক্ষয় হইতে থাকিলে, রাবণ একে একে তাঁহার সেনাপতিগণকে শত্রু-নিধনে সমধিক উৎসাহিত করিতে থাকিলেন। সেনাপতি মহোদর সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সুগ্রীবের খড়্গে ছিন্ন মস্তক হইয়া মহোদর ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাপার্শ্ব অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অঙ্গদের এক মুষ্ট্যাঘাতে মহাপার্শ্বের উদর বিদীর্ণ হওয়ায় সেও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। *

দুই জন বীর-সেনাপতির নিধনে রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণের বিনাশে বদ্ধ পরিকর হইলেন। রামের সহিত রাবণের ভীষণ যুদ্ধ হইতে থাকিলে, লক্ষ্মণ এক তীক্ষ্ণ বাণে রাবণের সারথির মস্তক ছেদন এবং বিভীষণ রাবণের অশ্ব-চতুষ্টয়কে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ মহাক্রোধে অশনির শক্তি-সম্পন্ন তাঁহার শক্তি-নামক প্রসিদ্ধ অস্ত্র তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিলে, লক্ষ্মণের বাণে তাহা ব্যর্থ হইল। এই দেখিয়া রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি আর এক 'মহাশক্তি' নিক্ষেপ করিলেন। দীপ্যমানা সেই শক্তির গতি লক্ষ্মণ নিবারণ করিতে পারিলেন না। উহা চক্ষের নিমেষে লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ অচেতন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। তখনই রাম, লক্ষ্মণের বক্ষঃ হইতে সেই শক্তি আকর্ষণ

* পূর্ব্বে 'মহোদর' ও 'মহাপার্শ্ব' নামে যে দুই সেনাপতি নিহত হইয়াছে (১৭৬ পৃঃ) তাহারা অবশ্য ভিন্ন ব্যক্তি বুঝিতে হইবে।

করিতে থাকিলে, এই অবসরে রাবণ বাণে-বাণে রামকে জর্জ্জরিত করিতে থাকিলেন। শক্তি ভগ্ন করিয়া রাম, সুগ্রীব ও হনুমানের উপরে লক্ষ্মণের পরিচর্য্যার ভার দিয়া কহিলেন—অদ্য আমার বিক্রম প্রদর্শনের কাল উপস্থিত। আজ জগৎ অরাম বা অরাবণ হইবে। তৃষিত চাতকের বারি-লাভের ন্যায় চিরাকাঙ্ক্ষিত রাবণ আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত! আজ রাবণকে বধ করিয়া আমি রাজ্য নাশ, বন-বাস, সীতা-হরণ ইত্যাদি সকল দুঃখের অবসান করিব।

এই বলিয়া রাম, রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রুদ্ধ রামের সহিত রাবণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও রাম-শরে এমন পীড়িত হইতে থাকিলেন যে, সেদিন আর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অবস্থান করা যুক্তি-সঙ্গত নয় ভাবিয়া, যুদ্ধ-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পুরে প্রবেশ করিলেন।

রাবণ রণে ভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে, রাম মৃতকল্প লক্ষ্মণের কাছে প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া ভ্রাতার জন্য শোক করিতে থাকিলেন,—হায়! যখন লক্ষ্মণই নিহত হইল, তখন আর যুদ্ধে প্রয়োজন কি? অযোধ্যায় আমি যখন বন-বাসের প্রতিজ্ঞা করিলাম, তখন এই লক্ষ্মণ স্বেচ্ছায় রাজসুখ পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুগমন করিয়াছিল! আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমিও লক্ষ্মণের অনুগমন করি। দেশে-দেশে কলত্র ও বান্ধব পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা কোথাও মিলে না! লক্ষ্মণ-হীন হইয়া আমার রাজ্যলাভেই বা কি সুখ হইবে? লক্ষ্মণ-হীন হইয়া আমি অযোধ্যায় ফিরিবই বা কোন্ মুখে? কৌশল্যা ও সুমিত্রা-মাতা যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, 'লক্ষ্মণ কোথায়?', তখন তাঁহাদিগকে আমি কি উত্তর দিব, কি সান্ত্বনা দিব? ভরত-শত্রুঘ্নকেই বা কি বলিব? হা ভ্রাতঃ! বনবাসে তুমি দিবা-নিশি আমার সেবা করিতে, আজ আমাকে এই শত্রু-পুরে ফেলিয়া কোথায় যাইতেছ? তোমা বিনা আজ আমি একান্ত অসহায় হইলাম!

রাম এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, সুষেণ তাঁহাকে আশ্বাসিত

করিয়া কহিলেন—হে নরবীর! আপনি বৈক্লব্যকারিণী বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ধীর-চিত্ত হউন। পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির কোন চিহ্নই লক্ষ্মণের দেহে বিদ্যমান নাই। পরন্তু লক্ষ্মণের বদন-মণ্ডল ও নেত্রদ্বয় সুপ্রসন্ন এবং করতল লোহিত রহিয়াছে এবং মুখে কোনরূপ বিকার, বিবর্ণতা বা প্রভাহীনতা লক্ষিত হইতেছে না। অতএব আপনি আশ্বস্ত হউন্।

রামকে আশ্বস্ত করিয়া সুষেণ হনুমান্‌কে কহিলেন—হে বীর! জাম্ববানের নির্দ্দেশে তুমি হিমালয়স্থ ওষধি-পর্ব্বতের যে শৃঙ্গ আনিয়াছিলে, যাহার ওষধিতে আমাদের সকলের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল, আজ লক্ষ্মণের জন্য তাহা আনয়ন করা আবশ্যক। তুমি সত্বর হিমালয়ে গমন কর। তখন হনুমান্ সেই নিশাকালেই পর্ব্বত শিখর লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সুষেণ কর্তৃক ওষধি-প্রয়োগে লক্ষ্মণ বিশল্য ও সচেতন হইয়া সুস্থ হইলেন।

রাবণ-বধ

বানর-কটকের আনন্দ-ধ্বনি শুনিয়া রাবণ অবগত হইলেন যে, লক্ষ্মণ পুনর্জ্জীবিত হইয়াছেন এবং রাম, রাবণের সহিত যুদ্ধার্থ মুহুর্মুহুঃ ধনু আস্ফালন করিতেছেন। ইহা শুনিয়া গর্ব্বিত রাবণ তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ রামের সম্মুখীন হইলেন।

রাবণের সহিত রামের যুদ্ধ আরম্ভ হইবে জানিয়া, দেবরাজ সারথি মাতলিকে কহিলেন—মাতলে! তুমি শীঘ্র আমার রথ লইয়া লঙ্কায় যাও এবং রামকে আমার রথে উঠাইয়া দেবগণের হিতকর কার্য্য-সাধনে রামের সহায়তা কর।

মাতলি তাহাই করিলে, রাবণের সহিত রামের দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল রাবণের প্রযুক্ত গান্ধর্ব্ব-বাণ-সকল রাম গান্ধর্ব্বাস্ত্র দ্বারা এবং দৈব-বাণ সকল দৈবাস্ত্র দ্বারা পরাহত করিতে থাকিলেন। সর্পাকৃতি বাণে-বাণে রণভূমি আচ্ছন্ন হইয়া ভীষণাকার ধারণ করিল। তখন রাবণ স্বীয় বীর

ত্বর গর্ব্ব করিতে থাকিলে, রাম তাঁহাকে কহিলেন—ওহে রাক্ষসাধম! তুমি আমাদের অনুপস্থিতি-কালে কাপুরুষের ন্যায় অসহায়া নারীকে হরণ করিয়াছ, ইহাই কি তোমার বীরত্বের নিদর্শন? আজ তুমি যখন আমার সম্মুখীন হইয়াছ, তখন অবিলম্বে তোমার কৃতকার্য্যের ফলভোগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রে নির্লজ্জ! চোরের ন্যায় কার্য্য করিয়া নিজেকে শূর বলিয়া গর্ব্ব করিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য! তুমি যখন সীতাকে হরণ করিতে গিয়াছিলে, তখন আমি কুটীরে থাকিলে, তুমি তখনি শরের দশা প্রাপ্ত হইতে। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে সম্মুখে পাইয়াছি। আজ আর তোমার নিস্তার নাই।

এই বলিয়া রাম সমধিক ক্ষিপ্র-হস্তে শরক্ষেপ এবং বানরগণ প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, রাবণ দিশাহারা হইয়া অচেতন-প্রায় হইলেন। ইহা দেখিয়া রাবণের সারথি রথ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। স্বল্পকাল পরে রাবণ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার কৃত অসম্ভ্রম-সূচক কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিতে থাকিলে, হতবুদ্ধি সারথি রাবণকে কহিল যে, রাবণের শ্রান্তি অপনোদনের জন্যই সে রথ প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছিল, পরাজয়ের ভয়ে নহে।

তখন রাবণ যুদ্ধার্থ পুনরায় রামের সম্মুখীন হইলে, দেবগণ রামকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। দেবগণের চিন্তা দূর করিবার জন্য ভগবান্ অগস্ত্য-ঋষি রামের নিকট আসিয়া কহিলেন—রাঘব! তুমি আমার কথিত স্তবে আদিত্য-দেবের প্রীতি সম্পাদন কর। তাহা করিলেই তুমি বিজয় লাভ করিবে।

তখন রাম, মহর্ষি অগস্ত্য-কথিত "আদিত্য-হৃদয়" স্তবে * বংশের নিদান সূর্য্যদেবকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পুনরায়

* আদিত্যঃ সবিতা সূর্য্যঃ খগঃ পূষা গভস্তিমান্ ।: ইত্যাদি।

রাম-রাবণের লোক-ত্রাস-কর দ্বৈরথ-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম-পক্ষে বিজয় সূচক সুনিমিত্ত-সকল সংঘটিত হইতে থাকিল। এদিকে অকস্মাৎ আকাশ হইতে রাবণের রথোপরে রুধির বর্ষণ হইতে দেখিয়া রাক্ষসগণ চমকিত হইল। রাবণের রথ যে-দিকে যাইতে থাকিল, সেই দিকে গৃধ্রগণ রথোপরে বিচরণ করিতে থাকিল। দিবা-ভাগেই লঙ্কা সন্ধ্যার রক্তরাগে-রঞ্জিতের মত দেখাইতে লাগিল। শিবাগণ রাবণের দিকে চাহিয়া অগ্নি-শিখা বমন করিতে লাগিল। রাবণের দৃষ্টিপথে উল্কাপাত এবং রাক্ষস-সৈন্যদিগের মধ্যে বিনা মেঘে অশনি-পাত, হইতে থাকিল।

অপরদিকে রাম-পক্ষে সুনিমিত্ত-সকল দৃষ্ট হওয়ায়, রাম-সৈন্য উৎসাহিত হইয়া রাবণকে যেন নিহত বলিয়াই মনে করিতে থাকিল।

তখন রাম ও রাবণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে, রাবণকে দেখিয়া রামের মনে উদিত হইল, "জয় নিশ্চয়" এবং রামকে দেখিয়া রাবণের মনে হইতে থাকিল, "মৃত্যু নিশ্চয়"। এইরূপ মনোভাব লইয়া উভয়েই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পরে, রাম আশীবিষ-সদৃশ শর-সন্ধানে রাবণের মস্তক ছেদন করিলে, পরক্ষণে অনুরূপ একটী মস্তক রাবণের স্কন্ধে সংলগ্ন হইতে লাগিল। এইরূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও রাম রাবণকে পরাজিত করিতে না পারায়, মাতলি রামকে কহিল—প্রভো! দেবগণ বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ ভিন্ন রাবণ-বধের অন্য উপায় নাই। অতএব আপনি রাবণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করুন্।

তখন রাম অগস্ত্য-প্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক অতি নিপুণভাবে তাহা রাবণের প্রতি সন্ধান করিলে, তাহাতেই রাবণ গতপ্রাণ হইয়া রথ হইতে পড়িয়া গেলেন। রাবণকে নিহত দেখিয়া রাক্ষস-সেনা ভয়ে ছত্রভঙ্গ দিয়া পুর-মধ্যে প্রবেশ করিল।

পাপকর্ম্মা, দুর্দ্দান্ত, অত্যাচারী রাবণের নিধনে মরুদ্গণ শান্ত, দিক্ সকল প্রসন্ন এবং নভোমণ্ডল বিমল আকার ধারণ করিল! সুগ্রীব, বিভীষণ,

অঙ্গদাদি বন্ধুবর্গ লক্ষ্মণের সহিত জয়োল্লাসে হর্ষ-প্রকাশ করিতে-করিতে রামের নিকট গিয়া তাঁহার বন্দনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাবণকে নিহত দেখিয়া, ভ্রাতৃ-স্নেহ-বশে বিভীষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন—হা বীর! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছিলাম, কিন্তু কাম-লোভ প্রভাবে আমার পরামর্শ তুমি অনুমোদন কর নাই। সেইজন্য আজ তোমাকে নিহত দেখিতে হইল। ভ্রাতঃ! তোমাকে নিহত দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন সূর্য্য পৃথিবীতে পতিত বা চন্দ্র রাহু-গ্রস্ত বা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে! তোমার নিধনে এই বিপুল রাক্ষস-কুল আজ সত্য-সত্যই অনাথ হইল!

বিভীষণকে সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া রাম তাঁহাকে কহিলেন—মিত্রবর! তোমার ভ্রাতা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জন্য শোকাকুল হওয়া বিধেয় নহে। উনি এক-কালে ইন্দ্রাদিকে জয় করিয়া, আজ কালবশে কাল-কবলিত হইয়াছেন। চিরকালই কেহ বিজয়-লাভ করিতে পারে না। অতএব রাবণের জন্য শোক করিও না। এখন ভ্রাতার প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তোমার কর্ত্তব্য পালন কর। মৃত্যু পর্য্যন্তই শত্রুতা। এখন তিনি, তোমারই মত, আমার বন্ধু। অতএব এখন তাঁহার প্রেত-সংস্কার আমারও বাঞ্ছনীয়।

এদিকে রাবণের অন্তঃপুরে রাক্ষস-রমণীগণ রাবণের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে লঙ্কার উত্তর-দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া, সেই কবন্ধ-সমাকুল ও শোণিত-পঙ্কিল রণ-ক্ষেত্রে রাবণের মৃতদেহের উপরে হাহাকার-শব্দে পতিত হইতে থাকিল। বক্ষে করাঘাত করিতে-করিতে তাহারা কহিতে লাগিল—হা নাথ! তুমি সুহৃদ্‌গণের হিতবাক্য শুনিলে না, তাই আজ তোমার স্বর্ণপুরী হাহাকার করিতেছে, আর আমরাও অনাথা হইলাম! হায়! যদি তুমি ধার্ম্মিক বিভীষণের কথা শুনিয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ করিতে, তাহা হইলে রামের ও তোমার বন্ধুবান্ধবদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইত এবং আমরাও বিধবা

হইতাম না। কিন্তু তুমি হিত-কথায় কর্ণপাত করিলে না, তাই আজ তোমার সহিত এই স্বর্ণ-লঙ্কা, রাক্ষস-কুল এবং আমরা, সকলেই রসাতলে ডুবিলাম!

রাবণের রমণীগণ এইরূপে বিলাপ করিতে থাকিলে, প্রধানা মহিষী ও প্রেয়সী রাণী-মন্দোদরী রণ-ক্ষেত্রে আসিয়া, কাতর-ক্রন্দনে রণভূমিকে শোকাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মন্দোদরী কহিতে লাগিলেন—হা রাক্ষসেশ্বর! তুমি ক্রুদ্ধ হইলে দেবরাজও তোমার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেন না, ঋষি, মহর্ষি ও গন্ধর্বগণ তোমার ভয়ে পলায়ন করিতেন। সেই তুমি আজ মনুষ্যের শরে প্রাণত্যাগ করিলে! এ কথা বিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? তুমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়া, শেষে সামান্য বনচারীর হস্তে নিহত হইলে এ দুঃখই বা সহিব কেমন করিয়া? বুঝি বা তোমাকে বধ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কৃতান্ত রাম-রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে রাম স্বয়ং জন্ম-মৃত্যুর অতীত, সনাতন পরম পুরুষ! তিনি বানর-রূপধারী দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া, এ বিপুল রাক্ষস-কুল ধ্বংস করিলেন! নতুবা সামান্য মনুষ্যের হস্তে রাবণের মৃত্যু, ইহা অসম্ভব কথা! আমি যখন সূর্পণখার মুখে শুনিয়াছিলাম, জনস্থানে রাম একাকী খর-প্রমুখ চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে নিহত করিয়াছেন, তখনই ভাবিয়াছিলাম, রাম সামান্য মনুষ্য নহেন! হায়! নিজের বিনাশের নিমিত্তই তুমি রামের ভার্য্যাকে কাম-চক্ষে দেখিয়াছিলে! হায়! দানবেন্দ্র ময় আমার পিতা, রাক্ষসেশ্বর রাবণ আমার স্বামী এবং ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ আমার পুত্র, এই গর্ব্বে এতদিন আমি গর্ব্বিতা ছিলাম। আজ আমার সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে, আমি এখন পতি-পুত্রহীনা অভাগিনী! কুমার ইন্দ্রজিৎ যখন লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে শুনিলাম, তখন আমি নিদারুণ আঘাতিত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ তোমার নিধনে আমি একেবারেই নিপাতিত হইলাম! তুমি চিরকাল বীর বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াও যখন গোপনে কাপুরুষের ম

াসহায়া নারীকে হরণ করিলে, আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম, তোমার মত ারের এরূপ চৌর্য্য-বুদ্ধি কাল-প্রেরিতেরই লক্ষণ।

এইরূপে মন্দোদরী বহুক্ষণ বিলাপ করিতে থাকিলে, তাঁহার সপত্নীগণ াহাকে নানা সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে থাকিল এবং রাম ও বিভীষণকে হিলেন—মিত্র! রাবণের রমণীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, তুমি ভ্রাতার ৎকারে উদ্যোগী হও।

তখন বিভীষণ রমণীদিগকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া যথাবিধি সৎকার-ার্য্যে মনোযোগী হইলেন। বিভীষণের আদেশ পাইয়া, অগ্রে-অগ্নিহোত্র-জ্জা বহির্গত হইল। তৎপরে ভারে-ভারে চন্দন, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধি াষ্ঠাদি, সুরভি গন্ধ দ্রব্য সকল, এবং মণি মুক্তা-প্রবালাদি, ও অগ্নি ইয়া রাক্ষসগণ মাল্যবানের সহিত শ্মশান-মুখে যাত্রা করিল। রক্ষো-াঙ্গণেরা স্তুতি করিতে-করিতে রাক্ষস-রাজের শব-দেহ ক্ষৌম বসনে াচ্ছাদিত করিয়া শিবিকায় উঠাইলেন। বিভীষণাদি শিবিকার অনুগমন রিলেন এবং সেইসঙ্গে অসংখ্য রাক্ষস পতাকা ধারণ করিয়া চলিতে াগিল। অন্তঃপুর হইতে রাক্ষস রমণীরাও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে-করিতে াই শব-যাত্রার অনুগমন করিতে থাকিল। পবিত্র স্থানে চিতা-সজ্জা াস্তুত হইলে, ঋত্বিকগণ যথাস্থানে বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি ংস্থাপন করিলেন। তখন শাস্ত্র-বিধানানুযায়ী মেধ্য পশু-সকল হনন করিয়া থাস্থানে রক্ষিত হইলে, দীন-মনা ও অশ্রু-প্লাবিত-বদন বিভীষণ ভ্রাতার ব-দেহ গন্ধ-মাল্য দ্বারা অলঙ্কৃত ও বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া, তাহার পরে লাজাঞ্জলি বিকীরণ করিলেন। পরে দাহ-কার্য্য সমাপ্ত হইলে, বভীষণ আর্দ্র বস্ত্রে ভ্রাতার জন্য উদকাঞ্জলি প্রদান করিলে, বিষণ্ণ রাক্ষস-ণ্ডল ও রমণীগণ কাঁদিতে-কাঁদিতে পুরে প্রবেশ করিলেন।

যুদ্ধান্তে

দেবগণের বাঞ্ছিত রাবণ-বধ, রাম কর্ত্তৃক সাধিত হইল দেখিয়া, তাঁহারা

আনন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, রাম মাতলিকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিলেন। তৎপরে রাম শিবিরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন—লক্ষ্মণ! এখন আমি বিভীষণকে লঙ্কা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করি।

তখন যথাযোগ্য উপকরণাদি সংগৃহীত হইলে, রামের আদেশে লক্ষ্মণ রাক্ষসগণের সমক্ষে বিভীষণের অভিষেক-ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। তখন বিভীষণের সহিত পুরবাসিগণ দধি মোদক-লাজ-পুষ্পাদি মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সকল লইয়া লক্ষ্মণকে প্রদান করিলে, লক্ষ্মণ সে গুলি রামকে নিবেদন করিলেন। বিভীষণের প্রতি প্রীতিবশতঃ রাম হৃষ্টচিত্তে সে-সকল দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

ইহার পরে সীতার সংবাদ লইবার জন্য হনুমান্ প্রেরিত হইলে, হনুমান্ তৎক্ষণাৎ অশোক-বনে গমন পূর্ব্বক সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন—দেবি! আমি রামের আদেশে আপনাকে শুভ সংবাদ জানাইতে আসিয়াছি। আপনার পাতিব্রত্যের পুণ্যে সর্ব্বতোভাবে জয়-লাভ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবাদি কুশলে আছেন। যুদ্ধে রাবণ নিহত হইয়াছেন। রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছেন। অতএব এখন আর আপনি "রাবণের গৃহে আছি" এ কথা মনে করিবেন না এখন আপনি যেন স্বগৃহেই আছেন, এইরূপ ভাবুন।

শুভ-সংবাদ শুনিয়া মনের আবেগে সীতার কণ্ঠ-রোধ হইল। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে কহিলেন—হনুমান্! শুভ-সংবাদ শ্রবণে আমার বাক্-শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। তুমি যে সংবাদ আজি আমাকে প্রদান করিলে, তাহাতে তোমাকে কি প্রদান করিলে উহার উপযুক্ত প্রতিদান বা পুরস্কার হয়, তাহা আমি মনে করিতে পারিতেছি না।

সীতার এইরূপ বাক্যকেই হনুমান্ পরম পুরস্কার জ্ঞান করিয়া কহিলেন—দেবি! রাম-সমীপে প্রত্যাগত হইবার পূর্ব্বে একটী কার্য্য করিয়া

াইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে। যে-সকল রাক্ষসী আপনাকে পীড়ন করিয়াছে, আপনার অনুমতি পাইলেই আমি এখনই উহাদিগকে বধ করিয়া ফেলি।

হনুমানের কথায় করুণ-হৃদয়া সীতা কহিলেন—বৎস! দাসীগণের কোন অপরাধ দেখি না। উহারা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়াছে মাত্র। অতএব উহাদিগকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। এই ভাবিয়া আমি উহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি। এখন তুমি রাম-সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার পদে নিবেদন কর, আমি শীঘ্রই তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করি।

তখন হনুমান্ কহিলেন—দেবি! অদ্যই আপনি লক্ষ্মণের সহিত রামকে দর্শন করিবেন। এই বলিয়া হনুমান্ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়া রামকে সীতার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। হনুমানের বাক্য শ্রবণে বাষ্পাকুল-লোচন হইয়া উষ্ণ-শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাম বিভীষণকে কহিলেন—রাক্ষস-রাজ! সীতাকে স্নান করাইয়া এবং অঙ্গরাগে ও অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া এইখানে লইয়া এস।

বিভীষণ অবিলম্বে পুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমণীগণ দ্বারা সীতার সমীপে সংবাদ প্রেরণ পূর্ব্বক নিজে অশোক-বনে উপস্থিত হইয়া বিনীত-ভাবে রামের অভিপ্রায় জানাইলে, পতি দর্শন ব্যাকুলা সীতা কহিলেন,—আমি রাম-দর্শনে ব্যগ্র হইয়াছি, আর বিলম্ব সহ্য হইতেছে না। অতএব স্নানাদি না করিয়াই আমি ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু তাহা করিলে রামের আদেশ লঙ্ঘন করা হয়, বিভীষণ এইরূপ কহিলে, সীতা বিভীষণের কথায় সম্মত হইলেন। তখন স্নানান্তে উত্তম বসন পরিধান ও অঙ্গে মহামূল্য অলঙ্কার ধারণ পূর্ব্বক সীতা শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

সীতা শিবিকায় আসিতেছেন শুনিয়া, রাম বিমর্ষভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিভীষণকে কহিলেন—হে রাক্ষসপতে! সীতাকে পদব্রজে আমার নিকট আসিতে বল।

তখন বানরদিগকে শীঘ্র অপসারিত করা হইতে থাকিলে, রাম একটু ক্রুদ্ধ-ভাবে বিভীষণকে কহিলেন—মিত্র! আমার কথায় অনাদর পূর্ব্বক কি জন্য এই বানরদিগকে ক্লেশ দিতেছ? ইহারা সকলেই আমার স্বজন। ব্যসনে, বিপদে, যুদ্ধে, স্বয়ম্বরে, যজ্ঞে ও বিবাহকালে লোক-সমক্ষে বাহির হওয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে দূষণীয় নহে। বহুদিন রাক্ষস-গৃহবাসিনী সীতাও কষ্টে ও বিপদে পড়িয়াছেন। এখন তিনি লোক সমক্ষে পদব্রজে আসিলে দোষাবহ হইবে না। বানর-সকলও তাঁহাকে দেখুক্।

রামের মুখে এইরূপ অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও হনুমান্ মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহারা ভাবিলেন, রাম সীতার প্রতি অসন্তুষ্ট ও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছেন।

সীতা লজ্জায় ম্রিয়মানা হইয়া পদব্রজে বিভীষণের সঙ্গে আসিলে, রাম লোকাপবাদ-ভয়ে খিন্ন চিত্ত হইয়া বিষম চিন্তাযুক্ত হইলেন এবং ভ্রূকুটী-ভঙ্গিতে সীতাকে কহিলেন—রাবণ তোমাকে ধর্ষণ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ-স্বরূপ আমি রাবণকে নিহত করিয়া আমার ক্ষত্রোচিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। রাবণকে শাস্তি দিয়া জয়লাভ করিবার নিমিত্তই আমি সুহৃৎবর্গের সহিত এই ভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তোমার জন্য নহে। ইহা না করিলে আমার অপবাদ হইত। তুমি বহুদিন রাবণের গৃহে বাস করিয়াছ, এইজন্য তোমার চরিত্রে আমি সন্দিহান হইয়াছি। নেত্র-রোগীর চক্ষে দীপালোক যেমন পীড়াদায়ক, এখন তুমিও আমার চক্ষে তদ্রূপ। তুমি যে দিকে ইচ্ছা, গমন করিতে পার। অথবা তুমি লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব, বিভীষণ অথবা যাহাকে তুমি ইচ্ছা কর, তাহাকেই আত্ম-সমর্পণ করিতে পার।

অপ্রত্যাশিতভাবে রামের মুখ হইতে এইরূপ নিদারুণ বাক্য নিঃসৃত হইলে, অশ্রুমুখী সীতা কহিলেন—হে বীর! প্রাকৃত মহিলার প্রতি প্রাকৃত জন যেরূপ কথা বলে, আজ আপনার মুখে সেইরূপ কথা শুনিয়া আমি

অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছি। আপনি প্রাকৃত স্ত্রী-চরিত্রের তুলনায় আমাকে সন্দেহ করিতেছেন। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমি সন্দেহের যোগ্যা নহি। বিবাহের পরে আমি বহুদিন আপনার সহিত একত্র বাস করিলেও, আপনি আমার স্বভাব সম্যক্ অবগত হয়েন নাই, ইহাতেই আমার দুঃখ হইতেছে। হরণ-কালে রাবণ বল-পূর্ব্বক আমাকে রথে উঠাইয়াছিল। রাবণের সহিত আমার দেহ-স্পর্শ ঐ পর্য্যন্ত এবং তাহা নিবারণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল। কিন্তু আমার মন, যাহা একমাত্র আমারই অধীন, তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও রাবণ স্পর্শ করিতে পারে নাই। আপনি যদি আমাকে ত্যাগই করিবেন, তবে যখন হনুমান্ লঙ্কায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া আপনার অভিপ্রায় জানাইলেই আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতাম। আমার ভক্তি ও সচ্চরিত্র প্রভৃতি আপনার গণনায় আসিল না! বোধ হয়, ইহার পরে আমার সহিত বিবাহও আপনি অস্বীকার করিতে পারেন!

রামকে এইরূপ কহিয়া, সীতা কাঁদিতে-কাঁদিতে কহিলেন—লক্ষ্মণ! অপবাদগ্রস্তা ও স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা নারীর একমাত্র আশ্রয়-স্বরূপ চিতা প্রস্তুত কর।

সীতা দৃঢ়ভাবে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, লক্ষ্মণ চিতা নির্ম্মাণ করিলেন। তখন সীতা সেই প্রজ্বলিত চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রণাম পূর্ব্বক, অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে লোকসাক্ষিন্! যদি আমার মন কখনও রাম হইতে বিচলিত না হইয়া থাকে, যদি আমি আজীবন পবিত্রা হই, যদি আমি কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা কখনও রামকে অতিক্রম না করিয়া থাকি, তবে যেন হুতাশন আমায় রক্ষা করেন।

এই বলিয়া সীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইহাতে সর্ব্বলোক

হাহাকার-ধ্বনি করিতে থাকিল। রামও দীনভাবাপন্ন হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্ষণপরে মূর্ত্তিমান্ বিভাবসু সেই তরুণাদিত্য-সদৃশী, তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা, রক্তাম্বরধরা, সুনীল-কুঞ্চিত-কেশা, অম্লান-মাল্য-শোভিতা, পূর্ব্ববৎ-সুন্দরী সীতাকে লইয়া রাম-সমীপে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—হে চরিত্র-গর্ব্বিন্! এই সীতা কখনও মন, বুদ্ধি বা চক্ষু দ্বারা তোমা ব্যতীত কাহাকেও কামনা করেন নাই। বনবাস-কালে অসহায় অবস্থায় রাবণ ইঁহাকে বল-পূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, লঙ্কায় ইনি প্রলোভিতা, তর্জ্জিতা এবং নানারূপে ভয় প্রদর্শিতা হইলেও, রাবণের বশীভূতা হওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে মনেও চিন্তা করেন নাই। তুমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে এই নিষ্পাপা ও বিশুদ্ধা সীতাকে গ্রহণ কর!

অগ্নিদেবের কথা শুনিয়া রাম তাঁহাকে কহিলেন—হে দেব! সীতার চরিত্র যে পূর্ণ মাত্রায় পবিত্র, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু যিনি রাবণের পুরে বহুদিন অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহাকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করিলে, লোকে আমাকে কামান্ধ ও সাংসারিক ব্যবহারে অনভিজ্ঞ বলিয়া নিন্দা করিত। আমি সীতাকে পবিত্র বলিয়া জানিলেও, যখন উনি অগ্নি-প্রবেশ করিলেন, তখন কেবল ত্রিভুবনের প্রত্যয়ের নিমিত্তই আমি উঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

এই বলিয়া রাম হৃষ্টান্তঃকরণে সীতাকে গ্রহণ করিয়া প্রীতি-লাভ করিলে, মহেশ্বর-প্রমুখ দেবগণ বিমান-পথে রামকে দেখিতে আসিলেন। মহেশ্বর রামের প্রতি তুষ্ট হইয়া কহিলেন—হে ধার্ম্মিক ও বীর রঘুনন্দন! তুমি অসাধারণ কর্ম্ম করিয়াছ। এখন অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার এবং অতি দীনভাবাপন্ন ভরতের প্রীতি ও হর্ষ সম্পাদন কর। ঐ দেখ, যিনি জীবদ্দশায় তোমার মহাগুরু ছিলেন, সেই রাজা-দশরথ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

এমন সময়ে রাম দেখিলেন, আকাশে স্বর্গীয় রথে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব! রাম শুনিলেন, পিতৃদেব বলিতেছেন—বৎস! তোমাকে বন-বাসে পাঠাইয়া আমি স্বর্গেও সুখ পাই নাই। আজ আমার দুঃখের শেষ হইল। তুমি এখন অযোধ্যায় গিয়া তোমার রাজ্য গ্রহণ করিলে, রাণী কৌশল্যার অভিলাষ পূর্ণ হইবে এবং আমিও তৃপ্তি লাভ করিব।

স্বর্গীয় পিতৃদেবোক্ত কথা শ্রবণে রাম ভক্তিভরে রোমাঞ্চিত হইয়া কহিলেন—তাত! আপনি কৈকেয়ী ও ভরতের উপরে প্রসন্ন হউন। দশরথ "তথাস্তু" বলিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন—বৎস! তুমি বনবাস-কালে রাম ও সীতার যেরূপ সেবা করিয়াছ, রাম রাজা হইলেও তুমি তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে এবং তাহাতেই জগতে তোমার অতুল যশ ঘোষিত হইবে।

অবশেষে দশরথ সীতাকে কহিলেন—বৎসে! অগ্নি-পরীক্ষার জন্য তুমি রামের প্রতি ক্রোধ করিও না। তোমার হিতের জন্যই তিনি তোমাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তুমি দুষ্কর অধ্যবসায়ে নারীর আদর্শ-ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, ততদিন জগৎ তোমার যশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া দশরথের দিব্যমূর্ত্তি আকাশে অদৃশ্য হইল। তখন ইন্দ্র আসিয়া রামের প্রতি তুষ্টি প্রকাশ পূর্ব্বক, কোনরূপ উপকার করিবার ইচ্ছা করিলে, রাম কহিলেন—হে দেবেন্দ্র! যে বানরগণ আমার উপকা-রার্থ লঙ্কা-যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, আপনি তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করুন্। তাহা হইলেই আমি পরম উপকৃত হইব। তখন ইন্দ্র কহিলেন—তথাস্তু। কপি-ঋক্ষাদি সকল মৃত সৈন্যই পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া ইন্দ্র প্রস্থান করিলে, মৃত বানর ও ঋক্ষগণ যেন সুপ্তোত্থিতের ন্যায়, সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তখন বানর-কটক মহান্ আনন্দধ্বনিতে পরিপূরিত হইতে থাকিল।

অযোধ্যা-যাত্রা

চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার বিলম্ব নাই দেখিয়া, রাম অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে সমুৎসুক হইলে, বিভীষণ রাবণের সেই মনোহর পুষ্পক-রথ রামের জন্য সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন এবং রামকে নিবেদন করিলেন—প্রভো! আমি আপনার প্রীত্যর্থে আর কি করিতে পারি? বিভীষণের প্রার্থনায় রাম কহিলেন—বিভীষণ! এই বানর ও ঋক্ষগণ আমার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছে। মৃতেরা ইন্দ্রের কৃপায় পুনর্জ্জীবন পাইয়াছে। এখন তুমি ইহাদিগকে ধন-রত্ন দানে পরিতুষ্ট কর।

তখন বিভীষণ মর্য্যাদা-অনুসারে বানর ও ঋক্ষগণকে ধন দান করিলে, রাম সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন—হে বানর-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা সকলে প্রাণপণে মিত্রের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। তোমাদের সাহায্যেই আমি সীতাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। হে সুগ্রীব! তুমি বয়স্যের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া আমাকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছ। এখন তুমি তোমার সেনা-সমেত স্বস্থানে প্রতিগমন কর। আমরা অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিতেছি। হে বিভীষণ! তোমাকে লঙ্কার রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি। তুমি সর্ব্বথা নীতি-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রকৃতিপুঞ্জের সুখবর্দ্ধন করিতে থাক। আমি তোমাদিগকে অভিনন্দন করিয়া পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্ত হইতে সমুৎসুক হইয়াছি।

এইরূপে রাম বিদায় গ্রহণ করিলে, তাঁহারা একত্র হইয়া রামকে কহিলেন—রাজন্! আমরা আপনার সঙ্গে গমন করিয়া অযোধ্যায় আপনাকে রাজ্যাভিষিক্ত দেখিতে বাসনা করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার সঙ্গে লইয়া চলুন।

এই প্রস্তাবে রাম আনন্দিত হইয়া বিভীষণ ও বানর-প্রধানদিগকে রথে উঠিতে বলিলেন। পরে মহাশব্দে রথ বিমান-পথে উঠিলে, রাম

সীতাকে কহিলেন—বৈদেহি! লঙ্কা-নগরী ও আমাদের সমর-ক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। ঐখানে রাবণ নিহত হইয়াছেন, ঐখানে কুম্ভ-কর্ণ, ঐখানে অতিকায়।

রাম এইরূপে দেখাইতে থাকিলে, রথ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে থাকিল। তৎপরে কিষ্কিন্ধার সমীপবর্ত্তী হইলে, সীতা কহিলেন—আর্য্যপুত্র! আমি তারা প্রভৃতি সুগ্রীবের মহিষী এবং অন্যান্য প্রধান বানরগণের ভার্য্যা পরি-বৃতা হইয়া অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি।

তখন রাম সুগ্রীবকে সীতার অভিপ্রায় জানাইলে, সুগ্রীবের আদেশে কিষ্কিন্ধার প্রধান রমণীগণ মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বীয়-স্বীয় স্বামী সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিল। তখন রথ পুনরায় উত্তরাভি-মুখে চলিতে থাকিলে, রাম কহিলেন—জানকি! ঐ দেখ ঋষ্যমূক-পর্ব্বত, যেখানে আমি সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছিলাম; ঐ দেখ পম্পা-সরোবর। এইখানে আমি তোমার জন্য কতই না বিলাপ করিয়াছিলাম! ইহার তীরেই আমি শবরীকে দেখি এবং কবন্ধকে বধ করি। ঐ দেখ সেই জনস্থান, যেখানে আমি খর-দূষণ ও ত্রিশিরাকে নিহত করিয়াছিলাম; এই স্থানে পক্ষীন্দ্র জটায়ু তোমার জন্য যুদ্ধ করিতে গিয়া রাবণের হস্তে নিহত হয়। ঐ দেখ আমাদের সেই আশ্রম; উহা এখনও অবিকৃত রহিয়াছে! ঐ সেই নির্ম্মল-সলিলা গোদাবরী এবং তন্নিকটে অগস্ত্যাশ্রম; ঐ সুতীক্ষের আশ্রম; ঐ শরভঙ্গের আশ্রম; ঐ দেখ চিত্রকূট, যেখানে ভরত আসিয়াছিলেন; ঐ দেখ মুনিবর ভরদ্বাজের আশ্রম; ঐ দেখ মুনিগণ-সেবিতা গঙ্গা এবং তাহার পরেই আমার সখা নিষাদ-রাজের শৃঙ্গবের-পুর। সু-উচ্চ বিমানচারী রথ হইতে অযোধ্যা দৃষ্ট হইতে থাকিলে, রাম সীতাকে কহিলেন,—ঐ দেখ অযোধ্যা-নগরী। তখন সকলেই সেই লোক-বিশ্রুত নগরীর দিকে অনিমেষে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রহিল।

এই স্থলে রাম হনূমান্‌কে কহিলেন,—তুমি সত্বর অযোধ্যায় গিয়া

সেখানকাব কুশল জানিয়া এস। যাইবার সময়ে শৃঙ্গবের-পুরে অবতরণ পূর্ব্বক নিষাদ-রাজ গুহকে আমাব কুশল-সংবাদ দিয়া যাইবে। গুহ আমাব প্রাণ-সম সখা। আমি বনবাসান্তে অযোধ্যায় ফিবিতেছি শুনিলে, সে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তোমাকে অযোধ্যার পথ দেখাইয়া দিবে। গুহের কাছে তুমি ভবতেব সংবাদও প্রাপ্ত হইবে। অযোধ্যায় গিয়া তুমি ভবতকে বলিবে,—আমবা কুশলে আছি এবং প্রতিজ্ঞা-কাল উত্তীর্ণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছি। বনবাস-কালেব ঘটনা-সকলও সংক্ষেপে ভবতকে জানাইবে। আমাদেব প্রত্যাগমন-সংবাদ ভরত কি ভাবে গ্রহণ করেন, তাহা তুমি নিপুণভাবে লক্ষ্য কবিবে।

রামেব আদেশে হনুমান্ তখনই আকাশপথে গমন কবিয়া অবিলম্বে শৃঙ্গবের-পুরে উপস্থিত হইলেন এবং গুহকে রামের সংবাদ প্রদান কবিয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। নন্দী-গ্রামে উপস্থিত হইয়া হনুমান্ দেখিলেন, চীব ও অজিনধাবী কৃশ ভরত দীনভাবে দিন-যাপন কবিতেছেন! হনুমান্ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া নিবেদন কবিলেন—বনবাসী বাম আপনাকে তাঁহাদের কুশল জ্ঞাপন কবিবার নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়াছেন। লক্ষ্মণ ও সীতার সঙ্গে তিনি শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইয়া আপনার সহিত মিলিত হইবেন। অতএব আপনি তাঁহাব জন্য শোক ও চিন্তা দূব করুন্।

হনুমানেব মুখে বামেব আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া ভবত তৎক্ষণাৎ মুহ্যমান হইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া হনুমান্‌কে অভিনন্দন-পূর্ব্বক বানবদিগেব সহিত রামের কি সূত্রে, কোথায় মিলন হইল, এ কথা ভরত শুনিতে চাহিলে, হনুমান্ সংক্ষেপে রামের বনবাস-কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিলেন—সম্প্রতি রাম গঙ্গা-তীর পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। আগামী কল্য পুষ্যা-নক্ষত্রে তিনি অযোধ্যা-প্রবেশ করিবেন।

হনুমানের বাক্য-শ্রবণে ভরত তাঁহার বহুদিনেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে চলিল, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং তখনই সমুচিত বিধানে ও

সমারোহে রামকে উদ্‌গমন করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যবস্থা করিয়া, রাম-দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলেন। পরদিন প্রভাত হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই অশ্ব-গজ-রথ, সৈন্য-সামন্ত ও অযোধ্যা-নিবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অযোধ্যার রাজপথে নির্গত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন সমগ্রা অযোধ্যা রাম-দর্শনে চলিয়াছে! দেখিতে-দেখিতে অযোধ্যার আকাশে পুষ্পক-রথ দেখা দিল। ভরত-প্রমুখ অযোধ্যাবাসিদিগকে দেখিয়া রামের আজ্ঞায় পুষ্পক ভূমিতলে অবরোহণ করিলে, আনন্দাশ্রু মোচন করিতে-করিতে ভরত রাম-চরণে প্রণত হইলেন এবং রামও প্রীত-মনে ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তৎপরে ভরত, লক্ষ্মণ ও সীতাকে অভিবাদন করিয়া বিভীষণ এবং বানর-প্রধানদিগের সহিত মধুর সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন,—উপকার দ্বারা মিত্র-সম্বন্ধ ও অপকার দ্বারা শত্রু সম্বন্ধ হইয়া থাকে। তুমি উপকার দ্বারা আমাদের পঞ্চম-ভ্রাতারূপে গণ্য হইয়াছ। অনন্তর ভরত বিভীষণকে কহিলেন—রাক্ষস-রাজ! আপনার সহায়তা পাইয়াই, রাম দুষ্কর কার্য্যে সিদ্ধি-লাভ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য আমরা সকলেই আপনার কাছে চির-ঋণী হইয়া রহিলাম।

পরে শত্রুঘ্ন, রাম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিয়া সীতা-দেবীর চরণ-বন্দনা করিলেন।

ইহার পরে রাম কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার চরণস্পর্শ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া মাতৃগণের সহিত পুরোহিত-গৃহে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অযোধ্যাবাসিগণ সকলে একত্রে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া রামকে অভিবাদন করিতে থাকিলে, সেই লোক-সরোবরে তাহাদের বদ্ধাঞ্জলি বিকসিত কমল-কুলের শোভা ধারণ করিল।

রামের রাজ্যাভিষেক

অনন্তর ভরত শিরোপরি অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া সকলের সমক্ষে রামকে

কহিলেন—আর্য্য ! আপনি জননী কৈকেয়ীর দোষ ক্ষালন-পূর্ব্বক আমাকে এই রাজ্য প্রদান করিয়া নির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য বনবাস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আমিও উহা ন্যাস-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ সেই রাজ্য আমি পুনরায় আপনাকে নিবেদন করিতেছি। আপনি তাহা গ্রহণ করুন্। আপনার প্রত্যাগমনে ও রাজ্যগ্রহণে আমার অভিলাষ পূর্ণ এবং জন্ম সার্থক হইল ! আপনি কোষাগার ও সেনাবল পর্য্যবেক্ষণ করুন। আপনার নামের তেজে উভয়েই এখন দশগুণ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভরতের দৈন্য দর্শনে ও বিনীত বাক্য শ্রবণে বিভীষণ ও বানরগণের নেত্র বাষ্পাকুল হইল। রামও ভরতকে গাঢ় আলিঙ্গনে তৃপ্ত করিলেন।

তখন পুরোহিত-প্রমুখ অশোক, বিজয়, সিদ্ধার্থ-প্রভৃতি সচিবগণ রামের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে নগরে বিহিত মঙ্গলাচরণ-অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন।

পরে যথোচিত প্রসাধন-ক্রিয়া সমাপনান্তে রাম নগর-দর্শনার্থ রথারূঢ় হইলে, ভরত অশ্বরশ্মি ও শত্রুঘ্ন রামের মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন এবং লক্ষ্মণ চামর ও বিভীষণ বাল-ব্যজন ধারণ-পূর্ব্বক রামের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সুগ্রীব শত্রুঞ্জয়-নামক কুঞ্জর-পৃষ্ঠে এবং অন্যান্য বানরগণ মনুষ্যাকারে সুশোভিত হইয়া মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে রামের অনুগমন করিতে থাকিলেন। শঙ্খ ও দুন্দুভির নিনাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল। এইরূপে নগর ভ্রমণ করিয়া রাম স্বীয়-ভবনে সুগ্রীবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া, নিজে পিতা দশরথের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

পরে ভরতের অনুরোধে সুগ্রীব বানরগণকে আদেশ করিলেন যে, তাহারা অভিষেকের জন্য সাগর-চতুষ্টয়ের জল আনিয়া আগামী প্রত্যূষে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হউক।

পরদিন অভিষেক-কালে বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণগণ রাম ও সীতাকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইয়া নির্ম্মল ও সুগন্ধ জল দ্বারা রামের অভিষেক-ক্রিয়া

সম্পন্ন করিলেন। তাঁহাদের পরে ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ রামের অভিষেক করিলেন। তখন বিমানদেশে দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সকলেই রামের অভিষেক-দর্শনে আনন্দিত হইলেন।

তৎপরে অভিষেকোচিত দান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে থাকিল। ব্রাহ্মণ-গণকে গো, অশ্ব, বৃষ, হিরণ্য, বিবিধ বস্ত্র ও আভরণ বিতরিত হইল। রাম, সুগ্রীবকে মণিময়ী কাঞ্চনমালা, অঙ্গদকে বৈদূর্য্য-বিজড়িত, চন্দ্ররশ্মি-বিভূষিত অঙ্গদ-যুগল এবং সীতাকে মণিজড়িত মুক্তাহার প্রদান করিলে, সীতা, রামের অনুমোদনে, ঐ মুক্তাহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ হনুমানের হস্তে প্রদান করিলেন। তৎপরে অন্যান্য বানরসকল যথাযোগ্য উপহার পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইল। বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান্ ও জাম্ববান রাম কর্ত্তৃক বস্ত্র ও মালা-চন্দনাদি দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—ভ্রাতঃ! তুমি আমার সহিত পৈতৃক-রাজ্য ভোগ কর। কিন্তু লক্ষ্মণ তাহা করিতে অস্বীকার করিলে, রাম ভরতকে সেই পদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন ভ্রাতৃগণকে লইয়া রাম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অযোধ্যায় রাজত্ব করিতে থাকিলে, তাঁহার রাজত্বকালে অযোধ্যাবাসিগণ রোগ-শোক-ব্যসনাদি-বর্জ্জিত ও অহিংস হইয়া পরম সুখে কাল-যাপন করিতে থাকিল।

উত্তর-কাণ্ড

রাম-অগস্ত্য-সংবাদ

দুর্দ্দান্ত রাবণের বংশ নির্ম্মূল করিয়া রাম অযোধ্যার রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে, তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দিগন্ত হইতে বহু ঋষিগণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। অগ্নিতুল্য তেজঃ-পুঞ্জ ঋষিগণকে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চন-পূর্ব্বক রাম তাঁহাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কহিলেন—হে রঘুনন্দন! সর্ব্বত্রই আমাদের কুশল। আপনি রাবণকে বিনষ্ট করায় ঋষিগণের যজ্ঞ-বিঘ্ন-রূপ মহাভয় বিদূরিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আপনি কালের ন্যায় অদৃশ্যে ধাবিত ইন্দ্রজিৎকে বধ করিতে পারিয়াছেন, ইহাতেই আমরা সমধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। রাবণ-নন্দন মেঘনাদ মায়াবী-যোদ্ধা এবং দৈববরে অবধ্য। অথচ তাহাকে বধ না করিতে পারিলে, রাবণ-বধ হইত না। আপনি এই মহৎ-কার্য্য সমাপনান্তে সীতার সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দশরথের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন শুনিয়া, আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

ঋষিদিগের মুখে ইন্দ্রজিতের এইরূপ গুণবাদ শুনিয়া রাম কহিলেন—ভগবন্! আপনারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রজিতের প্রশংসা করিতেছেন কেন? রাবণের বহু সেনাপতি ও পুত্রগণের মধ্যে অনেকেই বীর। তাহাদের কথা না বলিয়া, আপনারা কেবলমাত্র ইন্দ্রজিতের কথাই বলিলেন, ইহার কারণ কি?

রামের এই সঙ্গত-প্রশ্ন শুনিয়া মহাত্মা অগস্ত্য কহিলেন—রাম! আমি রাবণের বংশ-পরিচয় ও বর-প্রাপ্তির কথা বলিতেছি, শুন। সত্য-যুগে প্রজাপতির পুত্র পুলস্ত্য তপস্যা-হেতু মেরু-সন্নিধানে তৃণবিন্দু-নামক মহর্ষির আশ্রমে বাস করিতেন। পরে তৃণবিন্দুর কন্যাকে তিনি ভার্য্যা-স্বরূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের এক পুত্র জন্মিল তাঁহার নাম বিশ্রবা। বিশ্রবা বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা যশস্বী হইলে, ভরদ্বাজ তাঁহার কন্যা দেববর্ণিনীকে বিশ্রবার হস্তে সম্প্রদান করেন। ইঁহাদের পুত্রের নাম কুবের। কুবের তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া, দেবগণের বিত্ত-রক্ষক লোক-পালত্বের বর চাহিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বরই দিলেন। দেবগণের মধ্যে বাসব, বরুণ ও যমের পরেই তাঁহার পদ-মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ বর-লাভের সঙ্গে তিনি পুষ্পক-নামক বিমানগামী অপূর্ব্ব রথও পাইলেন। কুবের পিতার কাছে গিয়া বর ও রথ-লাভের সংবাদ জানাইয়া বলিলেন,— এখন আপনি আমার জন্য একটা বাসস্থান নির্দ্দেশ করুন। তখন বিশ্রবা পুত্রকে কহিলেন,—তুমি দক্ষিণ সাগর-তীরে ত্রিকূট পর্ব্বত-শিখরে লঙ্কা-নাম্নী যে মনোহরা পুরী আছে সেইখানে বাস কর। ঐ পুরী বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিতা, প্রাকার-বেষ্টিতা ও পরিখা-পরিবৃতা। পূর্ব্বে রাক্ষসেরা ঐ পুরীতে বাস করিত। কিন্তু বিষ্ণুর ভয়ে তাহারা পাতালে প্রবেশ করিলে, সেই অবধি ঐ পুরী রাক্ষস-শূন্য ও অধীশ্বর-শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তুমিই এখন ঐ পুরীর একেশ্বর হইয়া সুখে বাস করিতে থাক।

ধনেশ্বর কুবের তাহাই করিতে লাগিলেন। সময়ে-সময়ে পুষ্পকে আরোহণ করিয়া তিনি পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

কুবেরের পূর্ব্বেও লঙ্কায় রাক্ষসগণ বাস করিত শুনিয়া, রাম কহিলেন —পুলস্ত্য হইতেই রাক্ষস-বংশের উদ্ভব, আমরা এইরূপই শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আপনি বলিতেছেন, তাহার পূর্ব্বেও লঙ্কায় রাক্ষসগণ বাস করিত। এই কথা বুঝিতে পারিতেছি না।

রামের কথায় অগস্ত্য কহিলেন—ব্রহ্মা পাতালে সলিল-সৃষ্টির পরে যক্ষ ও রক্ষের সৃষ্টি করেন। সেই রক্ষঃ-কুলে হেতি ও প্রহেতি, এই দুই ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করে। ভয়া-নাম্নী রমণী হইতে হেতির বিদ্যুৎকেশ-নামক এক পুত্র হয়। বিদ্যুৎকেশের পুত্র সুকেশ। দেববতী-নাম্নী গন্ধর্ব্ব-কন্যার গর্ভে সুকেশের তিন বলশালী পুত্র জন্মে—মাল্যবান, সুমালী ও মালী। ইহারা সকলেই তেজস্বী ও তপস্যা-রত। উহারা ব্রহ্মার বরে বলশালী হইয়া সুরাসুরের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। একদা উহারা বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল—হে দেব-শিল্পি! যে-কোন পর্ব্বতাশ্রয়ে আমাদের বাসের নিমিত্ত আলয় নির্ম্মাণ করিয়া দিউন। তাহাদের অনুরোধে বিশ্বকর্ম্মা সাগর-তীরস্থ ত্রিকুট-পর্ব্বত-শিরে লঙ্কা-নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাক্ষসেরা তখন সেই নগরীতে গিয়া বাস করিতে থাকিল। নর্ম্মদা-নাম্নী এক গন্ধর্ব্বীর তিনটী রূপবতী কন্যা ছিল। সে সেই কন্যাগণকে জ্যেষ্ঠক্রমে রাক্ষসদিগকে দান করিতে চাহিলে, জ্যেষ্ঠা কন্যা সুন্দরী মাল্যবানের ভার্য্যা হইল। বিরূপাক্ষ-আদি পঞ্চ-রাক্ষস এবং অনলা-নাম্নী এক কন্যা মাল্যবানের সন্তান। সুমালীর ভার্য্যা কেতুমতীর গর্ভে প্রহস্ত, ধূম্রাক্ষ, অকম্পন প্রভৃতি বহু মহাবল পুত্র এবং কুম্ভানসী, কৈকসী, রাকা, পুষ্পোৎকটা নামে কন্যা-সকল জন্মে। মালীর ভার্য্যা বসুদার গর্ভে অনল, নল, হর ও সম্পাতি এই চারি পুত্র হয়। এই রাক্ষস-চতুষ্টয়ই পরে বিভীষণের অমাত্য হইয়াছিল। এই বলবীর্য্যবন্ত রাক্ষসেরা নিরন্তর দেব-গন্ধর্ব্ব-ঋষি-যক্ষগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিল।

উৎপীড়িত দেবগণ মহেশ্বরের কাছে রাক্ষসদিগের উপদ্রবের কথা জানাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন যে, বর-প্রাপ্ত রাক্ষসেরা তাঁহার অবধ্য। দেবগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়া নিবেদন করিলে, বিষ্ণু এই উপদ্রবের প্রতীকার করিতে পারেন। দেবগণ তাহাই করিলে, বিষ্ণু রাক্ষস-দমনে সম্মত হইলেন। বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে মালী নিহত হইলে,

পরাজিত রাক্ষসদিগের সহিত মাল্যবান লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে বাস করিতে থাকিল।

পরে সুমালী-রাক্ষসের রূপবতী কন্যা কৈকসী * পিতৃ-নিয়োগে পুলস্ত্য-নন্দন দ্বিজবর বিশ্রবাকে আত্ম সমর্পণ করিলে, অগ্নিহোত্রকারী বিশ্রবা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কহিলেন,—তুমি ক্রূর-কর্ম্মা রাক্ষস সকল প্রসব করিবে। বিশ্রবার এই কথায় কৈকসী একটী উত্তম পুত্র প্রার্থনা করিলে, বিশ্রবা কহিলেন তোমার কনিষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মাত্মা হইবে। ক্রমে, কৈকসীর গর্ভে প্রথম যে পুত্র জন্মিল, তাহার নাম দশানন। দশাননের জন্ম কালে নানা দুর্নিমিত্ত-সকল সংঘটিত হইয়াছিল। কৈকসীর দ্বিতীয় পুত্র বিকটাকার কুম্ভকর্ণ। তাহার পরে এক কন্যা জন্মিল, সে বিকৃতাননা সূর্পণখা। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র বিভীষণ।

একদা কুবের পুষ্পক-রথে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কৈকসী দশাননকে বলিল—পুত্র! তোমার ভ্রাতা কুবেরকে দেখ। তুমি যাহাতে ঐরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পার, সে বিষয়ে অধ্যবসায়ী হও। জননীর কথায় দশানন কহিল—জননি! আমি তপস্যা করিয়া ত্রৈলোক্য-জয়ী হইব।

ক্রমে, কৈকসীর তিন-পুত্রই তপস্যায় ব্রতী হইল। সেইক্ষণ হইতে দশানন উৎকট অধ্যবসায়ে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দশাননের ঘোরতর তপস্যায় ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন। দশানন প্রথমে অমরত্ব-বর প্রার্থনা করিল। কিন্তু ব্রহ্মা তাহা দিতে অস্বীকার করিলে, দশানন কহিল—হে প্রজাধ্যক্ষ! তবে আমাকে দেব-দানব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষের অবধ্য করুন্। মনুষ্যদিগকে আমি তৃণ-তুল্য জ্ঞান করি। সুতরাং তাহারা আমার কাছে ধর্ত্তব্যই নহে। দশাননের প্রার্থনা-মত বর-দান করিয়া, ব্রহ্মা স্বেচ্ছায় তাহাকে আরও একটী বর দিলেন, দশানন যদৃচ্ছা-রূপ-ধারণে সক্ষম হইবে।

* এই কৈকসীই কৃত্তিবাস-রামায়ণে "নিকষা" নামে অভিহিতা।

বিভীষণও তপস্যা করিতেছিল। ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া তাহাকেও বর-দান করিতে চাহিলে, বিভীষণ কহিল—ব্রহ্মন্! বিপদেও যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে, এই বর আমি প্রার্থনা করি। ব্রহ্মা বিভীষণের প্রতি প্রীত হইয়া ঐ বর প্রদান করিলেন। অধিকন্তু তাহাকে অমরও করিলেন।

অবশেষে ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকেও বরদানেচ্ছু হইলে, দেবগণ ব্রহ্মাকে কহিলেন—ব্রহ্মন্! কুম্ভকর্ণ যেরূপ জীব-ভক্ষক, তাহাতে সে যদি আপনার কাছে বর-প্রাপ্ত হয়, তবে অল্প দিনের মধ্যেই সে ত্রিলোককে উদরসাৎ করিয়া ফেলিবে। অতএব আপনি বর-দানচ্ছলে উহাকে সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত করিয়া রাখুন, যাহাতে লোক-সকল রক্ষা পাইবে।

তখন ব্রহ্মা, কি উপায়ে কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে ঐরূপ বরের-প্রার্থনা নির্গত হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরস্বতী আসিলে, ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন—তুমি দেবগণের বাঞ্ছিত বর-প্রার্থনারূপে কুম্ভকর্ণের মুখ হইতে নিঃসৃতা হও। তখন সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণ বর চাহিলেন—হে দেব-দেব! আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে সুদীর্ঘ নিদ্রার বর প্রদান করুন। আমি যেন ছয় মাস নিদ্রিত থাকিয়া, ভোজনের নিমিত্ত এক-দিন মাত্র জাগরিত হইতে পারি। ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেলে, দেবগণও প্রস্থান করিলেন।

নিশাচরদিগের বর-প্রাপ্তির সংবাদ শ্রবণে সুমালী অনুচরগণ-সঙ্গে পাতাল হইতে নির্গত হইয়া, দশাননের নিকট গমন করিল। সুমালী দশাননকে কহিল—বৎস! পূর্ব্বে আমরা লঙ্কায় বাস করিতাম, কিন্তু বিষ্ণুর ভয়ে লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে বাস করিতেছি। এখন তুমি ব্রহ্মার বর পাইয়াছ শুনিয়া, আমাদের সে ভয় দূর হইয়াছে। এখন তোমার ভ্রাতা কুবের লঙ্কায় অধিষ্ঠিত আছেন। তুমি যদি সাম, দান বা বল দ্বারা উহা কুবেরের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পার,

তাহা হইলে তোমাকে অধিপতি করিয়া আমরা পরম সুখে লঙ্কায় বাস করিতে পারি। ভ্রাতার বিরুদ্ধে সুমালীর এই প্রস্তাব দশানন প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিল। পরে প্রহস্ত-রাক্ষস সুর ও অসুরদিগের মধ্যে ভ্রাতৃ-দ্রোহের উদাহরণ প্রদর্শন-পূর্ব্বক দশাননকে সম্মত করাইলে, দশানন কুবেরের কাছে দূত পাঠাইল। দূত গিয়া কুবেরকে কহিল—আমি দশাননের দূত। পুরাকালে এই লঙ্কা ভীম-বিক্রম সুমালী প্রভৃতি রাক্ষস-দিগের বাসস্থান ছিল। এখন তাহারা লঙ্কার পুনরধিকার প্রার্থনা করিতেছে।

দূতের কথা শ্রবণ করিয়া কুবের কহিল—হে দূত! তুমি ভ্রাতা দশাননকে কহিবে, আমার পিতা এই লঙ্কা আমাকে দিয়াছেন। আমি ইহা ত্যাগ করিতে পারি না। তবে আমার যে রাজ্য ও পুরী আছে, তাহা দশানন অকণ্টকে ভোগ করিতে পারেন। দূতকে বিদায় দিয়া কুবের পিতা বিশ্রবার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে দশাননের প্রস্তাব জানাইলে, বিশ্রবা কহিলেন—বৎস! দশানন এখন বর-লাভে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাহার সহিত বিরোধ বাঞ্ছনীয় নহে। তুমি স্বজন-সমভিব্যাহারে কৈলাসে গিয়া পুরী নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক সেইখানে বাস কর।

পিতৃবাক্যানুসারে কুবের তাহাই করিলে, রাক্ষসগণ-সহ দশানন লঙ্কা-নগরীতে প্রবেশ করিল। তৎপরে বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত রাবণের ভগ্নী সূর্পণখার বিবাহ হইল। একদা দশানন মৃগয়া বিহার করিতে গিয়া ময়-দানব ও তাহার কন্যা মন্দোদরীকে দেখিল এবং পরিচয়ে শুনিল, হেমা-নাম্নী অপ্সরীর গর্ভে ময়ের এই অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যা জন্মে। ময়ের দুইটী পুত্রও আছে—মায়াবী ও দুন্দুভি। * দশানন নিজের পরিচয় দিলে, ময়

* কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে (১২২ পৃষ্ঠায়) যে দুন্দুভি ও মায়াবী উল্লিখিত, তাহারা অসুর-জাতীয় ও ভিন্ন ব্যক্তি।

তাহাকে ঋষি-পুত্র জানিয়া কন্যা সম্প্রদান করিল এবং তপস্যা-লব্ধ শক্তি-নামক অমোঘ-অস্ত্র প্রদান করিল। হে রাম! এই শক্তি-দ্বারাই আহত হইয়া লঙ্কায় লক্ষ্মণ মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। ইহাব পরে দশানন দুই ভ্রাতাব বিবাহ দিল। কুম্ভকর্ণেব বিবাহ হইল বৈরোচন-বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালা-নাম্নী কন্যাব সহিত, আর বিভীষণেব বিবাহ হইল গন্ধর্ব্ব-রাজ শৈলূষের কন্যা সবমার সহিত। কালক্রমে মন্দোদবীব এক পুত্র জন্মিল। সেই পুত্র জলদ-গম্ভীব স্বরে বোদন কবিত বলিয়া, দশানন তাহার না রাখিয়াছিল মেঘনাদ।

তৎপরে দশানন নানাস্থানে নানাবিধ অত্যাচার করিতে থাকিলে কৈলাস-বাসী তাহার ভ্রাতা কুবেব সদুপদেশ প্রদানেব নিমিত্ত তাহা কাছে দূত প্রেরণ কবিলে, দশানন ক্রোধে সেই দূতকে বিনাশ করিয় কুবেবের সহিত যুদ্ধ কবিবাব নিমিত্ত কৈলাসে গমন করিল। সেখানে উভয় পক্ষে ঘোবতব যুদ্ধেব পবে কুবের পবাজিত হইলে, দশানন পুষ্পক-নামক কুবেবেব বথ অধিকার কবিল। বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত বিমান-গামী ঐ বথের বাহ্য ও আভ্যন্তব সৌন্দর্য্য যেমন উৎকৃষ্ট, গতিবেগও তেমনি মনোরথ অপেক্ষা দ্রুততব।

কুবেবকে জয় কবিয়া দশানন দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়েব জন্মভূমি শরবনে গমন কবিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দশানন নন্দীব কাছে শঙ্করকেও উপেক্ষা কবিয়াছিল। এই শববনে বানর-মুখ দেখিয়া দশানন হাস্য কবিলে, নন্দী তাহাকে শাপ দিয়াছিল যে, বানর কর্ত্তৃকই তাহার বংশ ধ্বংস হইবে। দশানন ক্রোধে কৈলাস-শৃঙ্গ উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু মহাদেব-কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইতে বাধ্য হয়। মহাদেব দশাননের বাহুবলের প্রশংসা করিয়া, তাহাকে চন্দ্রহাস-নামে খড়্গ প্রদান করিলেন। তখন দশানন বর প্রার্থনা করিলে, মহাদেব বর দিলেন,—তুমি অভিশাপ দ্বারা বিনষ্ট হইবে না। মহাদে

আবও কহিলেন—তুমি শৃঙ্গ উৎপাটন করিতে উদ্যত হইয়া, যে ভীষণ রব করিয়াছ, তাহাব জন্য আজি হইতে তুমি "রাবণ" নামে বিখ্যাত হইবে।

মহাদেবের কাছে বব পাইয়া রাবণ সর্ব্বদা নানাবিধ অত্যাচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। একদা সে হিমালয়-প্রদেশে রূপযৌবন-সম্পন্না, তপস্যা-নিরতা বেদবতী-নাম্নী এক নারীকে ধর্ষণ করায়, বেদবতী রাবণকে কহিলেন—আমি ব্রহ্মর্ষি কুশধ্বজের কন্যা, নাবায়ণকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিতেছিলাম। তুমি বলপূর্ব্বক আমাকে ধর্ষণ করায় আমার এই অপবিত্র দেহ এখনই তোমার সমক্ষে আমি অগ্নিতে সমর্পণ করিব এবং তোমার বিনাশের নিমিত্ত এক ধার্ম্মিকের অযোনিজা কন্যারূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ কবিব। এই বলিয়া বেদবতী প্রজ্জ্বলিত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। হে রাম! সেই বেদবতীই সীতা-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তৎপরে বাবণ অযোধ্যায় গিয়া রাজা অনরণ্যকে যুদ্ধে আহ্বান কবিলে, রাবণেব সহিত যুদ্ধে অনরণ্য পরাজিত হইয়া কহিলেন—আমি কাল-কর্ত্তৃকই নিহত হইলাম। তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র। যাহা হউক, এই ইক্ষ্বাকু-বংশে দশরথ-তনয় রাম তোমাকে বিনষ্ট কবিবেন।

অনন্তর রাবণ যম-পুবীতে গিয়া যমরাজকে এবং রসাতলে গিয়া বরুণ-পুত্রগণকে জয় করিয়া আসিল। এইরূপে বাহুবল-দৃপ্ত ও দৈববর-প্রমত্ত রাবণ সর্ব্বলোক-বিজয়ার্থ সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, পাতাল, সর্ব্বত্র ভ্রমণ ও জয়লাভ কবিয়া, লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে থাকিলে, পথে যে-সকল রূপযৌবন-সম্পন্না রমণী দেখিতে পাইল, তাহাদিগের আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া তাহাদিগকে হরণ করিতে থাকিল। এইরূপে তাহার পুষ্পক দেব-কন্যা, দানব-কন্যা, যক্ষ ও রক্ষ-কন্যায় পূর্ণ হইয়া গেল। ইহাদিগকে লইয়া রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভগিনী সূর্প-ণখা রাবণের পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে-করিতে বলিল, রাবণ

কালকেয়-নামে যে-সকল রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে, তাহার মধ্যে সূর্পণখার স্বামীও একজন। ভ্রাতার হস্তে বিধবা হইয়া সূর্পণখা বিলাপ করিতে থাকিলে, রাবণ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—ভগিনি! তোমার স্বামীকে আমি না জানিতে পারায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এখন তুমি আমার ভ্রাতা খরের নিকট থাকিয়া যথেচ্ছ বিচরণ-পূর্ব্বক কাল-যাপন করিতে থাক। হে রাম! এই বলিয়া রাবণ খরকে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সেনা-সমেত জনস্থানে গিয়া বাস করিতে আদেশ করিল।

এই সময়ে রাবণ জানিতে পারিল যে, তাহার পুত্র মেঘনাদ নিকুম্ভিলা-নামে লঙ্কার উপবনে সাতটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ বর, অস্ত্র-শস্ত্র ও মায়া-বিদ্যা লাভ করিয়াছে। সেই মায়া-বলে মেঘনাদ অদৃশ্যগামী বিমানে থাকিয়া, যাহাতে শত্রু-পক্ষ কিছুই দেখিতে না পায়, এইরূপ অন্ধকার সৃষ্টি করিতে সক্ষম।

একদা রাবণ কৈলাস-শিখরে সেনা-সন্নিবেশ-পূর্ব্বক রাত্রিকালে কামোদ্দীপক চন্দ্রালোকে রমণীয় পার্ব্বত্য-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছে, এমন সময়ে অলোক-সামান্যা রূপবতী রম্ভা-নাম্নী অপ্সরাকে দেখিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিল। তখন রম্ভা, যাঁহার সঙ্কেতে তিনি আসিয়াছিলেন, কুবের-পুত্র সেই নলকুবরকে রাবণ-কৃত এই ধর্ষণ-বৃত্তান্ত জানাইলে, নলকুবর ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া শাপ প্রদান করিল—ইহার পরে রাবণ যদি কোন অকামা রমণীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, তবে তখনই তাহার মস্তক সপ্তধা-বিচ্ছিন্ন হইবে। এই শাপ-শ্রবণের পরে রাবণ অকামা রমণীদিগকে সম্ভোগ করিতে সাহসী হইত না। কৈলাস হইতে রাবণ স্বর্গপুরে গিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধার্থী হইল। বর-প্রভাবে বলবান্ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইন্দ্র ভয় পাইলে, নারায়ণের উপদেশে রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্গণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় যুদ্ধার্থ রাক্ষসদিগের সম্মুখীন হইলেন। তখন রাক্ষসদিগের সহিত দেবগণের

ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাক্ষস-বীর সুমালী বসুর অস্ত্রে নিহত হইলে, রাবণ-পুত্র মেঘনাদ সুরগণের পুরবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন ইন্দ্র-তনয় জয়ন্ত ও মেঘনাদে যুদ্ধ হইতে থাকিল। জয়ন্তকে বিপন্ন দেখিয়া তাহার মাতামহ পুলোমা-নামক দৈত্যপতি জয়ন্তকে অপসারিত করিলে, দেবগণ পলায়ন করিতে থাকিলেন। তখন স্বয়ং ইন্দ্র রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, রাবণ, মেঘনাদকে নিবারণ-পূর্ব্বক নিজেই ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিল। এই যুদ্ধে ইন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণ ধৃত হইলে, মেঘনাদ অলক্ষ্যে ইন্দ্রের প্রতি বাণ-বর্ষণ করিতে থাকিল এবং ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইলে, তাঁহাকে মায়াপাশে বন্ধন-পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইল। দেবগণ ইন্দ্রহীন হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মেঘনাদও ক্লান্ত পিতাকে ও পাশ-বদ্ধ ইন্দ্রকে লইয়া লঙ্কায় প্রস্থান করিল।

মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে, প্রজাপতি-প্রমুখ দেবগণ লঙ্কায় গমন করিলেন। প্রজাপতি আকাশে অবস্থান করিয়া রাবণকে কহিলেন—বৎস! তোমার পুত্রের বীরত্ব দেখিয়া দেবগণ অবাক্ হইয়াছেন। তুমি ত্রৈলোক্য জয় করিতে চাহিয়াছিলে, তোমার সে বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তোমার পুত্র এখন হইতে 'ইন্দ্রজিৎ' নামে খ্যাত হইবে। এখন তুমি ইন্দ্রকে মুক্তি-প্রদান কর।

প্রজাপতির প্রস্তাব শুনিয়া মেঘনাদ কহিল—হে দেব! যদি ইন্দ্রকে মুক্তিদান করিতে হয়, তবে আমাকে অমরত্বের বর দান করুন। মেঘনাদের প্রস্তাবে ব্রহ্মা কহিলেন—পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি জীব মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, কেহই অমর হইতে পারে না। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।

তখন মেঘনাদ কহিল—হে দেব! তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমি যখন অগ্নিদেবের পূজা সমাপন করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা বাসনা করিব, তখনই যেন এক দিব্য সামরিক-রথ সেই অগ্নি হইতে উত্থিত হয়,

এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিলে আমি বিজয়ী হই এবং ইহার অন্যথা করিলে আমি বিনষ্ট হই। হে দেব! সকলেই তপস্যা করিয়া বর-লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি বিক্রম প্রদর্শন করিয়া বর-প্রার্থী হইয়াছি।

প্রজাপতি, মেঘনাদকে ঐরূপ বর প্রদান করিলে, বন্ধন-মুক্ত ইন্দ্রকে লইয়া দেবগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

একদা কিষ্কিন্ধাধিপতি বালীর সহিত যুদ্ধার্থ রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া শুনিল, বালী সন্ধ্যোপাসনার জন্য সাগর-তীরে গমন করিয়াছে, সুগ্রীব যুদ্ধার্থী হইলে, রাবণ তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-সাগর-তীরে উপাসনা-রত বালীর সমীপবর্ত্তী হইল। বালী রাবণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কক্ষদ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক তদবস্থায় সাগর-চতুষ্টয়ে সন্ধ্যা-বন্দনা সমাপনান্তে কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগত হইয়া রাবণকে মুক্তি দিল। পরে বালী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রাবণ কহিল—আমি রাক্ষসাধিপতি রাবণ, আপনার সহিত যুদ্ধার্থ আসিয়াছিলাম এবং আপনার বল প্রত্যক্ষ করিলাম। এখন আপনার সহিত আমি মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করি। রাবণের এই প্রস্তাবে বালী সম্মত হইলে, অগ্নি সাক্ষী করিয়া উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইল।

অগস্ত্যের কথা শুনিয়া, রাম কহিলেন—ভগবন্! বালী ও রাবণের বল অসাধারণ হইলেও, বোধ হয়, হনুমানের বলের তুল্য নহে। উর্ম্মি-সঙ্কাকুল সাগর-দর্শনে বানর-বাহিনী লঙ্ঘনাশা সুদূর-পরাহত জ্ঞান করিলে, হনুমানই তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—হনুমানই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রহার করিয়া পুরী-মধ্যে প্রবেশ এবং একাকী বহু রাক্ষসকে নিপাতিত করিতে পারিয়াছিলেন। এক কথায়, হনুমানের প্রভাবেই আমি লঙ্কা-জয় ও সীতা-উদ্ধার করিতে পারিয়াছি। বাহুবল ছাড়া, উৎসাহ, ধৈর্য্য, বুদ্ধি, কর্ত্তব্যপরায়ণতা, নীতিজ্ঞান, এইরূপ সদ্‌গুণাবলীতে হনুমানের তুলনা নাই।

রামের কথা শুনিয়া মুনি হনুমানের পিতৃ-মাতৃ-পরিচয় প্রদান করিলেন।

সুমেরুস্থিত রাজ্যের রাজা কেশরী হনুমানের পিতা এবং অঞ্জনা মাতা। হনুমান্ শিশু-অবস্থায় একদিন উদীয়মান্ সূর্য্যকে রক্তিম-ফল-ভ্রমে উল্লম্ফন পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডলে গিয়াছিল!

তৎপরে রাম-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনিবর, বালী ও সুগ্রীবের বৃত্তান্ত কহিলে, রাম সেই-সব পৌরাণিক-কাহিনী শুনিয়া পরম তুষ্ট হইলেন। রাম যখন শুনিলেন, অঞ্জনা-নন্দন পবনদেবের অনুগৃহীত এবং বালী ও সুগ্রীব কিষ্কিন্ধাধিপতি ঋক্ষ-রাজের পুত্র হইলেও, যথাক্রমে ইন্দ্র ও সূর্য্যের অনুগৃহীত, তখন রামের মনে ঐ সকল বানর-বীরদিগের অদ্ভুত বলবীর্য্যে বিস্ময়ের অবসর রহিল না।

ঋষিগণ রামের নিকট বিদায় লইয়া নিজ-নিজ স্থানে গমন করিলেন এবং রাম সুগ্রীবাদিকে বহু উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক বিদায় দিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম হর্ষে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন। *

সীতার বনবাস

রাম একটী প্রমোদ-উদ্যান করাইয়াছিলেন এবং তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—অশোক-কানন। এই উদ্যান চন্দন-চূত-অগুরু-নাগকেশর-পারিজাত-কদম্ব ইত্যাদি তরু-সকলে শোভিত ছিল। পুষ্পিত হইলে, শ্রেণিবদ্ধ তরু-সকল সুচারু চিত্র-শোভা ধারণ করিত। নির্ম্মল-সলিল-সম্পন্ন দীর্ঘিকা-সকল সেই কাননের সমীরণকে সর্ব্বদা সুশীতল এবং জলজ-পুষ্পগণের রেণুতে চতুর্দ্দিক্ সুরভিত, করিয়া রাখিত। গর্ভবতী সীতার সহিত রাম এই উদ্যানে বিশ্রাম-কাল উপভোগ করিতেন। একদিন রাম সীতাকে কহিলেন—বরারোহে!—এ অবস্থায় তোমার মনে যে অভিলাষ হয়, তাহা প্রকাশ কর। আমি তাহা পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করি।

* এইবার বিদায় লইয়া সুগ্রীবাদি নিজ-নিজ দেশে ফিরিলেন। পূর্ব্বে ২০৫ পৃষ্ঠায় তাঁহাদের স্বস্থানে প্রস্থানের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে অযোধ্যা-পুরীস্থ নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন বুঝিতে হইবে।

রামের কথায় সীতা কহিলেন—আর্য্যপুত্র! আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে যে, গঙ্গাতীরস্থ তপোবন দর্শন করি এবং ঋষিগণের পাদমূলে একদিন অবস্থিতি করি।

সীতার কথায় রাম কহিলেন—কল্যই তোমাকে তপোবন-দর্শনে পাঠাইব।

পরদিন রাম সভাসদ্‌গণের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতে-করিতে কহিলেন—লোকে আমাদের সম্বন্ধে কিরূপ কথা কহিয়া থাকে, কোন্ প্রসঙ্গের আলাপ করে, এই সকল বিষয় জানিতে আমার ইচ্ছা হয়।

রামের প্রশ্নে ভদ্র-নামক এক সভাসদ্ বলিল—রাজন্! লোকে আপনার সম্বন্ধে শুভ ও অশুভ উভয়বিধ বাক্যালাপই করিয়া থাকে। আপনি দুস্তর সাগরে সেতু-বন্ধন করাইয়াছেন, কপি-ঋক্ষ-বলের সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে সবংশে নিহত করিয়াছেন, এ সকল কার্য্য দেবগণের পক্ষেও সুসাধ্য নহে। পক্ষান্তরে, তাহারা ইহাও বলিয়া থাকে যে, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া বহুকাল লঙ্কায় রাখিয়াছিল, তবু রাম সেই সীতাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিয়া এমন-এক উদাহরণ সৃষ্টি করিলেন যে, রাজ-প্রদর্শিত সেই উদাহরণে এখন হইতে অনেক স্ত্রীলোকের দোষই সহ্য করিতে হইবে। রাজন্! জনপদ ও পুরীবাসীদিগের মধ্যে সর্ব্বদাই এইরূপ জল্পনা হইয়া থাকে।

রাম অন্যান্য সভাসদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারাও ঐ কথার অনুমোদন করিল। তখন রাম, লক্ষ্মণাদি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক তাঁহাদের কাছে নগরের এই জনরব বিবৃত করিয়া কহিলেন—ভ্রাতৃগণ! সীতা-সম্বন্ধে নগরে ও জনপদে লোকমধ্যে যেরূপ জল্পনা হইতেছে, বিশ্বস্ত-সূত্রে আমি তাহা অবগত হইলাম। লোকে বলিতেছে—সীতা দীর্ঘকাল রাবণ-গৃহে বাস করিয়াছেন। সুতরাং রাম তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া গর্হিত কর্ম্ম করিলেন। তিনি রাজা, তাঁহার উদাহরণে এখন হইতে অন্য লোকেও

ঐরূপ কার্য্য করিতে থাকিবে। ইহা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে। এইরূপ লোকাপবাদ শুনিয়া আমি বড়ই ব্যথিত হইয়াছি। লঙ্কা-যুদ্ধের পরে সীতাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমারও মনে ঐরূপ লোকাপবাদের ভয় উদিত হইয়াছিল। কিন্তু সীতা নিজেই অগ্নি-প্রবেশ করিয়া আমার সন্দেহ দূর করিলেন। যদিও সীতাকে আমি পবিত্র বলিয়াই জানিতাম, তবু ঐ পরীক্ষার পরে আর সন্দেহের অবসর রহিল না। কিন্তু অযোধ্যাবাসীগণ তাহা বিশ্বাস করিবে কিরূপে? আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, সীতাকে পরিত্যাগ করা ভিন্ন প্রজাবর্গের তুষ্টি-সাধনের আর কোন উপায় নাই। লোকাপবাদ আমার পক্ষে একান্তই অসহ্য। উহার ভয়ে আমি নিজের জীবন বা তোমাদিগকেও ত্যাগ করিতে দ্বিধা করি না, স্ত্রী-ত্যাগের ত কথাই নাই। অতএব আমি দৃঢ় স্থির করিয়াছি, গঙ্গার পরপারে তমসা-তীরে মুনিবর বাল্মীকির যে দিব্য আশ্রম আছে, সীতা সেই স্থানেই অবস্থান করুন। সীতারও তপোবন-দর্শনে অভিলাষ হইয়াছে। অতএব লক্ষ্মণ! তুমি আগামী কল্য তপোবন-দর্শনের ছলে সীতাকে বাল্মীকির আশ্রম-প্রদেশে রাখিয়া এস। এই বলিয়া রাম শোকাবেগে উষ্ণ শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে লক্ষ্মণের আদেশে সুমন্ত্র রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিলে, তপোবন-দর্শনাভিলাষিণী সীতা হর্ষ-সহকারে লক্ষ্মণের সহিত রথে উঠিলেন। রথ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ সুমন্ত্রকে রথ রাখিতে বলিয়া নৌকা-যোগে সীতার সহিত গঙ্গা পার হইলেন এবং বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সীতাকে কহিলেন—শুভে! রামের আদেশে আজ আমাকে নিতান্ত কঠোর কার্য্য করিতে হইল! লোকাপবাদ নিবারণের নিমিত্ত আপনাকে বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিতে হইবে, রাম এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। এই প্রদেশই বাল্মীকির আশ্রিত। আপনি আশ্রমাভিমুখে গমন করুন। এই বলিয়া লক্ষ্মণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণের মুখে রামের এইরূপ আদেশ শ্রবণে সীতা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া, পরে লক্ষ্মণকে কহিলেন,—হা লক্ষ্মণ! আমি নিজে বনবাস-ক্লেশ স্বীকার করিয়া রামের সহিত বহুকাল বনাশ্রমে বাস করিয়াছি! আজ রাম, একাকিনী আমাকে বনবাসের আজ্ঞা দিলেন! মুনিগণ যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিবেন—ধার্ম্মিক রঘুবর তোমাকে কি জন্য ত্যাগ করিলেন, তখন আমি কি উত্তর দিব? লক্ষ্মণ! আমি রামের সন্তান বহন করিতেছি, নতুবা এখনই এই জাহ্নবী-জলে জীবন বিসর্জ্জন করিতাম। যাহা হউক, রাজা তোমাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তুমি তাহা পালন করিলে। এখন তুমি অযোধ্যায় গমন কর। সেখানে গিয়া তুমি আমার প্রতিনিধি-রূপে নরপতির চরণ-যুগলে আমার কোটী-কোটী প্রণাম জানাইবে এবং বিনীত-বচনে আমার এই কথাগুলি নিবেদন করিবে—পতিই নারীর একমাত্র গতি। অতএব পতির অপবাদ যাহাতে না হয়, তাহা করাই স্ত্রীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। পৌরজন-মুখে রামের অপবাদ আমারও অনুশোচনীয়। রামের প্রিয় অনুষ্ঠান করিতে আমি প্রাণকেও তুচ্ছ জ্ঞান করি।

সীতাকে আশ্রম-প্রদেশে রাখিয়া লক্ষ্মণ দীন-মনে চলিয়া আসিলে, সীতার ক্রন্দন শুনিয়া মুনি-কুমারেরা বাল্মীকিকে জানাইল—ভগবন্! আশ্রম-প্রান্তে লক্ষ্মী-স্বরূপা এক নারী পতি-পরিত্যক্তা হইয়া মোহ-বশে ক্রন্দন করিতেছেন।

বাল্মীকি যোগবলে ব্যাপার অনুধাবন-পূর্ব্বক সীতার কাছে গমন করিলেন এবং কহিলেন—সীতে! তুমি নিষ্পাপা, ইহা জানিয়াও কেবলমাত্র লোকাপবাদ-ভয়ে রাম তোমাকে আমার আশ্রমে পাঠাইয়াছেন। এজন্য তুমি শোক করিও না। তাপসীগণের সহিত এখানে তুমি সুখে অবস্থান কর।

লোকাপবাদ নিরসনার্থ সীতাকে তপোবনে ত্যাগ করিয়া, রামের হৃদয়

পুটপাকে দগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু ধৈর্য্যাবতার রামের বাহ্য লক্ষণে কেহ তাহা বুঝিতে পারিত না। তিনি কয়েকদিন-মাত্র পৌর-কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজকার্য্য করিতে থাকিলেন। রাজধর্ম্ম প্রতিপালনে তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতা, দয়াশীলতা, ন্যায়পরতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না।

এক সময়ে ঋষিগণ আসিয়া রাম-সমীপে মধু-দৈত্যের পুত্র লবণ-দৈত্যের অত্যাচারের কথা নিবেদন করিলে, শত্রুঘ্নের উৎসাহ-দর্শনে রাম তাঁহাকেই যথাবিধি অভিষেক পূর্ব্বক যথেষ্ট সৈন্য-সমেত অভিযান করিতে বলিলেন। রামের আদেশে শত্রুঘ্ন তখনই সৈন্যাভিযান প্রেরণ করিয়া, পরে নিজে যাত্রা করিলেন।

পথি-মধ্যে শত্রুঘ্ন বাল্মীকির আশ্রমে এক রাত্রি যাপন করেন। সেই রাত্রিতেই মুনি-বালকগণ বাল্মীকিকে জানাইল যে, সীতাদেবী যুগল-পুত্র প্রসব করিয়াছেন। তখন ঋষিবর ভূমিষ্ঠ শিশুদ্বয়ের জাত-ক্রিয়া সম্পাদন ও রক্ষা বন্ধন করাইয়া তাহাদের 'নাম-করণ' করিলেন। অগ্রজের নাম হইল কুশ এবং কনিষ্ঠের নাম লব।

শত্রুঘ্ন এই-সব কথা শুনিয়া সীতার কুটীর-দ্বারে দাঁড়াইয়া সহর্ষে কহিলেন—মাতঃ! সৌভাগ্যক্রমে আপনি পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

পরদিন মুনির চরণ বন্দনা-পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন পশ্চিম দিকে প্রস্থান করিলেন। পথে সপ্তরাত্রি যাপন করিয়া এবং মহর্ষিদিগের কাছে লবণ-দৈত্যের বলাবল অবগত হইয়া, শত্রুঘ্ন মধুপুরীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুঘ্নের সহিত যুদ্ধে লবণ নিহত হইলে, বিজয়ী শত্রুঘ্ন মধুপুরী অধিকার করিয়া, সেইখানে নগর স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রমণীয় হর্ম্ম্যরাজি, বাণিজ্য-সম্ভারপূর্ণ বিপণিরাজি, সুধা-ধবলিত অট্টালিকা সকল, ফল-পুষ্প-বৃক্ষপূর্ণ বন ও উপবনে শোভিত হইয়া যমুনা-তীরবর্ত্তী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সেই মধুপুরী দেবগণের দর্শনীয় হইয়া

উঠিল। দ্বাদশ বৎসর পরে শত্রুঘ্ন রাম-দর্শনার্থ স্বল্প ভৃত্যাদি সঙ্গে অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিয়া, এবারেও বাল্মীকির আশ্রমে একরাত্রি বাস করিলেন। সেই রাত্রিতে তিনি অকস্মাৎ সুর-লয় সমন্বিত ও বীণাধ্বনি-সংযুক্ত রাম-চরিত গান রমণীয় কণ্ঠে গীত হইতে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেও, আশ্রমের কার্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা অনুচিত-বোধে এ বিষয়ে বাল্মীকিকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না।

শত্রুঘ্ন রাম-সমীপে আসিয়া লবণ-দৈত্যের বিনাশ ও নগরী স্থাপন ইত্যাদি কথা রামকে জানাইয়া কহিলেন—হে মহারাজ! আপনাকে ছাড়িয়া প্রবাসে কাল যাপন আমার ভাল লাগিতেছে না। আপনি আমাকে অযোধ্যায় থাকিতে অনুমতি করুন্।

রাম উত্তর করিলেন—হে শূর! তোমার এরূপ ইচ্ছা ক্ষত্রোচিত নহে। রাজ্য-পালন ক্ষত্রধর্ম্ম। তাহার জন্য প্রবাস স্বীকার করিতে আপত্তি করিলে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। তুমি মধ্যে-মধ্যে এখানে আসিবে; আপাততঃ সাতদিন এখানে অবস্থিতি কর।

সাতদিনের পরে শত্রুঘ্ন বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, একদিন মৃত বালক ক্রোড়ে লইয়া এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং বিলাপ করিতে-করিতে কহিলেন—রাম-রাজ্যে এরূপ অকাল-মৃত্যু সংঘটিত হইতে থাকিল! অতএব রাজার কোন-না-কোন পাপ আছে।

ব্রাহ্মণ এইরূপে রাজাকে অনুযোগ করিতে থাকিলে, রাম চিন্তাকুল হইয়া বশিষ্ঠ, বামদেবাদি জ্ঞানবৃদ্ধগণকে ও অমাত্যগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, জানিতে চাহিলে, নারদ কহিলেন—রাজন্! সত্য-যুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যার অধিকারী এবং তাঁহারাই সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ্য-বুদ্ধির কিছু হ্রাস হইল। তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, উভয়েই তপস্যাধিকারী এবং সর্ব্ব বিষয়েই উভয়ে সমান হইলেন। এই দেখিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারগণ যুগ-ভেদে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সত্য,

ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগে শূদ্রেরা তপস্যার অধিকার পায় নাই। অনধিকার-চর্চ্চা অধর্ম্ম। বোধ হয়, আপনার রাজ্যে কোথাও-না-কোথাও এইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা হইতেছে। এবং তাহারই ফলে, আপনার রাজ্যে অকাল-মৃত্যু-রূপ দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। আপনি চর-দ্বারা সন্ধান লইয়া ইহার প্রতিবিধান করুন্। আপাততঃ এই মৃত বালককে তৈল-মধ্যে রক্ষা করা হউক্।

তখন রাম পুষ্পক-বিমানকে স্মরণ করিলে, সজ্জিত পুষ্পক রাম-সমীপে উপস্থিত হইল। রাম পুষ্পকারোহণে চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে-করিতে দক্ষিণ দেশে বিন্ধ্য-প্রদেশে দেখিলেন, সরোবর-তীরে এক তাপস অধোমুখ হইয়া তপস্যাচরণ করিতেছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া রাম জানিলেন,—সে শূদ্র, তাহার নামক শম্বুক, সে সশরীরে দেবত্ব-লাভের প্রয়াসে তপস্যা করিতেছে। তাহার কথা শেষ হইবামাত্র রাম খড়্গদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখনই দেবগণের আশীর্ব্বাদে সেই মৃত বালক পুনর্জ্জীবিত হইল।

অশ্বমেধ-যজ্ঞ

কিছুকাল রাজত্ব করিবার পরে রাম, ভরত ও লক্ষ্মণকে কহিলেন—আমি রাজসূয়-যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমরা এ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ প্রদান কর।

ভরত কহিলেন—রাজন্! আপনি রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে অন্যান্য রাজগণ ঈর্ষায় ও রোষে জিগীষা-পরায়ণ হইবেন এবং তাহার ফলে বসুন্ধরা পীড়িতা ও প্রজাক্ষয় সংঘটিত হইবে। এই জন্য রাজসূয়-যজ্ঞে আমার মত হইতেছে না।

ভরতের যুক্তি-যুক্ত পরামর্শে রাম প্রীত হইলে, লক্ষ্মণ কহিলেন—হে রাঘব! অশ্বমেধ-যজ্ঞই সর্ব্ব-পাপঘ্ন। যদিও আপনাতে পাপের লেশ মাত্র সম্ভব নয়, তবু আপনি পুণ্যজনক অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠানই করুন।

রাম, লক্ষ্মণের পরামর্শ গ্রহণ-পূর্ব্বক বশিষ্ঠ, বামদেবাদি ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারাও অশ্বমেধ-যজ্ঞের প্রশংসা করিলেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন—লক্ষ্মণ! শীঘ্র সুগ্রীবের নিকট দূত প্রেরণ কর, তিনি যেন প্রধানগণের সহিত আসিয়া আমার যজ্ঞে যোগ দেন এবং বিভীষণের কাছেও দূত পাঠাও, তিনিও যেন রাক্ষসদিগের সঙ্গে এখানে আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অন্যান্য নরপতিগণকেও যথাবিধি নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক আহ্বান কর।

নৈমিষারণ্য-মধ্যে গোমতী-তীর অতি পবিত্র স্থান। সেই স্থানই যজ্ঞার্থ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং সেইখানেই যজ্ঞের বিপুল আয়োজন হইতে থাকিল। রাম, কৃষ্ণবর্ণ সুলক্ষণ-যুক্ত অশ্বমোচন করিলেন এবং লক্ষ্মণ ঐ অশ্বের অনুসরণে নিযুক্ত হইলেন।

ক্রমে চতুর্দ্দিক হইতে নিমন্ত্রিতগণের আগমনে নৈমিষারণ্য লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। বিভীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগণ, সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ, নানাস্থানের নরপতিগণ, অযোধ্যার জানপদ ও পৌরগণ, সকলে সেখানে সমবেত হইয়া মহানন্দে কালযাপন করিতে থাকিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন নরপতিদিগের সংবর্দ্ধনায়, বিভীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগণ কিঙ্করের ন্যায় ঋষিদিগের পরিচর্য্যায় এবং সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ ব্রাহ্মণগণের পরিবেষণে নিযুক্ত হইলেন। অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনরত্নাদি-দানের অবধি থাকিল না। ভোজন-ব্যাপারে দিবানিশি কেবল "দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্" শ্রুত হইতে থাকিল। এই যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিয়া বৃদ্ধ ঋষিগণও কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এমন বিপুল আয়োজন কখনও দেখেন নাই।

মুনিবর বাল্মীকিও কুশ ও লবকে সঙ্গে করিয়া এই যজ্ঞে আসিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য ঋষিগণের নিকটে এক আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুশ ও লবকে বাল্মীকি কহিলেন—বৎসগণ! তোমরা এই যজ্ঞ-ভূমিস্থ ঋষিদিগের ও ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থান, রাজভবন, যজ্ঞশালা,

রামের গৃহদ্বার, ইত্যাদি সকল স্থলে বীণা-সংযোগে প্রতিদিন রাম-চরিত গান করিতে থাক। কেহ কিছু ধনরত্ন দিতে চাহিলে বলিবে যে. তোমরা তাপস-বালক, ধনরত্নে তোমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। যদি কেহ তোমাদিগের পিতৃ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলিবে যে, তোমরা বাল্মীকি মুনির শিষ্য।

মুনিবরের উপদেশানুযায়ী বালকদ্বয় সেই যজ্ঞভূমির নানাস্থানে গান করিতে আরম্ভ করিলে, রাম এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, এক মহতী-সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও পৌরজনাদি সকলে উপস্থিত হইলে, ঐ বালকদ্বয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ, উহাদের আকৃতি দেখিয়াই সভাস্থ সকলে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সেই স্নিগ্ধ-শ্যাম-মূর্ত্তি বালকদ্বয় ঠিক যেন বালকাকৃতি যুগল-রাম। তাহাদের কমনীয় মূর্ত্তি যেমন লোকের আনন্দ-দায়ক, সুর-লয় সমন্বিত তাহাদেব মধুরকণ্ঠের সঙ্গীত ততোধিক শ্রবণ-সুখকর। অবাক্ হইয়া সকলে তাহাদের রূপ দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিতে থাকিলেন।

রাম, বালকদ্বয়কে যথেষ্ট ধন-রত্ন দিবার আদেশ করিলে, তাহারা কহিল—আমরা মুনিবালক, তপোবনে বাস করি। ধন-রত্নে আমাদের প্রয়োজন কি?

তৎপরে রাম, এই গীতি-কাব্য কাহার রচিত?—জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল—ভগবান্ বাল্মীকি ইহার রচয়িতা। এই শুনিয়া রাম সকলের সহিত প্রতিদিন ঐ বালকদ্বয়ের মুখে রাম-চরিত-গান শুনিতে লাগিলেন। রাম বুঝিলেন, বালকদ্বয় সীতার পুত্র। তখন তিনি দূত-মুখে বাল্মীকির নিকট প্রস্তাব করিলেন,—যদি সীতা শুদ্ধ-চরিত্রা হয়েন, তবে মুনিবরের অনুমতি লইয়া তিনি সভা-সমক্ষে নিজের বিশুদ্ধির পরিচয় প্রদান করুন্। বিশুদ্ধির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইলে, লোক-সকলের সন্দেহ দূর হইবে।

দূতের মুখে রামের প্রস্তাব শুনিয়া, মুনিবর তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলে, তখনই তপোবন হইতে সীতাকে আনয়ন করা হইল।

পরদিন প্রভাতে যজ্ঞ-ভূমিতে এক মহতী সভা আহূত হইলে, মহর্ষিগণ ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ, বিভীষণ-সহ রাক্ষসগণ, সুগ্রীব-সহ বানরগণ, পৌর ও জানপদ জনগণ—সকলে সমবেত হইলে, বাল্মীকির পশ্চাতে সীতা সভায় প্রবেশ করিলেন,—যেন ব্রহ্মার অনুগামিনী শ্রুতি! চতুর্দ্দিক্ হইতে "সাধু, সাধু" শব্দ উত্থিত হইল। তখন সভাস্থলে বাল্মীকি রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন—বৎস রাম! সীতাকে পবিত্রা জানিয়াও তুমি কেবলমাত্র লোকাপবাদ-ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। ঐ যুগল-বালক তোমারই পুত্র। তবু তোমার অনুরোধে, লোকাপবাদ নিরাকরণের নিমিত্ত সীতা আজ এই সভা-সমক্ষে প্রত্যয় দান করিবেন।

মুনির কথা শুনিয়া রাম কহিলেন,—হে মহাভাগ! আমি নিজে সীতার চরিত্রে সন্দিহান নহি। লঙ্কায় "অগ্নি-পরীক্ষা" দিয়া সীতা তাঁহার নিষ্পাপত্ব সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যার প্রজাবর্গ সেই পরীক্ষা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অবগত নহে। অতএব এই সভা-সমক্ষে বিশুদ্ধি-পরিচায়ক শপথ-দান করিয়া, সীতা পৌরজনবর্গকে প্রীত করুন্।

তখন তপস্বিনী সীতা অবনত-বদনে কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই সভা-সমক্ষে শপথ করিতে থাকিলেন—আমি যদি রাম ভিন্ন আর কাহাকে মনেও চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে জননী বসুন্ধরা পুনরায় আমাকে নিজ গর্ভে স্থান প্রদান করুন্—আমি যদি কায়মনোবাক্যে কেবলমাত্র রামকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে পৃথিবী আমার নিমিত্ত বিবর প্রদান করুন্—আমি যদি রামৈকপ্রাণা হইয়া জীবন যাপন করিয়া থাকি, তবে ভগবতী মাধবী আমাকে ক্রোড়ে গ্রহণ করুন্।

সীতা এইরূপে সকাতরে শপথ করিতেছেন, এমন সময়ে ভূমি দ্বিধা হইয়া, তাহার ভিতর হইতে রত্ন-ভূষিত এক সিংহাসন উত্থিত হইল।

ধরণী-দেবী বাহুযুগলের দ্বারা সীতাকে বেষ্টনপূর্ব্বক সেই সিংহাসনে বসাইলে, চক্ষের নিমেষে তাহা পাতালে প্রবেশ করিল! এই অলৌকিক দৃশ্যে সমগ্র সভা নিস্তব্ধ এবং সকলে বিস্ময়ে বহুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিল! সমস্ত জগৎ যেন সেই মুহূর্ত্তে সম্মোহিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! সীতার অন্তর্ধানে রাম অভিভূত হইয়া বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকিলেন।

পরে, রামের আজ্ঞায় সীতার হিরণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত ও স্থাপিত হইলে, অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন করা হইল।

অবশেষ

তৎপরে রাম আরও অনেকবার অশ্বমেধ, বাজপেয় ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া বহুকাল রাজত্ব করিলেন। কাল-ক্রমে পুত্র-পৌত্রবতী কৌশল্যা দেবী দিব্য-ধামে গমন করিলে, পরে কৈকেয়ী এবং সুমিত্রাও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

একদা কেকয়রাজ যুধাজিৎ অশ্বগজাদি বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত পুরোহিত ব্রহ্মর্ষি গার্গ্যকে রাম-সমীপে প্রেরণ করিলে, রাম পুলকিত-চিত্তে গার্গ্যকে সমাদর-পূর্ব্বক মাতুল-প্রেরিত উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন। পরে ঋষিবর রাম-সমীপে কহিলেন—হে মহাবাহো! যুধাজিৎ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমি তাহা আপনাকে নিবেদন করি। সিন্ধু-নদের উভয় তীরে যে বিস্তীর্ণ প্রদেশ আছে, শৈলূষ-নামে গন্ধর্ব্বের পুত্র বহু গন্ধর্ব্বসেনা দ্বারা তাহা রক্ষা করিতেছে। আপনি ভিন্ন আর কেহ তাহাদিগকে জয় করিতে সক্ষম নহে। যুধাজিতের ইচ্ছা, আপনি তাহা আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লউন্।

ঋষি মুখে মাতুলের প্রস্তাব শুনিয়া, রাম ভরতের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিকে কহিলেন—হে ব্রহ্মর্ষে! তক্ষ ও পুষ্কল, ভরতের এই পুত্রদ্বয়

ভবতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া এবং যুধাজিৎ কর্ত্তৃক সংবক্ষিত হইয়া অভিযান পূর্ব্বক ঐ দেশ অধিকাব এবং উহা দুইভাগে বিভক্ত কবিয়া ভোগ করুক্। আমি তাহাদিগকে অভিষেক করিতেছি।

বামের আজ্ঞায় ভবত, পুত্রদ্বয় ও সৈন্যসমেত প্রথমে কেকয়-বাজ্যে গমন কবিলেন। সেখানে যুধাজিৎ সৈন্যসমেত যোগ দিলে, সকলে গন্ধর্ব্ব-বাজ্যে গমন কবিয়া যুদ্ধে গন্ধর্ব্বদিগকে পবাজিত করিলেন। বামেব আদেশানুযায়ী উহাব এক অংশে তক্ষ ও অপবাংশে পুষ্কল অধিষ্ঠিত হইলেন। তক্ষেব অধিষ্ঠিত বাজ্যেব নাম হইল তক্ষশিলা এবং অপবভাগ পুষ্পলাবত নামে অভিহিত হইল। ভবত সেখানে পাঁচবৎসর-কাল থাকিয়া, পবে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলেন।

তৎপবে বাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন—লক্ষ্মণ! তোমার পুত্রদ্বয়, অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এখন বাজ্যবক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। উহাদেব জন্য উপযুক্ত প্রদেশ অন্বেষণ কব। বামেব আদেশ শুনিয়া ভরত কহিলেন—কারুপথ-নামে বমণীয় এক দেশ আছে। অঙ্গদ সেইখানে এবং চন্দ্রকেতু মল্ল-প্রদেশে বাজ্য সংস্থাপন করুন্।

ভবতের প্রস্তাব অনুমোদন পূর্ব্বক বাম, কুমাবদ্বয়কে অভিষিক্ত কবিলেন। কারুপথে অঙ্গদীয়া নাম্নী পুবী স্থাপিত হইল এবং মল্লপ্রদেশে স্থাপিতা পুবীব নাম হইল চন্দ্রকান্তা। লক্ষ্মণ, অঙ্গদেব এবং চন্দ্রকেতুর সঙ্গে গিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত কবিয়া আসিলেন।

পবে একদিন কাল-পুরুষ তাপস রূপে বাম-সমীপে আসিয়া কহিলেন—রাম! আমি তোমাকে কিছু গোপনীয় বার্ত্তা বলিতে চাহি। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা কবিতে হইবে, সে সময়ে কেহ আসিলে বা সেই কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ তুমি তাহাকে বধ কবিবে।

রাম তাপসেব কথায় প্রতিশ্রুত হইয়া লক্ষ্মণকে উহা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক লক্ষ্মণকেই দ্বার-রক্ষার আদেশ করিলেন।

তখন তাপস রূপী কাল-পুরুষ কহিলেন—আমি ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। এখন যদি আরও কিছুকাল প্রজাপালনে তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে মহীতলে বাস কর। নতুবা, স্বধামে গমন করিতে প্রস্তুত হও।

তাপসের কথায় রাম কহিলেন—আমার সর্ব্ব কার্য্যই সম্পন্ন হইয়াছে। এখন আমি দিব্য-ধামে গমন করিতে ইচ্ছা করি।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে দুর্ব্বাসা-মুনি দ্বার-দেশে আসিয়া অবিলম্বে রামের দর্শনাভিলাষী হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে রামের আদেশ নিবেদন করিলেন। কিন্তু ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া, সকলকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, লক্ষ্মণ ভাবিলেন, সকলের নাশ অপেক্ষা একের নাশ শ্রেয়ঃ। এইরূপ ভাবিয়া লক্ষ্মণ, রাম সমীপে গমন-পূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমন জ্ঞাপন করিলে, রাম কালকে বিদায় দিয়া দুর্ব্বাসার চরণ বন্দনা করিলেন এবং ঋষি ক্ষুধিত শুনিয়া, তাঁহাকে পরম সমাদরে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিলেন।

দুর্ব্বাসাকে বিদায় দিয়া রাম, লক্ষ্মণের নিমিত্ত চিন্তায় দীনমনাঃ হইলে, লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন—হে মহাবাহো! আপনি আমার জন্ত চিন্তিত হইবেন না। আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। প্রতিজ্ঞানুসারে আমাকে বধ করিয়া আপনি ধর্ম্ম রক্ষা করুন্।

তখন বশিষ্ঠের উপদেশে রাম, লক্ষ্মণকে বধ না করিয়া, ত্যাগ করিলেন। কারণ, ধর্ম্মের বিপর্য্যয় করা কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ, রামের পক্ষে লক্ষ্মণের মত ভ্রাতাকে ত্যাগ করা বধেরই তুল্য।

এইরূপে রাম-কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া, লক্ষ্মণ আর স্বগৃহে না গিয়া সরযূ-নদীতে আচমন-পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়-রোধ দ্বারা দেহত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়া, রাম নিতান্ত শোকার্ত্ত হইলেন এবং অমাত্য ও পুরোহিতগণকে কহিলেন—আমি অদ্যই ভরতকে অযো-

ধ্যার রাজত্বে অভিষিক্ত করিয়া, লক্ষ্মণের অনুগামী হইতে ইচ্ছা করি। অতএব শীঘ্র অভিষেক-দ্রব্যাদির আয়োজন করা হউক।

রামের বাক্য শুনিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ অবনত-মস্তকে পুত্তলির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ভরত করযোড়ে কহিলেন—রাজন্! আপনার বিরহে আমি রাজ্যভোগ করিতে চাহি না। আপনি বীর কুশকে কোশল-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শত্রুঘ্নের নিকটে দূত প্রেরণ করুন্।

রাম পুরী ত্যাগ করিবেন শুনিয়া অযোধ্যার বহু পৌরজন তাঁহার অনুগমন করিতে চাহিলে, রাম "তথাস্তু" বলিয়া, ভরতের প্রস্তাবানুসারে পুত্রদ্বয়কে অভিষিক্ত করিলে, অবিলম্বে তাঁহাদের রাজ্যে পুরী নির্ম্মিত হইল,—কুশের পুরী কুশাবতী এবং লবের পুরী শ্রাবস্তী-নামে বিখ্যাত হইল। তখন রাম, শত্রুঘ্নের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দূতের মুখে রামের লক্ষণ-বর্জ্জন ও লক্ষ্মণের দেহত্যাগ ইত্যাদি বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শত্রুঘ্ন, তাঁহার পুত্র সুবাহুকে মথুরা ও অপর পুত্র শত্রুঘাতীকে বৈদিশ-রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক রাম-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

শত্রুঘ্ন রামের চরণবন্দনা করিয়া কহিলেন—মহারাজ! আমি পুত্র-দ্বয়কে রাজ্য-ভাগ প্রদান পূর্ব্বক আপনার অনুগমনে কৃত-নিশ্চয় হইয়া এখানে আসিয়াছি। আপনি আমাকে নিবৃত্ত করিবেন না।

এদিকে রামের স্বর্গ-গমনোদ্যোগ-বার্ত্তা শুনিয়া সুগ্রীব-প্রমুখ বানরগণ এবং বিভীষণ-প্রমুখ রাক্ষসগণ রাম-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সমবেত হইয়া রামকে কহিলেন—মহারাজ! আমরা আপনার অনুগমন করিবার নিমিত্তই এখানে সমাগত হইয়াছি। আপনি অনুমতি না দিলে, তাহা আমাদের পক্ষে যম-দণ্ড-স্বরূপ হইবে।

সুগ্রীব আরও কহিলেন—আমি অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যা-রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি।

তখন রাম বিভীষণকে কহিলেন—হে রাক্ষসেন্দ্র! যতদিন মনুষ্য

থাকিবে, যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, যতদিন পৃথিবীতে আমার কথা প্রচারিত থাকিবে, ততদিন তুমি লঙ্কারাজ্যের অধীশ্বর হইয়া থাক।

পরদিন প্রভাতে রামের আদেশে বশিষ্ঠ মহাপ্রস্থানের আয়োজন-পূর্ব্বক যথাবিধি ক্রিয়া সম্পাদন করিলে, রাম অতি নিশ্চেষ্ট-ভাবে সরযূ-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

তাঁহার পশ্চাতে বহু ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, পৌরজনগণ ও স্ত্রীগণ, বৃদ্ধ ও বালকগণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, মন্ত্রী ও অনুচরবর্গ এবং বানর ও রাক্ষসগণ গমন করিতে থাকিলেন। সরযূ প্রাপ্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়-রোধ-পূর্ব্বক রাম দেহ-ত্যাগ করিলে, ভরত ও শত্রুঘ্ন এবং তদ্দর্শনে বহু অনুগামী জন সেই পুণ্য সরযূ-তীর্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া রামের অনুগমন করিলেন।

সমাপ্ত



অবসর-প্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন—

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ, এম্-বি

সম্পাদিত—

কাব্য-গ্রন্থাবলী

এই সকল গ্রন্থই বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও বিস্তৃত ভূমিকায় সমালোচিত—

১।	কুমারসম্ভব-কাব্য (সরল গদ্যানুবাদ)—	১৲
২।	মেঘনাদ বধ „	৩৲
৩।	সীতা ও সরমা „	১।০
৪।	তিলোত্তমা-সম্ভব „	১৷৷০
৫।	ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা „ ...	১৷৷০
৬।	চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী	১।৹

এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রণীত স্বাস্থ্যগ্রন্থ—

৭।	স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রবেশিকা (বহু চিত্রসহ)	২৲

(শিক্ষিত গৃহস্থ মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রী প্রেস

৩৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।